কলকাতা শিলিগুড়ি ২৯ চৈত্র ১৪২৯ বৃহস্পতিবার ১৩ এপ্রিল ২০২৩



ঐক্য গড়তে বৈঠকে রাহুল – ৭

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের – ৩

দেশের মধ্যে দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় – ৫

সৌরভদের এক হাত নিলেন শাস্ত্রী – ৮

সূর্যোদয় — ৫ টা ২৪ মিনিট সূর্যাস্ত — ৫ টা ৫৩ মিনিট

আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, সকালের দিকে মেঘলা আকাশ। যেকোনও সময় বৃষ্টি হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।

দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ ৩৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৮৮ শতাংশ; সর্বনিম্ন ১৬ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)

শুটিং করতে গিয়ে গুরুতর

আহত সঞ্জয় দত্ত



সেটে আচমকা বিস্ফোরণের জেরে গুরুতর আহত হলেন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। কন্নড় ছবি 'কেডি'-র শুটিং চলাকালীন এই দর্ঘটনা ঘটে। সেটে তখন উপস্থিত ছিলেন এই বলিউড অভিনেতা। বোমা ফেটে গুরুতর আহত হন তিনি। বেঙ্গালুরুর কাছে এক জায়গায় ছবির শুটিং চলছিল। অভিনেতা সঞ্জয় দত্তর হাতে, কনুইয়ে ও মুখে চোট লাগে। আপাতত ছবির শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে।

কন্নড্-এর পাশাপাশি তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও হিন্দি ভাষায় মুক্তি পেতে চলেছে কেডি' ছবি। বেঙ্গালুরুর কাছে মাগাড়ি রোড এলাকায় ছবির জন্য একটি অ্যাকশন দুশ্যের শুটিং করছিলেন অভিনেতা। ফাইট মাস্টার রবি বর্মার উপস্থিতিতে শুটিং চলছিল। সেই সময় সেটে হঠাৎই বোমা ফাটে। সঞ্জয় দত্ত আহত হওয়ায় বন্ধ করে দেওয়া হয় ছবির শুটিং। সূত্রের খবর, প্রাথমিক চিকিৎসার পর আপাতত সুস্থ আছেন তিনি। তবে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত শুটিং বন্ধ থাকবে। কন্নড ছবি 'কেডি'-তে খলনায়কের চরিত্রে দেখা সঞ্জ বাবাকে। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন 'মার্টিন'খ্যাত তারকা অভিনেতা ধ্রুব সারজা। প্রায় চার দশক ধরে বলিউডে অ্যাকশন হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত। তবে তাঁর অভিনয় জীবনের বিতীয় ধাপে খল চরিত্রেই বেশি ঝুঁকছেন অভিনেতা। 'কেডি' ছবিতেও খলনায়কের ভূমিকাতেও দেখা যেতে চলেছে তাঁকে। খবর, ১৯৭০ সালে বেঙ্গালুরুতে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরী হয়েছে ছবির চিত্রনাট্য। কন্নড় ছবির পাশাপাশি 'লিও'-র মাধ্যমে তামিল ছবির দুনিয়ায় অভিষেক ঘটতে চলেছে সঞ্জবাবার কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই ছবির শুটিং অনেকটা এগিয়েছে। অ্যাটলির 'জওয়ান' ছবিতেও অ্যাকশন দুশ্যে অভিনয় করছেন তিনি। এর আগে দক্ষিণী ছবি 'কেজিএফ চ্যাপ্টার ১' ও 'কেজিএফ চ্যাপ্টার ২'-এ কাজ করেছেন সঞ্জয় দত্ত।

রাজ্যে মিড ডে মিলে বিস্তর অনিয়মের

অভিযোগ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি— পশ্চিমবঙ্গে মিড ডে মিলেও দুর্নীতি হয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা পিটিআই দাবি করেছে। ছ'মাসে এই রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রকল্প মিড ডে মিলের ১০০ কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। যদিও তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পাল্টা বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নিয়ে কাঠগডায় তুলেছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের একটি দল পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে গিয়ে মিড ডে মিল নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেছে। সেই রিপোর্টে নাকি দাবি করা হয়েছে, ১৬ কোটি মিড ডে মিলের ভুয়ো তথ্য পেশ করা হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই প্রকল্পে ১০০ কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে রাজ্য ১৬ কোটি অতিরিক্ত মিড ডে মিল দেখিয়েছে। নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে ৭০ শতাংশ কম খাবার পড়ুয়াদের দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

সব দফতরের রিপৌর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি – দিন ঘোষণা না হলেও দুয়ারে কড়া নাড়ছে পঞ্চায়েত ভোট। এই অবস্থায় রাজ্যের সব দফতরের কাজের হিসেব নিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ২৬ এপ্রিল নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠক হবে। যেখানে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সব পূর্ণমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীদের। সমস্ত মন্ত্রীদের মোবাইল ফোনে বৈঠকে হাজির থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার। এই বৈঠকে। উপস্থিত থাকবেন সচিব এবং যুগ্ম সচিবরা।

বৈঠকের আগে সংশ্লিষ্ট দফতর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য ইমেল মারফত মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে পাঠাতে বলা হয়েছে। এওর জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে আগামী ১৯ এপ্রিলের মধ্যে। কী কী তথ্য পাঠাতে হবে, লিখিত বার্তায় তার তালিকাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও এই ধরনের বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সব দফতরের কাজকর্ম ও উন্নযনমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হল। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিভিন্ন দফতরের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে কতটা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়েছে? কোন প্রকল্পে কত টাকা খরচ হয়েছে, তা জানাতে বলা হয়েছে। যে সমস্ত প্রকল্প শেষ হয়ে গিয়েছে. তার 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' জমা দিতে বলা হয়েছে। কোন কোন প্রকল্প অর্থ বরাদ্দ হওয়ার পরেও শেষ করা যায়নি, কী কী কারণে শেষ করা যায়নি, তাও জানাতে বলা হয়েছে। এই রিপোর্ট মখ্যমন্ত্রীর দফতরে পাঠারেন প্রত্যেক দফতরের প্রধান সচিবরা।

ব্যস্ততা। নবান্ন সূত্রে খবর, সব দফতরের রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে জমা পড়ার পরে এক সপ্তাহ ধরে পর্যালোচনা

এই গরমে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে রাজ্যবাসীকে।

২৪ মে'র পরিবর্তে শুরু

হবে ২ মে

আগামী পাঁচ দিন

তাপপ্রবাহ আরও বাড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী পাঁচ

দিন তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া অফিস। সূর্যের প্রচন্ড

তাপ এবং সেইসঙ্গে তাপপ্রবাহের কবলে পড়বে দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বৃহস্পতিবার থেকে

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহ শুরু হতে পারে। উত্তর এবং দক্ষিণ

২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃহস্পতিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি

গরমের ছুটি এগিয়ে এল। অন্য জেলাগুলিতে শুক্রবার

হাওড়া এবং পূর্ব বর্ধমানের কিছু এলাকায়। শনিবার অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ

থেকে দক্ষিণের বাকি জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহ শুরু হবে বলে আবহাওয়া

দফতর জানিয়েছে। রোদের তেজে পুড়বে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম

মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া। প্রতিটি

জেলাতেই তাপপ্রবাহ চলবে আগামী ১৭ এপ্রিল, সোমবার পর্যন্ত। আলিপুর

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই সমস্ত জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সময়

তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি থাকবে। গরম আরও

বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না

গরম থেকে বাঁচতে কী কী করতে হবে, সেই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা

বুধবার জারি করেছে নবান্ন। ১. প্রবল রোদ থেকে বাঁচতে ছাতা ব্যবহারের

পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ২. যাঁরা বাইরে কাজ করেন, তাঁদের দুপুরের মধ্যেই

কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। ৩. শরীরে জলের ঘাটতি যাতে না হয়, তার

জন্য বার বার জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওরাল রিহাইড্রেশন

সল্ট মিশ্রিত পানীয় খাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৪. সানস্ট্রোকের

তৈরি হবে। কলকাতা-সহ

সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার

রয়েছে কলকাতা, হুগলি,

তাপপ্রবাহের

তাপপ্রবাহের

পূৰ্বাভাস



ইফতার আসরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

করবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। ২৬ এপ্রিলের বৈঠকে সব তরফে ব্যাখ্যা শুনবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

মে মাসের শেষেই পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে মুখ্যমন্ত্রী সব দফতরের কাজের খতিয়ান ুমুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠক ডাকার পরে সব দফতরেই তুমুল । নিতে চাইছেন। কোথাও কোনও খামতি থাকলে তা কীভাবে মেরামত করা যায়, তা নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে মনে করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।

পয়লা বৈশাখে দক্ষিণেশ্বরে শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি--- পয়লা বৈশাখে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বাভাবিকভাবে তাঁর নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে দুর্ভোগ বাড়তে পারে পুণ্যার্থীদের। বাংলা বছরের প্রথম দিন বহু মানুষ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যান পুজো দিতে। অমিত শাহের কর্মসূচিকে ঘিরে দুর্ভোগ বাড়বে আমজনতার। এই আশঙ্কাকে সামনে রেখে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসক দলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, 'সাধারণ মানুষকে -বরক্ত করতে আসছেন শাহ। ওইসময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বেশি ভিড় থাকে। সেখানে যখন-তখন হাই সিকিউরিটির মধ্যে থাকা কেউ যদি চলে যান, তখন তো সাধারণ মানুষের বিপদ। তাঁর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা লোক দেখানো বেশি। পুজো দেওয়ার হলে অন্য সময়ও এসে দিতে পারেন। তবে অনেক সময় মায়ের কাছে পুজোর ফুলও দিতে হয়। আবার বলির জন্য অন্য জিনিসও যায়!' এর পাশাপাশি অমিত শাহের বঙ্গ সফরকে কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, 'দেশে গণতন্ত্ৰ নেই, বাংলায় গণতন্ত্ৰ আছে। ফলে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসবেন, এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে করলে সভা করবেন। এখানেই থেমে থাকেননি কণাল তিনি বলেছেন, অমিত শাহ এর আগে এ রাজ্যে বহুবার এসেছেন। কিন্তু বিজেপির কিছ লাভ হয়নি।

সেনাছাউনিতে ঘুমন্ত অবস্থায় ৪ জওয়ানকে গুলি করে খুন

ভাটিভা

দিল্লি, ১২ এপ্রিল— ভাটিন্ডার সেনা ছাউনিতে বুধবার ভোরে ঘুমোচ্ছিলেন জওয়ানরা। আচমকাই তাঁদের উপর গুলিবৃষ্টি হয়। গুলিতে চার সেনা জওয়ান নিহত হন। ভাটিভার পুলিশ সুপার (তদন্ত) অজয় গান্ধি এমনটাই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, দুই সেনা জওয়ান এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সামরিক ছাউনিতে সাধারণ পোশাক পরে তাঁরা ঢুকেছিলেন। গুলি চালানোর পর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যদিও কী কারণে তারা গুলি চালালো, তার তদন্তে নেমেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। একটি ইনসাস বন্দুক খোয়া গিয়েছিল। সেটিও উদ্ধার হয়েছে। তার ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ঘটনার দু'দিন আগে একটি ইনসাস রাইফেল ও ২৮ রাউন্ড গুলি খোয়া গিয়েছিল সামরিক ছাউনি থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ঘটনাস্থল থেকে রাইফেলের ১৯টি খালি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ভাটিন্ডার এসএসপি গুলনীত খুরানা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় সন্ত্রাসবাদীদের যোগসাজস নেই। যদিও হামলাকারীদের এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। সেনা ছাউনিজুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। অপরাধীদের হদিশ পেতে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ফিরছে করোনা আতঙ্ক মহারাষ্ট্রে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১ হাজারেরও বেশি, মৃত্যু ৯ জনের

মুম্বই, ১২ এপ্রিল— মহারাষ্ট্রে হু হু করে বাড়ছে করোনাভাইরাস সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় ওই রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ১৩৫ জন। মৃত্যু হয়েছে ৯ জন কোভিড আক্রান্তের। অন্যদিকে রাজধানী দিল্লিতে মঙ্গলবার নতুন করে করোনা সংক্রমণ হাজারের কাছে পৌঁছেছে। গত প্রায় মাসখানেক ধরেই মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে করোনা সংক্রমণ বাড়ছিল। বুধবার বিকেলে প্রকাশিত সরকারি বুলেটিন অনুযায়ী, এ বার তা হাজারের ঘর পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে শুধু মুম্বইতেই আক্রান্তের সংখ্যা ৩২০। এছাড়া রয়েছে ঠাণে, পুণে, রায়গড়, পালঘরের মতো জেলাগুলি। এই সমস্ত জেলায় যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে তা খুবই উদ্ধেগের। পরিসংখ্যান থেকে এমনটাই আঁচ করা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য দফতর জানাচ্ছে, ১ মার্চ সে রাজ্যে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩২। কিন্তু দেড মাসের মধ্যেই তা ৩৪ গুণেরও বেশি বেডে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আবার করোনার বিধিনিষেধ চালু করার পরামর্শ দিয়েছে মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্য

নিজেদের অধিকার নিয়ে লড়াই করুন, তৃণমূল আপনাদের পাশে আছে: অভিযেক

https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/

নিজস্ব প্রতিনিধি--- পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। প্রকাশ্য জনসভা করার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে দলকে মজবুত করার ধারাবাহিক প্রয়াস নিয়েছেন তিনি। তারই অঙ্গ হিসেবে বুধবার বাঁকুড়ার ওন্দা ফুটবল মাঠে জনসভা করেন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহকে উপেক্ষা করে অভিষেকের জনসভায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। বাঁকুড়ার মাটিতে এদিন অভিষেক যেন অনেকটা অভিমানী। তাঁর অভিমানের প্রকৃত কারণ অভিষেক এদিন ব্যাখ্যা করেছেন আমজনতার সঙ্গে। এদিন অভিষেক বলেন, 'উনিশে আপনারা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা মুখ ফেরাইনি। একুশে আপনারা মুখ ফিরিয়েছিলেন, আমরা উদাহরণ তুলে ধরে অভিষেক বলেন, অভিমান করিনি, মখ ফেরাইনি। 'এরপর মান্য যদি তাঁর নিজের আপনিও রক্ত মাংসের মান্য, আমিও রক্ত মাংসের মান্য। এবার যদি আপনারা আপনাদের অধিকার নিয়ে লডাই না করেন, তাহলে তৃণমূলও আপনার অধিকারের দাবিতে আর বরুদ্ধে সরব হন তৃণমূলের সেকেন্ড-

উল্লেখ্য, উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ায় তৃণমূলকে ফিরতে অভিষেক বলেন, বাংলার মানুষজনকে হয়েছিল শুন্য হাতে। বাঁকডার দু'টি ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। লোকসভা আসনেই জয়ী হয়েছিল বিজেপি। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকডার ১২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে আটটিতে পদ্মফুল ফুটেছিল। এদিন অভিষেক সেটাই বলতে অভিমানী। কারণ বাঁকুড়ার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন। প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদিত নেতাদের বিরুদ্ধেও সুর চড়ান প্রাণ। তা সত্ত্বেও তৃণমূলের প্রতি অভিষেক। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিমানেই হোক কিংবা যে কোনও প্রভাবশালী এই সাংসদ বলেন, 'আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। উজাড় করে বাংলার মানুষের ভোটে জিতে বিষুৎপুরে জনস্বার্থবিরোধী এমন সব সিদ্ধান্ত কাজ হবে না বলে বিজেপির মুখপাত্র তৃণমূলে যোগ দেন।



অধিকারের দাবিতে সরব না হন, তাহলে তৃণমূলও মানুষের অধিকারের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামবে না।' এদিন ফের কেন্দ্রীয় সরকারের -

ইন কম্যান্ড। গ্রামবাংলার মানুষের প্রাপ্যের দাবিতে সরব হন তিনি। কেন্দ্র। ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনার টাকা সব আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এভাবে মানুষের অধিকার আটকে রাখা যায় না। হকের টাকা, মেহনতের টাকা আটকে রাখার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। এভাবেই গ্রামবাংলার ঐক্যবদ্ধভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সামিল করার জন্য গর্জে ওঠেন অভিষেক। এদিনের সভা থেকে বঙ্গবিজেপির

তৃণমূল যে অভিমুখে রাজনীতি করতে চাইছে. তাতে মানষ সাডা দিচ্ছে না। আলিপরদয়ারের সভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন অভিষেক। এক কোটি চিঠি নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হবেন বলে অভিযোক জানিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের আলিপরদয়ার থেকেই শুরু হয়েছে অভিষেকের পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার। আমজনতার অধিকার রক্ষার দাবিতে বাঁকুড়ার কেন্দ্রের জনসভায় অভিষেকের সর পৌঁছল উচ্চগ্রামে।

এদিন স্থানীয় ইস্যু নিয়েও সরব হন অভিষেক। তিনি বলেন, 'এঁরা বাডির লক্ষ্মীকে রাখতে পারে না। তাই তো সুজাতা চলে এসেছেন। ঘরের লক্ষ্মীকে রাখতে পারে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে কটাক্ষ করেছে!' উল্লেখ্য, অভিষেকের বক্তব্যের আগে এদিন সূজাতা বক্তব্য রাখেন। এ প্রসঙ্গে বিজেপির তরফে বলা হয়, তৃণমূলের যা রুচিবোধ সেই কথাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। এতে নতুন কারণে এই জেলার সিংহভাগ মানুষ এমন দল বাপের জন্মে দেখিনি। কিছু নেই।উল্লেখ্য, উনিশের ভোটে ভোট দিয়েছিল মোদির দলকে। কিন্তু বিরোধী দলনেতা, সাংসদ, কেন্দ্রর দাঁড়িয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ। কিন্তু বিনিময়ে এই জেলার মানুষ যে মন্ত্রীরা বলছে বাংলার মানুষেরই টাকা মামলার কারণে তিনি বিষ্ণুপুরে প্রবেশ কেন্দ্রের কাছ থেকে কিছুই পায়নি, আটকে রাখুন। আগামী ২৪ এপ্রিল করতে পারেননি। তাঁর হয়ে প্রচার উল্টে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের থকে বুথস্তরে সই সংগ্রহের কাজ শুরু করে নজর কড়েন সুজাতা। সৌমিত্র মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে হবে।' যদিও অভিষেকের এই বার্তায় জয়ী হন। কিন্তু সূজাতা বিজেপি ছেড়ে

সম্ভাবনা এডাতে সরাসরি রোদ না লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাংলায় ইতিহাস গড়ল মেট্রো

দেশে প্রথম গঙ্গার নীচে সুড়ঙ্গে ছুটল রেক

নিজম্ব প্রতিনিধি— দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। বাংলায় ইতিহাস গড়ল মেটোরেল। দেশে এই প্রথম গঙ্গার নীচ থেকে মেট্রোর চাকা গড়াল। অবশ্য মেট্রো জানিয়ে দিয়েছে, এটা ট্রায়াল রান নয়, তবে ট্রায়াল রানের প্রস্তুতিপর্ব মাত্র।

বুধবার গঙ্গার তলা থেকে পারাপার করল দু'টি মেট্রো রেক। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ পার থেকে, ওপারে পৌঁছে গেল রেকগুলো। এদিন মেটোর দু'টি রেক কলকাতার দিক থেকে গঙ্গার নীচে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে পৌঁছল হাওডায়।

এদিন সকাল ১১টা ৫২ মিনিটে প্রথম রেকটি হাওড়া ময়দানে এসে পৌঁছয়। তার কিছুক্ষণ পরেই ৰিতীয় রেকটিও সেখানে চলে আসে।

অবশ্য কলকাতা মেটোর তরফে এদিন স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ওই রুটে এখনই পরীক্ষামূলক ভাবে মেটো চালানো হচ্ছে না। এমনকী, এই রেক চলাচল, ট্রায়াল রানের অংশও নয়।

অবশ্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছে যে, খুব শীঘ্রই এই রুটে (ট্রায়াল রান) অর্থাৎ পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রো চলাচল শুরু হবে।

মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত হাওড়া ময়দান স্টেশনেই রেক দু'টি থাকবে। ওখান থেকেই ট্রায়াল রান শুরু হয়ে যাবে। একইসঙ্গে অল্প কয়েক। দিনের মধ্যেই হাওড়া এবং কলকাতা জুড়ে যেতে চলেছে এই মেট্রোপথে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এদিন দু'টি রেক চালানো হয়েছে। এদিন মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) পি

উদয়শঙ্কর নিজে একটি মেট্রোয় চড়ে কলকাতার দিক

থেকে এসে নামেন নবনির্মিত হাওড়া ময়দান মেট্রো

এপ্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর জিএম পি উদয়শঙ্কর বলেন, 'এটা কলকাতা শহরের জন্য ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আগামী সাত মাস এই ট্রায়াল চলবে।' একইসঙ্গে তিনি এ-ও জানিয়ে দেন যে, এটা ট্রায়াল রানের প্রস্তুতি পর্ব মাত্র। কিন্তু ট্রায়াল রান নয়।

অন্য দিকে, মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্রের কথাতেও এই ঐতিহাসিক মৃহুর্তের কথা উঠে এসেছে। এই বিষয় তিনি বলেন, 'কলকাতা মেট্রোর জন্য এ এক ঐতিহাসিক মুহুর্ত। বহু বাধা অতিক্রম করে আমরা মেট্রো রেককে হাওড়া অবধি নিয়ে যেতে পারলাম। কলকাতা এবং শহরতলির মানুষকে বিশেষ উপহার দিতে চলেছে ভারতীয় রেল।'

এদিন মেটো রেক চালানোর আগে সুড়ঙ্গের মধ্যে পুজোও সারেন মেট্রো কর্তারা।

মেট্রো সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গত রবিবারই এই রুটে শিয়ালদহ থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত রেক নিয়ে যাওয়ার সময়ে মন্থর গতির ব্যাটারিচালিত লোকোমোটিভ ব্যবহার করা হয়েছিল। লাইনের চড়াই-উতরাই বেশি হলে, ওই ইঞ্জিন ব্যবহার করা যায় না। আবার, দ্রুত ছোটাতে গেলে চাকা পিছলে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। তাই ওইদিন রেকটি ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার গতিতে এগিয়েছিল বলে জানা

উল্লেখ্য, দেশের প্রথম মেট্রো রেল কলকাতায় চালু হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর।

আবার প্রথম এই শহরেই নদীর নীচ দিয়ে মেটো ছুটল বুধবার। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটারের মধ্যে দেড় কিলোমিটারের বেশি অংশ রয়েছে গঙ্গার নীচে।

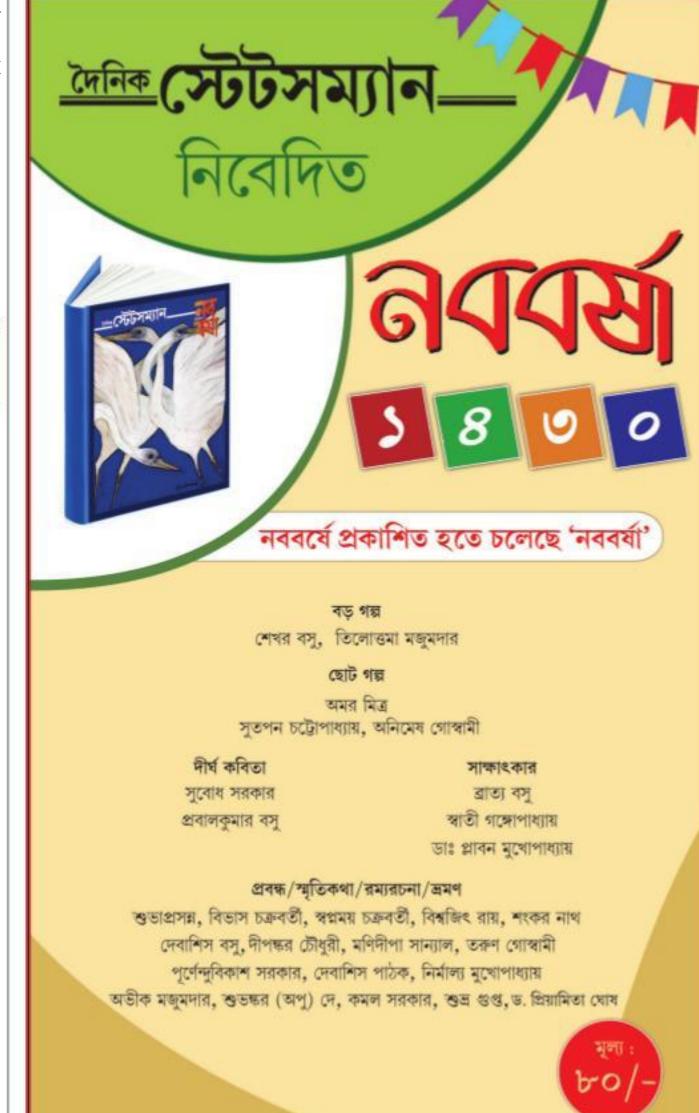
বর্তমানে কলকাতা ও হাওড়াকে যুক্ত করেছে দু'টি সেতু, হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু এবং বিতীয় হুগলি ব্রিজ বা বিদ্যাসাগর সেতু। এছাড়া আছে ফেরি সার্ভিস। গঙ্গার নীচ দিয়ে রেলের মাধ্যমেও যুক্ত হতে যাচ্ছে এই দুই শহর।

গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো যোগাযোগ-সহ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অংশের কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিয়ালদহের অদুরে বউবাজার এলাকায় ধস নামায় শিলায়দহ-এসপ্ল্যানেড রুটের কাজ বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই অংশে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেডগামী অংশের কাজ হালে শেষ হয়েছে। এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহগামী টানেল তৈরি এবং লাইন পাতার কাজ চলছে। তবে শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড অংশে বিদ্যুত্বাহী তৃতীয় লাইন পাতার কাজ এখনও শেষ হয়নি। সেজন্য রবিবার একটি ব্যাটারি চালিত ইঞ্জিন দিয়ে শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে গঙ্গার নীচ দিয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ৬ কোচের বিশেষ একটি ট্রেন চালানো হয়। সেটি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর পূর্ব প্রান্তের শেষ স্টেশন সেক্টর ফাইভ থেকে ছাড়বে।

ওদিকে শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন চালু হওয়ার পর অনেকটাই গতি পেয়েছে কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডর।

২০২৩ সালেই বহু প্রতীক্ষিত ইস্ট-ওয়েস্টের সম্পূর্ণ পথে মেটো চলাচল শুরু হতে চলেছে।

হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রোর লাইনের কাজ শেষ হলেও এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদার মাঝে এখনও সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এবার হাওড়া ময়দান থেকে ইস্ট ওয়েস্টের বাকি পথে মেট্রো চলাচল এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।



KOLKATA

Statesman House, 4, Chowringhee Square Kolkata-700 001 Apurba Chakravarty, M: 9830045650, Uttar Sarathi Guha Mojumder, M: 9831528760

For Advertisement : statesmandisplay@gmail.co thestatesmanclassified@gmail.

delhistatesman@gmail.com For Editorial:

journo71@gmail.com

DELHI Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911,

43043793 delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com Mob: 9212192123

BHUBANESWAR

Plot 3A, Zone B, Sector A,

Mancheswar Industrial

9866323009,9212192123 delhistatesman@gmail.com hyderabad@thestatesmangroup.com

The Statesman Limited

2nd Floor, UNI Building.

A.C. Guards, Hyderabad-

Estate, Bhubaneswar-

statesmanbbsr@gmail.com

Delhistatesman@gmailcom

M-09438838880

751010.

SILIGURI

Spencer Plaza

18/19, 1st Floor,

Burdwan Road

Ph.: 9832082429

HYDERABAD

500004,

Above Vishal Mega Mart

sil_statesman@yahoo.co.in

delhistatesman@gmailcom

BANGALORE No. 68, First Floor, Gold

Bangalore-560025. Tel.; 080-9212192123 delhistatesman@gmail.com

50 Residency Road

bangalore@thestatesmangroup.com **MUMBAI** 5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road,

Mumbai-400 020 M-9212192123, Tel: (022) 35775450 Siliguri-734005, West Bengal Email: delhistatesman@gmail.com mumbai@thestatesmangroup.com

> **LUCKNOW** 2/2, Butler Palace Near Jopling Road) Lucknow-226 001. M-9212192123

Email: delhistatesman@gmail.com

delhistatesman@gmailcom

ranchi@thestatesmangroup.com

RANCHI Mobile: 9212192123

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1 All other stations in India - Re. 1

রাশিহাল লোকনাথ শাস্ত্ৰী

বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল মেষরাশি— ব্যবসায়ে মুনাফা বৃদ্ধির কারকতা। জ্ঞানীজনের অনপ্রেরণা লক্ষণীয়। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ। বিশিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শে বিদ্যায় উন্নতি। সুজনমূলক কাজে সাফল্য আসবে।

বৃষরাশি– অন্যায় অবিচার সত্ত্বেও নমনীয় হবেন। সাংসারিক দায়িত্ব পালন ও ঋণশোধ। কর্মক্ষেত্রে সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারেন। বলবান বোঝাপডা। সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যায় সাফল্যের আশী ক্ষীণ।

মিথনরাশি— আধ্যাত্মিক মনন ও নির্জন কর্মে শান্তি। অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য। আলোচনার পর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। মোকদন্দমায় নিষ্পত্তি সম্ভোষজনক। প্রতিভার উন্মেষ ও সম্মানপ্রাপ্তি। কর্কটরাশি– আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন। ভ্রাতা ভগিনীর সহিত

মতানৈক্যের অবসান। নতুন গহ নির্মাণের সুযোগ আসবে। জনসমাজে বৃহৎ দায়িত্বপালন। অপ্রত্যাশিত মাধ্যম হতে অর্থাগমের যোগ আছে। **সিংহরাশি**দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার

বাস্তবায়ন আশাপ্রদ। মৌলিক নির্দেশনায় সুনাম হবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও প্রভুত্ব বাড়বে। বিতর্ক বিবাদ প্রতিপক্ষের পরাজয় বিরোধীরা আপনার দৃঢ়তার কাছে হার মানবে। কন্যারাশি-- সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ উন্নতি। হিতাঙ্খীর ইচ্ছায় বিবাহের যোগ। আধ্যাত্মিক মনন ও নির্জনবাসে শান্তি। সত্যবাদিতার জন্য শত্রুবৃদ্ধি। অযৌক্তিক উচ্চাঙ্খা বর্জন করুন। সৌভাগ্য বিকাশের সুযোগ আসবে। তুলারাশি– অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক

(ध्रिविचक

The Statesman

CLASSIFIED

TO BOOK

AN

ADVERTISEMENT

PLEASE CALL

98307 80924

98308 74087

সাফল্য। শত্রুদমন পরিকল্পনা বর্জন

করুন। দ্বিমুখী দ্বিধা দূর করুন। অভাবনীয়ভাবে নতুন যোগাযোগ আসবে। জনসমাজে দায়িত্বপালন। শারীরিক অপেক্ষাকত বৃশ্চিকরাশি– দিনের শেষে নৈপুণ্য ও

সৌভাগ্য বিকাশের সুযোগ আসবে। বলবান শুক্রর মোকাবিলায় ও সাম্যরক্ষা। সন্তানের বিদ্যায় মনোযোগ হ্রাস পাবে। মিত্র সমাগম ও শিক্ষার্থীদের শুভসূচক।

ধনরাশি— হিতাকাঙ্খীর ইচ্ছানসারে শুভ অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের আশা। মহৎ ভাবাবেগ ও ভক্তিভাবের বিকাশ। বহুপ্রসারী পরিকল্পনা বর্জন করুন। অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য। শারীরিক শুভাশুভ

মকররাশি— প্রাচীন সম্পত্তির সংস্কার। বিভিন্ন কারণে মনের আবেগ হাস পাবে। বিতর্ক বিবাদে প্রতিপক্ষের পরাজয়। বিতর্কিত কোনও বিষয়ের সমাধান হতে পারে। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ।

কুন্তরাশি– ব্যবসায়ে অংশীদারী সমস্য চুড়ান্ত পর্যায়ে যাবে। সজ্জনের পরামর্শে আসন্ন বিপদ কেটে যাবে। বরণীয় ব্যক্তির শুভলাভ ত্বরান্বিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উধর্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পারেন।

মীনরাশি- জনসমাজে গুরুতর দায়িত্বপালন। ভ্রাতার সাহায্য লাভ লক্ষণীয়। কৃষ্টিমূলক কর্মে বিশেষ উন্নতির যোগ। শত্রুদমন পরিকল্পনা বর্জন করুন। দ্বিমুখী দ্বিধা দূর করুন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

 ${f Advertiseme}$

are carried

Free of cost

onour

website

https://

epaper.

thestates-

man.com

দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ২৯ চৈত্র ১৪২৯, ১৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ২০২৩। তিথি— (চৈত্র কৃষ্ণ পক্ষ) অস্ট্রমী দং ৫০/৩১ রাত্রি ঘ. ১/৩৫। নক্ষত্ৰ— পূৰ্বাষাঢ়া দং ১৩/২২ দিবা ঘ. ১০/৪৩। অমৃতযোগ--দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। বারবেলা—

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে

পুনঃ ৩/১ গতে ৪/৪১ মধ্যে।

২৯ চৈত্র ১৪২৯, ১৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ২০২৩। তিথি— অস্ট্রমী রাত্রি ১২/১২। নক্ষত্ৰ— পূৰ্বাষাঢ়া দিবা ৯/৪১। অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। **কালবেলা**— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা

২৯ চৈত্র ১৪২৯, ১৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ২০২৩। সুর্যোদয় ৫/২৪ সূর্যাস্ত ৫/৫৩। তিথি— অস্ট্রমী রাত্রি ১২/১২। নক্ষত্র— পর্বাযাঢ়া দিবা ৯/৪১। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ মাগরিব ৫/২৪ এ**শা** ৬/৩৫।

টেন্ডার নোটিশ

Councillors, Katwa Municipality

N.I.e.T. No.: WBMAD 91 (DEV

BEUP / K.M) 2023-2024.

BEUP / K.M) 2023-2024

the website: https://wbten-

নাম ও পদবি পরিবর্তন

I. RUPA Shaikh, hereby

declare that I have changed sur-

name of my minor son according

to the affidavit made before

Bankshall Court, vide No. 113

dated 01-04-2023 and 'Saheb

Islam' and 'Saheb Shaikh' is

same one and identical person.

Metropolitan Magistrate at

Chairman

Katwa Municipality

e-Tender against

2023 MAD 508763_1

2023_MAD_508824_1. Intending bidders are request-

বি জ্ঞা প ন

প্রস্তুতি সভার

গণস্বাক্ষর

আয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল— সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি নির্দেশে মঙ্গলবার সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে গন স্বাক্ষরের প্রস্তুতি সভায় আয়োজন করা হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী এবং সবং এর বিধায়ক োক্তার মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আবুল কালাম বক্স, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বিকাশ ভূঁইয়া, কর্মাধ্যক্ষ তরুন মিশ্র, স্বপন মাইতি, নিশিকান্ত কর, বিধায়ক প্রতিনিধি বাদল বেরা। সভায় মানস বাবু সমস্ত অঞ্চল সভাপতি এবং বুথ সভাপতিদের নির্দেশ দেন পাড়ায় পাড়ায় যে সমস্ত মানুষদের ১০০ দিনের কাজের টাকা বাকি আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে আবেদন গ্রহণ করুন এবং গণস্বাক্ষরে নেমে পদ্র। অভিষেক ব্যানার্জীর এই আন্দোলন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বৃহত্তম আন্দোলনে পরিগণিত হতে চলেছে। যেখানে খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলন গ্রাম থেকে রাজপথে গিয়ে আছডে পড়বে। তার সাক্ষী সারা বাংলার মানুষ এর সঙ্গে সবং এর মানুষও থাকবেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কঠোর পরিশ্রম করে চলছেন বাংলার উন্নয়নের জন্য।

বাংলাকে ভাতে মারার যে চক্রান্ত বিজেপি করছে তাকে রুখে দিতে হবে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বস্তরে নিজেদের কর্মী নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হবে। তিনি মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির বিভিন্ন উন্নয়নের দিক এবং দলের নির্দেশের কথা তুলে ধরেন। ওই সভায় ব্লুকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাই এই প্রস্তুতি সভা প্রমাণ করে এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে সবং এর মাটিতে।

অবৈধভাবে

ভর টের অভিযোগ

এপ্রিল— রাতকে হাতিয়ার করে অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় এলাকার একটি পুকুর মালিক ও সংলগ্ন জায়গার মালিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার অন্তর্গত কাসারিপাড়া এলাকায়, এরপরেই স্থানীয় विनाकावानी विषयि निरा कानना মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয় তারা। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই পাডার যে জল বেরোনোর জন্য আউটলেট আছে, জল বেরোনোর সেই আউটলেট থেকে বন্ধ করে, আনিস খান নামের এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে পুকুরটিকে বোজানোর চেষ্টা করছেন। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তি জানান তিনি মোটেও পুকুর বোঝাতে চান নি। স্থানীয় এলাকার পুকুর পাড়ের জায়গাটিকে বালি ফেলে সমান করছেন নিজের গাডি রাখার জন্য। পুকুর নিজের জায়গাতেই রয়েছে।

শহর ও জেলার অন্বরে

विथायक का एक शिया भाका বাড়ির দাবি করলেন কান্দি পুরসভার খেটে খাওয়া মানুষরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১২ এপ্রিল— মুর্শিদাবাদের কান্দি পুরসভার ৪, ৫, ৬, ১০ এবং ১১ ইত্যাদি ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকার মানুষ একেবারেই দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন। অন্যের বাড়িতে অথবা দোকানে কাজ করে সংসার চলে তাদের। পাকা বাড়ি তাদের নেই। সরকারি খাস জমিতে বাস করেন। বাঁশ এবং টালির এই বাড়িগুলির বাসিন্দারা বৃষ্টি হলেই আতঙ্কে থাকেন। জীবন হাতে করে ঘরের মধ্যে রাত কাটাতে হয়। কয়েকদিন আগে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে এই এলাকাগুলিকেই বেছে নিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অপূর্ব সরকার ওরফে ডেভিড। সঙ্গে ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। বিধায়ক একের পর এক ওয়ার্ডে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সমস্যার কথা শোনেন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাদের কাছে পৌছেছে কিনা খোঁজ নেন। না পৌছে থাকলে, দুয়ারে সরকারের শিবিরে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম পুরণ করে আবেদন করতে বলেন। এই কর্মসূচিরই অংশ হিসাবে বিধায়ক উপস্থিত হয়েছিলেন মাথার উপরে পাকা ছাদ না থাকা মানুষগুলোর কাছেও। মানুষ বিধায়ককে কাছে পেয়ে। মাথার উপর পাকা ছাদের বাড়ি এবং পাকা নিকাশীনালার দাবি করেন বিধায়কের কাছে। বিধায়ক তাদের বুঝিয়ে বলেন, বিষয়টি তার মাথায় রয়েছে। তিনি চেম্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে তাদের মাথার উপরে পাকা ছাদের ব্যবস্থা করা যায়। বিধায়কের তিনিই পারবেন তাদের মাথার উপরে পাকা ছাদের - বসবাস করে। পুরসভাস্তরে এরকম কোনও কমিটিও - নেত্রী তথা বাংলার মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।



এলাকাগুলি পরিদর্শনের পরে অপূর্ব সরকার সাংবাদিকদের বলেন, 'কান্দি পুরসভার শহরের মধ্যে কয়েকটি পাড়ায় বেশির ভাগ মানুষ গরিব খেটে খাওয়া। অন্যের বাড়িতে খেটে খান। তাদের মধ্যে ওরা শুধু পাকা বাড়ি এবং পাকা নিকাশী নালার কথাই । নিজেরই ভালো লাগবে। কারণ ওরাও কিন্তু আমার কথায় ভরসা রাখতে প্রস্তুত এলাকার মানুষ। তাদের স্থামাকে বলে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওদের নিজস্ব বিধানসভা এলাকার মানুষ। ওদের সুখে-দুঃখে থাকা কথায়, সত্যিই বিধায়ক চেষ্টা করছেন এবং পারলে কোনও জায়গা নেই। সরকারি খাস জায়গায় তারা আমার কর্তব্য। এটাই আমাদের শিখিয়েছেন আমদের

নেই যে পুরসভার এই সমস্ত জায়গাগুলি তাদের দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করা যায়। কিন্তু তারপরেও আমরা বিগত ১০-১১ বছর ধরে এগুলো নিয়ে বিভিন্নভাবে তদন্ত করিয়েছি, কাগজপত্র বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছি। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন দোকানে কাজ করা কর্মচারীরাও রয়েছেন। চেষ্টা থেমে নেই। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি করা ওদের বিশেষ কোনও চাওয়া-পাওয়া বা চাহিদা নেই। যায়। ওদের জন্য কিছ করে দিতে পারলে, আমার

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদান

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের রক্তের সংকট মোতে শিবির হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় এই শিবিরের উদ্যোক্তা আপন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। গুসকরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাম্যমাণ বাসে এই রক্তদান শিবির হয়। মহিলারাও উৎসাহিত হয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান

এমনিতেই গরমে রক্তের সংকট থাকে বিভিন্ন হাসপাতালে। আর এর ফলে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত

রোগীরাও এই সময়ে বেশ কিছুটা সংকটে পড়ে। মূলত তাদের জন্য পৃথকভাবে চিন্তাভাবনা করেই পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা শহরের আপন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। আপনওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শিশির ঘোষ জানিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ বাসে আয়োজিত ওই শিবিরে আটজন মহিলা সহ একচল্লিশজন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন গুসকরা পৌরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান বেলি বেগম, বিশিষ্ট চিকিৎসক সূত্রত ঘোষ, শ্যামল দাস সহ কাউন্সিলাররা। ছিলেন ওয়েষ্ট

বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের রাজ্য সহ সম্পাদক কবি ঘোষ, ফেডারেশন অফ ডোনার্স অর্গানাইজেনশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য শাখা সম্পাদক রাজেশ পালিত, পূর্ব বর্ধমান জেলা ভলেন্টার ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সম্পাদক ফজলুল হক, সহ সম্পাদক সৌগত গুপ্ত সহ অন্যান্যরা। প্রতিটি রক্তদাতাকে চারাগাছ ও 'রক্তযোদ্ধা' সম্মাননা ব্যাজ দেওয়া হয়।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে চলতি মাসের

আঠাশ তারিখে গুসকরা মহাবিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া

প্রতিরোধে বিনামূল্যে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা শিবিরের

দেহ উদ্ধার

মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল— মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোড সংলগ্ন দ্বারিগেড়িয়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মানিক ঘোড়েই, তার বয়স ৬৫ বছর। মঙ্গলবার সকালে তার পরিবারের লোকেরা তাকে বাড়ির মধ্যে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পায়। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে দারিগেড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবুরা তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছডিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চন্দ্রকোনা রোড বিট হাউস এর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সেই সঙ্গে ঠিক কি কারণে ওই ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে। তবে তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কারো সাথে তার কোন গডগোল ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি কেন এমন ঘটনা ঘটালো, তা তারা ভেবে বুঝে উঠতে পারছে না। যার ফলে তার পরিবারের সকলেই হতাশ হয়ে পড়েন এবং কান্নায় ভেঙে পডেন। মঙ্গলবার বিকালে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর পুলিশের পক্ষ থেকে মৃতদেহটি তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কালভাট ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে

আয়োজন করা হবে।

নিজম্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ এপ্রিল— কালভাট ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে। ভ্যান চালককে ছুরি মারার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাগড়াগড় মিলন পল্লী এলাকায় রয়েছে একটি কালভার্ট। এই কালভার্টটি ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ফিরোজের বিরুদ্ধে। তাই এলাকাবাসীরা বিক্ষোভ দেখান মঙ্গলবার। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন পঞ্চায়েত সদস্যই এই কাজটি করেছেন। বিকল্প রাস্তা না করে কি করে এই কালভার্টি ভাঙ্গা হলো তা বারবার জানতে চেয়েছেন স্থানীয় এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা আক্রম করেসি বলেন, গ্রামবাসীরা আমাদের ফোন করে বলেন যে পঞ্চায়েত সদস্য ফিরোজ কালভার্টি ভেঙ্গে দিয়েছে। তোমরা একবার এসো আমরা ফোনে মাধ্যমে জিজ্ঞেস করি কি জন্য ভেঙে দিয়েছে গ্রামবাসীরা

যুবক আছে দেখি কালভার্টি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে মেরামতের জন্য। সত্যিই যদি মেরামতের জন্য কাল ভার্টি ভাঙ্গা হয় তাহলে বিকল্প কোন রাস্তা কেন করা হলো না। কারণ সামনে একটি প্রাইমারি এবং পিছনে একটি হাইস্কল রয়েছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাতায়াত করে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কি তার দায়িত্ব পঞ্চায়েত সদস্য নেবেন। অপরদিকে সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উৎপল ঘোষ বলেন, আমরাই পঞ্চায়েত থেকে ওই কালভার্টটি নির্মাণ করেছিলাম। কালভার্ট টা একট্ খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিল তাই মেরামত করার জন্য পঞ্চ য়ৈত সদস্য আমাদের কাছে প্রস্তাব রাখেন। ওয়াক অর্ডার হয়ে গেছে দয়ারে সরকার চলছে বলে তাই কাজটা হয়নি। কিন্তু কালভার্টটি যে ভেঙে দিয়েছে সেটি আজকেই জানতে পারলাম এবং কালভার্টিকে ভেঙেছে সেটি বলতে পারব না। যখন সমস্যা হয়েছে খুব

কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম

মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল— পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও হুগলি জেলার খানাকুল ব্লুকের মধ্যে সংযোগকারী বন্দর এলাকায় রূপনারায়ণের উপর একটি কংক্রিটের ব্রিজ ও শীলাবতীর সাহেবঘাটে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে 'ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটি'র পক্ষ থেকে সোমবার রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়ের নিকট ডেপুটেশন ও চার হাজার তিন শত ছাপান্ন জন অধিবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন বন্দর ব্রীজ নির্মান সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা নারায়ন চন্দ্র নায়ক, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত মন্ডল, সহ সভাপতি অর্দ্ধেন্দু মাজী ও সাহেবঘাট ব্রিজ নির্মান সংগ্রাম কমিটির যগাসম্পাদক কানাই লাল পাখিরা প্রমুখ। কমিটির উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, হুগলী জেলার খানাকুল ১ ও ২ নম্বর ব্লুকের এক বিরাট সংখ্যক বাসিন্দা চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে ঘাটাল হয়েই একদিকে কলকাতা অন্যদিকে মেদিনীপুর ও খডগপুর যাওয়া-আসা করে। ফলস্বরূপ ওই স্থানে একটি কংক্রিটের ব্রিজ হলে পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার লক্ষাধিক মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হবেন। ওই দাবীতে খুব শীঘ্ৰই ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হবে। অন্যদিকে সাহেবঘাট ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কানাই লাল পাখিরার অভিযোগ, শীলাবতীর সাহেবঘাটে সেচ দপ্তর প্রায় দশ বছর পূর্বে মাটি পরীক্ষা করলেও আজও সেই স্থানে কংক্রিটের ব্রীজ নির্মিত হয়নি।

সদ উত্তর দিতে পারেননি। আমরা এখানে ছয় সাতজন তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা মহাসমারোহে হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমানে আদিবাসী ভাষায় একাঙ্ক নাটক প্ৰতিযোগিতা

CLASSIFIED **AGENTS**

Location	Name of the Agency	Ph. No.
Bally, Howrah	RINKU AD AGENCY	9831833485
Barasat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY	9674701788
Berhampore,	BHUMI	9434202655
Murshidabad	8	7719227747
Burdwan Town	S.M. ENTERPRISE	9232462019
5		9434474356
Kolkata	GARGI AD POINT	9903714080
Krishnanagar, Nadia	TYPE CORNER	9474334978
Krishnagar	SOMA ADVERTISING	9064513561
Barrackpore, Kalyani	EDBAR ENTERPRISE	9674930818
Ranaghat		9433581557
Station Road	SOUMYA ADVT. &	9002995353
Habra	MKTG. AGENCY	8910849432
Jadavpur, Baghajatin	TULIP SOLUTIONS	9088810120

RTA ADVERTISING

9830562233

Announcement

C CALLA 98307 80924 9830874087

Remembrance Advt.

আমিনুর রহমান

পূর্ব বর্ধমানের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের পরিচালনায় শুরু হয়েছে আদিবাসী ভাষায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। সহযোগিতায় আছে জেলা পরিষদ ও জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি। আটাশতম এই জেলা পর্যায়ের নাটক প্রতিযোগিতা এবার হচ্ছে জামালপুর ব্লক অফিসের পঞ্চায়েত সমিতির মঞ্চে। তিনদিনের এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা। বুধবার প্রতিযোগিতা শেষ হয়। তার আগে নাটক প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দিতে জেলা পর্যায়ের আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন।

মূলক আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিতে প্রতি বছরই জেলা পর্যায়ের এই নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ বছর পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ ও জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী পর্বে হাজির ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শস্পা ধাড়া, সহকারি সভাধিপতি দেবু টুড়ু, সাংসদ সুনীল মণ্ডল। ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার



মাঝি, বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান। নাটক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জেলার অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের আধিকারিক সামস তিবরেজ আনসারী, সহ আদিবাসী সমাজের মাজিবাবা ও অন্যান্যরা।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাডা বলেন. আদিবাসীদের সমাজের মূলস্রোতে যুক্ত করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার নানা প্রকল্প ও কর্মসূচি নিয়েছে। তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই ধরণের নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন। এই অনুষ্ঠান সফল করতে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

Naihati

শহর ও জেলার খবর

দেউচা-পাঁচামি খোলামুখ কয়লা খনির বিরোধীতা

আদিবাসী উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে রাজভবনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা

এবার প্রতিবাদের ভাষাটা ভিন্ন। আর এই ভিন্নতর প্রতিবাদে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যেই আদিম জনগোষ্ঠীর বীরসা-মুণ্ডার রক্তের বাহকেরা তীর-ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে এবং ভগনাদিঘির কথা স্মরণে রেখে এবার শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে বীরভূমের মহম্মদবাজারের মথুরাপাহাড়ি এলাকা থেকে শুরু করলেন পদযাত্রা। রাজ্য সরকার এই এলাকায় যে খোলামুখ কয়লা খনি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে তারই বিরোধীতায় এই অঞ্চলের আদিবাসীদের একটা অংশ প্রথম থেকেই সোচ্চার রয়েছে। রাজ্য সরকার যদিও জানিয়ে দিয়েছে যে, অনিচ্ছুক কারও জমি বলপূর্বক অধিগ্রহণ করা হবে না। স্বেচ্ছায় যাঁরা খোলামুখ কয়লা খনির জন্য জমি দিবেন, তাঁদের ক্ষতিপুরণ, কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারিভাবে বিভিন্ন প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খোলামুখ কয়লা খনির বিরোধী আদিবাসীদের বক্তব্য-জল, জঙ্গল, জমির অধিকার তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার। তাই সেই অধিকার। থেকে তাঁরা সরে এসে কোনওভাবেই খোলামুখ কয়লা খনির জন্য জমি দিবেন না। এই কয়লা খনি যে এলাকায় হচ্ছে সেখানকার ১২টি গ্রামের ৪ হাজার ৩১৪টি বাডিতে কমপক্ষে ২১ হাজার মান্য বসবাস করছেন। যাঁদের মধ্যে ৩ হাজার ৬০০ জন তপশিলি জাতিভক্ত আর ৯ হাজার ৩৪ জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ বসবাস করছেন। আমেরিকার পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই খোলামুখ কয়লা খনির জন্য রাজ্য সরকার ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এই খোলামুখ কয়লা খনির জন্য যে ৩ হাজার ৪০০ একর জমির প্রয়োজন, তারমধ্যে সরকারের নিজস্ব জমি রয়েছে

হালিশহর

পুরসভার

কর্লেন

রাজু সাহানি

চেয়্যারম্যান পদ

থেকে পদত্যাগ

অভিষেক আচার্য, ব্যারাকপুর, ১২

এপ্রিল— হালিশহর পুরসভার

চেয়্যারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ

করলেন রাজু সাহানি। দলের নেতাদের

উপস্থিতিতেই পদত্যাগ করলেন তিনি।

নতুন চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান হালিশহর

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শুভঙ্কর

ঘোষ। সানমার্গ চিটফান্ডের নামে টাকা

তোলার অভিযোগ ছিল এই রাজ

সাহানির বিরুদ্ধে। গত বছর

সেপ্টেম্বরে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার

হয়েছিল ৫০ লক্ষ নগদ টাকা এবং

আগ্নেয়াস্ত্র। জেলও খাটতে হয়েছিল

তাঁকে। রাজু সাহানিকে গ্রেফতার

করেছিল সিবিআই। জামিনে মুক্তি

পেলেও দলের কাছে অনেকটাই

ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলেন রাজু।

দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ করতেই রাজুকে

চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হল

বলে দাবি দলের একাংশের। যদিও দল

থেকে সরানো হল, এই দাবি মানতে

নারাজ খোদ রাজু। তিনি বলেন, আমাকে সরানো হয়নি। আমি সেচ্ছায়

পদত্যাগ করেছি। দল যা সিদ্ধান্ত

নিয়েছে সবটাই মাথা পেতে নিয়েছি।

আগামী দিনে দল যাকে চেয়ারম্যান

নির্বাচন করবে তাঁকে সম্পূর্ণ

সহযোগিতা করবেন বলে জানান রাজু

কোলাঘাটে ফের

খোলার আবেদন,

বাসিন্দাদের ক্ষোভ

মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল— কোলাঘাট

ব্লুকের সিদ্ধা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের

অধীনস্থ ছ নম্বর জাতীয় সড়কের

বরদাবাড় ও জিএগদা বাজারের

মধ্যবর্তী স্টার হোটেলে পুনরায় একটি

মদের দোকান খোলার অনুমোদনের

জন্য আবগারী দপ্তরে আবেদন জমা

পড়েছে। ইতিমধ্যে বিভাগীয় দপ্তরের

আধিকারিকরা তদন্ত করে গিয়েছে।

বিষয়টি জানতে পেরে ওই দোকান

সংলগ্ন শ্রীধরবসান ও উত্তর জিএগদা

গ্রামের বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর সম্বলিত

স্মারকলিপি আজ আবগারি দপ্তরে

সুপারিনটেনডেন্টের নিকট জমা

দিয়েছেন। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুর

জেলা মদ ও মাদকদ্রব্য বিরোধী

কমিটির পক্ষ থেকেও ওই স্থানে নতুন

করে মদ দোকানের অনুমতি না

দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আজ

দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট যতন চন্দ্র মন্ডলের নিকট পৃথকভাবে চিঠি দেওয়া

হয়েছে। কমিটির জেলা আহ্বায়ক

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, এমনিতেই ছ

নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একাধিক

স্থানে সরকারি মদের দোকান রয়েছে।

ফলস্বরূপ এলাকায় পথ দুর্ঘটনা যেমন

বাড়ছে। তেমনি নানা অসামাজিক

কার্যকলাপও বেডেই চলেছে। এরপরে

নতন করে আবার দোকান খোলার

অনুমতি দিলে এলাকায় মদ ও

মাদকদ্রব্যের দৌরাত্ম্য ভীষণভাবে

মদের দোকান

নিজস্ব সংবাদদাতা,

সাহানি।



মাত্র ১ হাজার একর। বাকি পরিমাণের জমি অধিগ্রহণ করেই আমেরিকার পরে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই খোলামুখ কয়লা খনি করতে হবে। রাজ্য সরকার স্বেচ্ছায় জমিদাতাদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে কাজ শুরু করেছে. তা নিয়ে প্রশ্ন তলে বলা হচ্ছে যে, সরকারি চাকরি একজনের ক্ষেত্রে একটি প্রজন্মে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর জমির অধিকার কালানুক্রমিকভাবে থেকে যায়।

রাজ্য সরকারের দিক থেকে এইভাবে জমি নিয়ে খোলামুখ কয়লা খনি করার বিরুদ্ধে ওই এলাকার আদিবাসীদের একাংশের মধ্যে প্রথম থেকেই বিরোধীতা রয়েছে। বিভিন্ন সময় আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু এবার আদিবাসী অধিকার মহাসভার পক্ষ থেকে দেউচা-পাঁচামি, দেওয়ানগঞ্জ, হরিণশিঙা অঞ্চলের আদিবাসীরা খোলামখ কয়লা

খনির বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে জমি অধিগ্রহণ ও আদিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাতে পদযাত্রা শুরু করলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। শুক্রবার ১৪ এপ্রিল আদিবাসীদের এই পদযাত্রা গিয়ে পৌঁছবে কলকাতায় আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে। সেখান থেকে যাবে রাজভবনে। রাজভবনে আদিবাসী অধিকার মহাসভার একটি প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের হাতে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে কয়লা খনি করার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে, তা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে দাবিপত্র জমা দিবেন। আদিবাসী অধিকার মহাসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে. রাজ্যপাল নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ্রাহণ করবেন। অন্যথায়, তাঁরা তাঁদের দাবি নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানিয়ে রেখেছেন।



বুধবার দলীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি ও মহম্মদ সেলিম।

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত, ১২ এপ্রিল— বুধবার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়য়া এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন রাজ্যপালের গাড়ি যখনই ইউনিভার্সিটি'র মূল গেটের সামনে এসে পৌঁছয় তখনই তৃণমল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সদস্যরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য পরিস্থিতি উদ্ধেগ জনক হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য রাজ্যপাল সে বিক্ষোভকে উপেক্ষা করি ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা সভায় যোগ দেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য হিসেবে দেখা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিকে কেন্দ্র করেই মূলত তুণমূল ছাত্র পরিষদের এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। এদিন রাজ্যপালের গাড়ি ইউনিভার্সিটি এর গেটের সামনে আসতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন।

এক ছাত্র নিজের কথায়, আমাদের এই বিক্ষোভ মূলত জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে পরিকাঠামো দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাছাড়া নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সেমিস্টার সিস্টেম চালু করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে বিল্রান্তি তৈরি হচ্ছে। আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে পডাশোনা করি তারাও অনেকে ভালো করে সেমিস্টার বিষয়টি বুঝতে পারেন না। আমরা মনে করছি জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হলে স্কল ছুটের সংখ্যা আরো বাড়বে। এছাড়া আমরা চাই আচার্য হিসেবে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে।

এদিন তিনি আরো বলেন রাজ্যপালের সামনে এই বিক্ষোভ দেখানোর অর্থ যাতে গোটা বিষয়টি কেন্দ্রের কাছে পৌঁছয়। আমরা কখনোই চাইনা রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতিকে অবমাননা করা হোক। সেই কারণেই এই বিক্ষোভ কর্মসচি এদিন আমরা পালন করলাম।

মথুরাপুরে সুন্দরীনি শষ্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

সুন্দরবন দুগ্ধ ও প্রাণী সম্পদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ উদ্ধাধন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন সহায়তায় কেন্দ্রটি গড়ে উঠল। পরগনা, ১২ এপ্রিল— বুধবার দফতরের মন্ত্রী বৃদ্ধিম হাজরা। এদিন সমবায়ে যুক্ত কৃষক পরিবারের দুপুরে মথুরাপুরের কৃষক বাজারে উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক হাতে বিভিন্ন ধরণের সরকারি ডাঃ অলোক জলদাতা মথুরাপুরের উৎপাদক সমবায় সংঘ লিমিটেড বিডিও সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক এর আয়োজনে সুন্দরীনি শষ্য আধিকারিকগণ। জানা গেল,

পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়। সুন্দরীনি প্রকল্পে সুন্দরবনের মহিলাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন সুন্দরবন প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সন্দর্বন উন্নয়ন পর্যদের আর্থিক উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা।

ফ্যাশান ডিজাইনার জনের বৈশাখী কালেকশন

নিজম্ব প্রতিনিধি— কলকাতা, আর কয়েকদিন পর ১ বৈশাখ নতুন বছরের সূচনা, নিজেকে রঙিন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করার বড সুযোগ। সুযোগটা যাতে ভালো ভাবে কাজে লাগে, সেই উদ্দেশ্যে ফ্যাশন ডিজাইনার জন সেনগুপ্ত নিয়ে এল তাঁর এক্সক্রসিভ কালেকশন। নব প্রজন্মের পছন্দের কথা মাথায় রেখে, পোশাক গুলি ডিজাইন করেছেন জন। বাতাসের তাপমাত্রা থেকে মক্তি পেতে সৃতি এবং লিনেনের কাপড ব্যবহার করে পাঞ্জাবি গুলো তৈরি করা হয়েছে। তাই চলতি বছরের পোশাকগুলি কিছুটা ঢিলেঢালা রাখা হয়েছে।

হলুদ হল রঙ সকলের পছন্দের। নতুন কালেকশনে একদিকে যেমন হলুদের ব্যবহার রয়েছে, অপর দিকে সাদা, কালো, নীলের ক্লাসিক কম্বিনেশন এ যেন এক অপর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে। এক কথায় বলা যায়, ভালোবাসার মরসুমে যারা সুন্দর পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে চান, তাদের জন্য তৈরি হয়েছে জনের বৈশাখী কালেকশন ২০২৩-র পোশাকগুলি। মাহি দেবনাথের ম্যাকাপে জনের



তৈরি পোশাক গুলি পড়েছেন পৌলমী ভৌমিক, নির্মাল্য সরকার, আমন গুপ্তা, যা ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেডেছে। ছবি-সত্যজিৎ চক্রবর্তী

ফলতায় সপরিবারে আত্মহত্যার চেন্তা, মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চবিবশ পরগনা, ১২ এপ্রিল— মঙ্গলবার রাতে ফলতার চন্ডী দেউল গ্রামে বিশেষ ভাবে সক্ষম সন্তানকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার খবরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছডিয়েছে। পরিবারের অন্যান্যরা দেখতে পেয়ে তিনজনকে ডায়মভ হারবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে শোভা সামন্ত নামে গৃহবধূকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। মৃতা শোভা দেবীর স্বামী অরবিন্দ ও পুত্র সন্তান জয়ন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ফলতা থানার পুলিশ শোভা সামন্তর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সূত্রের খবর, বাড়ির কর্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অরবিন্দ সামন্ত আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যবসা করতেন। ইদানিং ব্যবসা ভালো চলছিল না। অবসাদে ভুগছিল সামন্ত বাবু। আর্থিক অনটনের কারণে তিনজনে একসাথে বিষ খেলেন নাকি কেউ আত্মঘাতী হবার আগে অন্য দুজনকে বিষ খাওয়ালেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকায় শোকের ছায়া।

মেদিনীপুরের 'মন্দিরময় পাথরা' পরিদর্শনে এএসআই র প্রতিনিধিদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম এক ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র 'মন্দিরময় পাথরা'। মেদিনীপুর শহরের উপকর্গে অবস্থিত সেই পাথরা'র সুপ্রাচীন ৩৪টি মন্দির এবং সংলগ্ন জমি ২০২৩ সালে অধিগ্ৰহণ করেছে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ বিভাগ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI বা Archeological Survey of India)। তবে, এখনও জমির মূল্য পাননি জমির মালিকরা। সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই মঙ্গলবার মেদিনীপুরে এসেছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণ বা এএসআই (ASI)'র কলকাতা সার্কেলের প্রধান অধিকর্তা ড. রাজেন্দ্র যাদব, সহ অধিকর্তা ড. মুখার্জি। এদিন তাঁরা পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) সুমন সৌরভ মোহান্তি'র সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পাথরা পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার সামন্ত এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা 'কবীর' পুরস্কার প্রাপ্ত ধর্মীয় সম্প্রীতির অগ্রদৃত মহঃ ইয়াসিন পাঠান।

উল্লেখ্য যে, ইয়াসিন পাঠান এবং জয়ন্ত সামন্ত-রা বছরের পর বছর ধরে কৃষকদের জমির মূল্য প্রদানের বিষয়ে আন্দোলন করে আসছেন। প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালের ১৬ জুলাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণASI) প্রায় ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ল্যান্ড ভেলুয়েশন দপ্তর জানিয়েছে যে, বর্তমানে এই অধিগৃহীত জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ১৩ টাকা। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, অতি সত্তর 'মন্দিরময় পাথরা'র অধিগৃহীত জমির মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এদিন, মোট ১১৬ জন জমি মালিকের মধ্যে ৮২ জন আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে মেদিনীপুর সদর ব্লকের বিডিও সুদেষণা দে মৈত্র'র কছে জমাও দিয়েছেন। বাকি ৩৪ জনের অবশ্য ঠিকানা বা জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রের সমস্যা আছে বলে জানা গেছে।

লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের প্রসারে লোকউৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ১২ এপ্রিল— চরমতম হতাশাকে পাথেয় করে বুধবার ১২ এপ্রিল বীরভূমের বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে বেলা ৩টের বীরভূম লোকউৎসবের উদ্ধোধন হলো সন্ধ্যা ৬টায়। এদিন এই লোকউৎসবের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক বিধান রায়। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক নীলুফা পারভিন সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের ক্ষদ্র ছোটো ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দফতর ও ইউনেস্কোর তত্ত্ববধানে রুরাল ক্রাফট অ্যাণ্ড কালচারাল হাব প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গানি, ছৌ নৃত্য ও রায়বেঁশের আয়োজন রাখা হয়েছে।

ইউনেস্কোর পরিচালনায় তাম্রলিপ্ত রাজবাড়িতে সূভাষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও মহা সম্মেলন



নিজস্ব প্রতিনিধি পূর্ব মেদিনীপুরের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান তমলুক। যার আদি নাম নাম তাম্রলিপ্ত। যেখানে ইতিহাস, সাহিত্য, বাণিজ্য, পুরাণ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে।

রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত তমলুকের ভূমিগর্ভে তাম্রলিপ্ত বন্দরের ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে করে সিংহল গিয়েছিলেন। আবার সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাম্রলিপ্ত বন্দর নগরে এসেছিলেন। সম্রাট অশোক নিজ কন্যা ও পুত্রকে সিংহল পাঠিয়েছিলেন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। এইসব কথা ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, মাইকেল মধুসুদন দত্ত এই তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেই প্রথম পশ্চিমযাত্রার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর বন্ধু গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে এই কথার উল্লেখ রয়েছে। এমনকী পরাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার তৈরির সঙ্গেও এই তাম্রলিপ্ত শহরের যোগাগোগ রয়েছে। যেখানে পরাধীন ভারতে পা ফেলেছিলেন নেতাজি সূভাষচন্দ্র বসু। তমলুকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এখানকার রাজবাড়ি। যার ইতিহাস বহু প্রাচীন। কথিত আছে, মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় প্রতিযোগী ছিলেন এই রাজবাড়ির ইউনেস্কো গোয়াংজু জিওনাম সদস্য। যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজের ঘোড়া আটক করেছিলেন তাম্রধ্বজ, কৃষ্ণ অর্জুন এসে সমাধান করেছিলেন। এই রাজবাডির ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র বর্গভীমা মন্দির। যা সতীর পীঠস্থান। নানান কাহিনি উপাখ্যানের সঙ্গে

জড়িত তমলুকের এই প্রাচীন রাজবাড়িতে গত ১০ এবং ১১ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বসুর তাম্রলিপ্ত রাজবাড়িতে

কোরিয়া প্রভৃতি দেশের জাতীয় পতাকা

মেদিনীপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু মুগের জিলিপি ও পাটিসাপটা খেয়ে আপ্লত ইউনেস্কো প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলক, ১২ এপ্রিল— ইউনেস্কো প্রতিনিধি দলকে মূলত অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের বেলকী গ্রামের মিষ্টি প্রস্তুত কারক শ্রীকান্ত সাঁতরার গাঁওয়া ঘি দিয়ে তৈরি মগের জিলিপি ও মোচার চপ পরিবেশন করা হয়। সেই সঙ্গে মেদিনীপুর থেকে গৃহবধু পায়েল পালের নিজ হাতে গড়া ঘি দিয়ে তৈরি পাটিসাপটা এবং ঘুঘনি পরিবেশন করা হয়। খাবার পরিবেশন করতে মাটির পাত্র সতেজ কলাপাতর প্লেট, সবুজ শালপাতার বাটি ও তালপাতার চামচ ব্যবহার করা হয়। ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, এই ধরনের গ্রীন ও সুস্বাদু খাবার খেয়ে তাঁরা সবাই খুশি। রাজপরিবারের সদস্য তথা তাম্রলিপ্ত পুরসভার চেয়ারম্যান ড. দীপেন্দ্রনারায়ন রায় ও রাণী মা নন্দিনী দেবী বলেন এই ধরনের মেদিনীপুরের আদি মুখরোচক ও সুস্বাদু খাওয়ার আমাদের এই অনুষ্ঠানে এক বিশেষ ভমিকা পালন করে। সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব সাহু বলেন আমাদের চিরাচরিত এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলি বিশুদ্ধ , সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে বিদেশী ও দেশীয় প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা এবং পরিবেশন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উত্তোলন করে প্রতি দেশের জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর মূল মঞ্চে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারদানন্দজি মহারাজ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বরণ করে নেওয়া হয় নেপাল, ভূটান, কোরিয়া, জাপান, বাংলাদেশ, ভারত প্রভৃতি দেশের সম্মানীয় অতিথিদের।

মুকুল বসু, ভাইস প্রেসিডেন্ট,

অ্যাসোসিয়েশন, কোরিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন সম্মিলিত মানব সভ্যতার স্বপক্ষে। সিস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় নেতাজির গঠনমূলক ভাবনায় আমাদের এগোতে হবে। সিধুচাঁদ মুর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমিয়কুমার (২০২৩) অনুষ্ঠিত হল নেতাজি পাণ্ডা বলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা চিত্র। পরিচালনা করেন অধ্যাপক প্রণব উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, সভ্যতাকে আগমনের ৮৫তম বর্ষপূর্তির স্মরণে এক মহামিলনের ক্ষেত্র করে গড়ে তুলতে হবে। উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বল চৌধুরি, বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, জাপান, জয়ন্ত চৌধুরি, শাহীশালিনী কুজুর, লোকসংস্কৃতির আন্তর্জাতিক গবেষক ড.

মহম্মদ সেলিম রেজা, জয়িতা মাইতি রাজেন্দ্র উপার্থী প্রমুখ। অতিথিদের অর্ভথ্যনা জানান তাম্রলিপ্ত রাজবাডির বর্তমান প্রতিনিধি ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ব্যীয়ান কৃষিবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. কাঞ্চনকুমার ভৌমিক। ভারত ও বাংলাদেশের প্রাচীন পটচিত্রের উৎস. বিকাশ, বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরেন লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. চিত্তরঞ্জন মাইতি। সহযোগিতা করেন নিখিলচন্দ্র দাস (বাংলাদেশ), বাহাদুর চিত্রকর, আবেদ চিত্রকর (ভারত)।

অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তাম্রলিপ্ত রাজবাড়িতে আগমনের ৮৫তম বর্ষ উদযাপন 'সভাষ স্মরণ সংখ্যা' গ্রন্থ। প্রদর্শিত হয় তাম্রলিপ্ত রাজবাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্যময় কাহিনি সাহু, অধ্যাপক সদীপ্ত মাইতি এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে জয়দেব মালাকার, অধ্যাপক প্রণব সাহু, চিত্তরঞ্জন মাইতিকে।

কলকাতার বহুতলে লিফটের তার ছিঁড়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি— তৃতীয় তলা থেকে তার ছিঁড়ে সজোরে লিফট এসে পড়লো একতলায়। মৃত্যু হলো লিফট অপারেটরের। মহানগরী কলকাতার বকে একটি বহুতলে ঘটলো এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা। লিফট ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল ওই লিফ্ট অপারেটরের। বুধবার সকালে ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছডায় কলকাতার শেক্সপিয়ার সরণির কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ে। ঘটনাস্থলে দমকল এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গিয়ে পৌঁছয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম রহিম খান। ওই বিল্ডিংয়ের লিফটটিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল। লিফট অপারেটর রহিমের তত্ত্বাবধানেই কাজ কর্রছিলেন কর্মীরা। ঠিক মতো কাজ হচ্ছে কি না, তা দেখতে লিফেটর ফাঁকা অংশ দিয়ে মাথা গলিয়েছিলেন তিনি। আর তখনই ঘটে ওই মর্মান্তিক

দুর্ঘটনা। তৃতীয় তলা থেকে তার ছিঁড়ে একতলায় পড়তেই গলার অর্ধেক অংশ কেটে যায় ওই লিফট অপারেটরের। বেরিয়ে আসে জিভ। পুলিশের তরফে জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে রহিমের। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তবে লিফেটর নিচে দেহটি এমনভাবে আটকে যায় যে, তা উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়। অনেকেরই দাবি. দীর্ঘদিন ধরে লিফট সমস্যা চলছে। ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণও করা হয় না। এমনকী গোটা বিল্ডিংটিরও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। বারবার বলেও লাভ হয়নি। মাঝেমধ্যেই লিফট খারাপ হয়ে যায়। চরম দুর্ভোগে শিকার হতে হয় কর্মচারীদের। বিপত্তি ঘটার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনীর সদস্যরা এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

শীতলকুচি গুলি কাণ্ড

আগাম জামিন পেলেন সিঅইএসএফের ৬ জওয়ান

জলপাইগুড়ি, ১২ এপ্রিল— শীতলকুচি গুলি কাণ্ডে আগাম জামিন পেলেন সিআইএসএফের ৬ জওয়ান। বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি রাজর্ষি ভর্মাজ এবং শম্পা দত্ত পালের ডিভিশন বেঞ্চ ৬ জওয়ানের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোটের দিন কোচবিহারের শীতলকুচির একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট লঠের অভিযোগ ওঠে। যে ঘটনায় নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা সিআইএসএফ জওয়ানদের গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তদন্তে নামে রাজ্য পলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। শীতলকুচির বুথে যে ৬ সিআইএসএফ জওয়ান গুলি চালিয়েছিলেন, তাঁরা ২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুডির সার্কিট বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন করেন। সেদিন মামলার শুনানি হয়েছিল বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ডিভিশন বেঞ্চে। তবে, সার্কিট বেঞ্চ সেই আগাম জামিনের আরেদন স্থগিত করে দিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে সিআইডি মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে। বুধবার কোলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুডি সার্কিট বেঞ্চে ফের আগাম জামিনের মামলার শুনানি

ছিল। তবে, এ দিন মামলাটির শুনানি ছিল বিচারপতি রাজর্ষি ভর্নাজ এবং বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের ডিভিশন বেঞ্চে। এই শুনানিতে শর্তসাপেক্ষে আবেদনকারী ৬ সিআইএসএফ জওয়ানের আগাম জামিন মঞ্জুর করে ডিভিশন বেঞ্চ।

সিআইএসএফ জওয়ানদের তরফে সওয়াল করা ডেপুটি সলিসিটার জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, গত বিধানসভা ভোটে শীতলকুচির একটি বুথে আইনশুঙ্খলার অবনতি হয়। জওয়ানরা তখন প্রথমে লাঠি চালায়। পরে গুলি চালাতে বাধ্য হয় এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৪ জনের মৃত্যু হয়। এর পরে রাজ্য পুলিশ সিআইএসএফের ৬ জন জওয়ানের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে। তার প্রেক্ষিতেই আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন

জওয়ানরা। হাইকোর্ট সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। জলপাইগুডি সার্কিটের সরকারি আইনজীবী অদিতিশঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, তদন্তের জন্য সিআইএসএফের জওয়ানদের অন্তত ৬ বার ডাকা হয়েছিল, একবারও আসেননি। যে মোবাইল এবং সিসি টিভির ফুটেজ তদন্তকারীরা সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলিতে নানা অসঙ্গতি আছে। তাই জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদে ডাকা হয়েছিল। কেসের ফাইনাল রিপোর্ট তৈরির জন্য জওয়ানদের বয়ান প্রয়োজন তা এ দিন কোর্টও মেনেছে।

বেড়ে যাবে।

মূল্যবৃদ্ধি নয়, চিন্তা ভোট

ুজ্যে চৈত্র শেষে যেমন বাড়ছে তাপমাত্রা, তেমনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অব্যাহত গতিতে বেড়েই চলেছে।মূল্যবৃদ্ধির দায় কেউ নেবে না— রাজ্য সরকার তো নেবেই না, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির ওপর এই দায় চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে রয়েছে। মানুষ যে মূল্যবৃদ্ধির দাপটে জেরবার তা নিয়ে বিন্দমাত্র চিন্তা নেই মোদি সরকারের। অপরদিকে রাজনীতির আসর জমজমাট। লোকসভার ভোট আসতে এখনও অনেক দেরি। কিন্তু বিজেপির ভয় বিরোধীরা এক ছাতার তলে এসে যদি ধাক্কা দেয়, সেই ভয়ে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসেই ২০২৪ সালের ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গৈরিক শিবির।

বষ্টি যা এ পর্যন্ত হল যৎসামান্য। এখনও কালবৈশাখীর দেখা নেই। বাজারে গেলে সবজি সহ অন্যান্য পণ্যের দাম শুনে সাধারণ মানুষের মাথায় বাজ পড়ার মতো অবস্থা। চাষিরা ফড়েদের জোরজুলুমের কারণে ন্যূনতম মূল্য পেয়ে শাকসবজি ছেড়ে দিচ্ছে। এই ফড়েদের চাষিদের ওপর জোরজুলুম চলছে আবহমান কাল থেকে। তার জন্য রাজ্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। চাষিরা জানাচ্ছে, মাঠে যা কিছ শাকসবজি ছিল তা প্রবল তাপপ্রবাহের জেরে নষ্ট হয়ে গেছে।যা আছে, তাই ফড়েরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসে, বাজারে সবজি বিক্রেতাদের কাছে তা বেশি মূল্যে বিক্রি করছে। বাজারের সবজির দাম বিক্রেতারা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করছে।সুতরাং সাধারণ মানুষের এখন নাভিশ্বাস। অথচ প্রশাসনের সেদিকে কোনও নজর নেই।এই ফড়েদের উৎপাত বন্ধ করার জন্য সর্বস্তরে দাবি উঠেছিল, কিন্তু কে শোনে কার কথা।ফড়েরা বহাল তবিয়তে। চাষিদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্য কিনে নিচ্ছে।

শহর ও শহরতলির বাজারে বেগুনের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮০ টাকা কেজি প্রতি। অথচ চাষিরা পাচ্ছে ৪০ টাকা প্রতি কেজি। একদা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যাচাই করতে কলকাতার বাজারে নেমেছিলেন— ওই একবারই সম্ভবত। একজন বেগুন বিক্রেতার কাছে দাম জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ৮০ টাকা প্রতি কেজি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, তুমি ৪০ টাকা প্রতি কেজি বেগুন কিনে ৮০ টাকায় বিক্রি করছ। এত লাভ? দাম কমাও। দাম কমেছিল ওই একদিনই-- তার পরে বেগুনের দাম আগে যা ছিল, তাইই— অর্থাৎ ৮০ টাকা প্রতি কেজি। বেগুন নয় ছেডেই দিলাম, কাঁচা লক্ষা সহ অন্যান্য সবজির দামও সাধারণের নাগালের বাইরে। সরকারের একটি টাস্ক ফোর্স আছে মূল্যবৃদ্ধি যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ করতে।এই ফোর্স সারা বছর প্রায় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সংবাদপত্রে খবর বের হলে এর ঘুম ভাঙে। তখন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা শহরের দু-একটি বাজারে গিয়ে জিনিসপত্রের দামের একটি তালিকা নিয়ে আসে, নবান্নে তা নিয়ে আলোচনা হয়। সে আলোচনায় মাঝেমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকেও দেখা যায়। তিনি টাস্ক ফোর্সকে সজাগ থাকতে বলেন মূল্যবৃদ্ধি রোধে। এর বাইরে টাস্ক ফোর্সের কোনও কাজ

মোদি সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়। সাধারণ মানুষ যে মূল্যবৃদ্ধির দাপটে একেবারে কোণঠাসা, সে খবর জানার প্রয়োজন নেই। চিন্তা শুধু ভোট নিয়ে। কী করে ক্ষমতায় থাকা যায়, চিন্তা তা নিয়েই। বিরোধীরা যাতে তাদের মসনদ থেকে সরিয়ে দিতে না পারে, চিন্তা তা নিয়েই। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও দর্বিষহ। দর্নীতি নিয়ে তো খবরে ভরা প্রতিদিনের সংবাদপত্র। দুর্নীতি নিয়ে খবর পড়তে পড়তে সাধারণ মানুষ এখন ক্লান্ত, বিরক্ত। অথচ রাজ্যের সব জিনিস অগ্নিমূল্য। পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষিত হয়নি, কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এখন শুধু নবান্নের পঞ্চায়েত ভোটের তারিখ জানানোর পর, তার সরকারিভাবে ঘোষণা বাকি।

শুধু এখন তো শুধু ভোটের চিন্তা। ভোটে কী করে জেতা যায়? বাজারে মূল্যবৃদ্ধি হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু ভোটে জিততে হবে। আবার বিরোধীরাও মূল্যবৃদ্ধির দিকে না তাকিয়ে, ভোটের চিন্তায় মশগুল। তাদের চিন্তা এই ভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হবে কিনা? হনুমান জয়ন্তী পালন হল রাজ্যে আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল না। কিন্তু রামনবমীতে অশান্তি হল। হনুমান জয়ন্তীতে পুলিশ ও প্রশাসন যতটা সক্রিয় হল, রামনবমীতে যদি তাই হত তাহলে দাঙ্গা হাঙ্গামা থামানো যেত হাওড়া ও রিষড়ায়। অর্থাৎ বৃদ্ধি বাড়ে চোর পালালে।

রাজ্যের বিরোধী নেতারা বলছেন, হনুমান জয়ন্তীতে যখন আধা সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন পড়ল শান্তি রক্ষার্থে, তাহলে পঞ্চায়েত ভোটও হোক আধা সেনার নজরদারিতে। কিন্তু নবান্ন তাতে রাজি নয়। ভোট হবে রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানেই। বিরোধীরা বলছেন সেক্ষেত্রে শাসক দলই পুলিশের সহায়তা পাবে। ভোট সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে না।

The Statesman माग्राक कारा সংক্ষিপ্ত সংবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতা ও অন্যান্য দেশের বড় শহরের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের

তুলনা খাদ্যদ্রব্যের খুচরো মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সারা বিশ্বে উদ্বেগ বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরের সঙ্গে কলকাতায় খাদ্যদ্রব্যের খুচরো মূল্য বৃদ্ধির তুলনামূলক এক সূচক প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৫ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। দেখা গেছে বিশ্বের অন্যান্যদেশের তুলনায় বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য তেমনভাবে বাড়েনি। উন্নততর সভ্যদেশগুলির তুলনায় বাংলাকে বরং খানিকটা সৌভাগ্যশালী বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে। এমনকী সুইজারল্যান্ডের মতো নিরপেক্ষ দেশেও যুদ্ধের প্রথম পনেরো মাসে খাদ্যদ্রব্যের সাধারণ মূল্যস্তর ছাব্বিশ শতাংশবেড়ে যায় বা পঁচিশ শতাংশের বেশি। এমনকী দুই প্রধান যুযুধান দেশের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। অস্ট্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বর্ধিত হয়েছে একশো শতাংশ এবং বার্লিনে আশি শতাংশের বেশি। যুযুধান দেশগুলির মধ্যে এই মূল্যবৃদ্ধি পঁয়তাল্লিশ শতাংশ এবং ইতালিতে একত্রিশ শতাংশ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গভূত হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় তথা ভারতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র আট শতাংশ যুদ্ধের সময়ে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লিভারপুলের লবণ ও জাভার চিনিতে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। এ-ে

যায় এতদ অঞ্চলের বাসিন্দারা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের সুসম খাদ্যদ্রব্য পেয়েছেন যথেষ্ট উচিত মূল্যে এজন্য তারা সকলেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

সংযুক্ত প্রদেশে আধিকারিক বদলি

সংযুক্ত প্রদেশে আধিকারিকদের কয়েকটি ক্ষেত্রে বদলির প্রয়োজনদেখা দিয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। এফ এফ ওরডে শীঘ্র ভারতে ফিরতে পারবে না বলে সরকারি মহলের আশঙ্কা। ফলে মেরিসকে সাময়িকভাবে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে। সোয়ানকে ফতেগড়ের কালেক্টর এবং কিয়ানেকে কানপুরের কালেক্টর নিযুক্ত করা

দিল্লির হিন্দু অনাথালয়

২৭ মার্চ দিল্লিতে হিন্দু অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপিত হল। দিল্লির চাওরি বাজারে কুচা দয়া রাম নামক স্কুলে অনুষ্ঠানটি হয়। বেশ কয়েকজন দিল্লিবাসী হিন্দু ও মুসলমান অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত হয়েছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজনও ছিলেন। অনাথাশ্রমের ছেলেরা বয়নের কাজে নিযুক্ত ছিল। অনাথালয়টির মাননীয় সচিব বুলাগি দাস রিপোর্ট পাঠ করেন। অনাথালয়ের ভবন গড়ে দেওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তার আবেদন করেন তিনি। পণ্ডিত হর নারায়ণ শাস্ত্রী, রেভারেন্ড এস এস টমাস, কানহাইয়া লাল প্রমুখ নিজেদের ভাষণে ওই একই আবেদন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মি. হেইলি। বুলাগি দাস ১০ বছর যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে একটি বেনারসী চোগা উপহার দিয়েছেন হেইলি। সব শেষে মি. হেইলি পুরস্কার বিতরণ করেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটে ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিত ছাত্রের মৃত্যু এক কলঙ্ক

স্ক্রণ্যবাদের দাপট, ভারত স্বাধীন হবার পরে, কমার বদলে বরং বেড়েছে। জাতি ভেদে দীর্ণ ভারত গণতন্ত্র নিয়ে বডাই করে। কিন্তু এই বডাইয়ের ভেতর ফাঁপা। ভারতের সংবিধান জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই সমান অধিকার দিয়েছে।কিন্তু জাত-বেজাতের কোন্দল কমেনি। আমাদের সংবিধানের পিতা বাবাসাহেব আম্বেদকর জাতপাতকে ঠেকাতে পারেননি। পরে তিনি নিজেই বৌদ্ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে ধিক্কার দিলেন হিন্দু-ভারতকে।

জাতিভেদ প্রথার দাপটে ভারতের গণতন্ত্র বিপন্ন। জাতিভেদের বর্ম ভেদ করতে চেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। সমাজে যারা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে, তারাই হিন্দু জাতপাতের নিরিখে সবচেয়ে নীচু জাতি, গান্ধিজি তাদের সম্বোধন করেছিলেন 'হরিজন' বলে। তাদের সঙ্গে বাস করে তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। 'সবহারাদের মাঝে' যে হরিজনরা জীবনযাপন করে তাদের হিন্দু সমাজের উঁচুতলায় তুলতে চেয়েছিলেন। তাদের সম্মান উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা প্রধান অংশ ছিল 'হরিজন আন্দোলন'। গান্ধিজি সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল 'হরিজন'। গান্ধিজি ভারতকে জাতপাতহীন করতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলনের অনেক বয়স হয়ে গেল। ড. আম্বেদকরের ধর্মান্তরণেরও বেশ কিছু বয়স হয়ে গেল। কিন্তু আজও দলিত সম্প্রদায়ের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপট সমান অব্যাহত। দলিত-নিধন স্বাধীন ভারতে হয়েই চলেছে। সংরক্ষণ সত্ত্বেও অব্রাহ্মণরা আজও সমতা অর্জন করতে পারেনি।

২০১৬ সালে দলিত ছাত্র রোহিত ভেমুলার নিধনে সারা ভারতব্যাপী আলোড়ন হয়েছিল। ইদানিং আইআইটি বোম্বের ছাত্র দর্শন সোলাঙ্কির আত্মহত্যা দলিত সমস্যাকে আবার সামনে এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচুস্তরে এবং আইআইটিতে যে ছাত্ররা পডতে যায়, তাদের বেশিরভাগই উচ্চবর্ণের এবং সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। তার মধ্যে গুটিকয়েক দলিত ছাত্র উঠে আসে তাদের মেধার দৌলতে— বৃত্তি পেয়ে। উচ্চবর্ণের ছাত্ররা এই দলিত গুটিকয় ছাত্রদের, প্রায়শই দেখা যায় সহ্য করতে পারে না। দলিতরা গালাগাল, টিটকারি, কুৎসা ও দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়। হস্টেলে দলিত ছাত্রদের বাস করাই দায় হয়ে ওঠে।

আমেদাবাদের মেধাবী ছাত্র দর্শন সোলাঙ্কি দলিত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা রমেশভাই একজন জলকলের মিস্ত্রি। তাঁর মা স্থানীয় এক বাড়িতে সহায়কের কাজ করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দর্শন তার পরিবারের প্রথম সন্তান। উচ্চবর্ণের ছাত্রদের অত্যাচারে

অতিষ্ঠ হয়ে দর্শন একেবারে ভেঙে পড়ে। অধ্যাপকদের কাছে অভিযোগ দায়ের করে দর্শন হয়রান, কিন্তু কোনও ফল হয় না। অথচ পড়া ছেড়ে চলে যেতে দর্শন অপারগ। সে জানে পড়া তাকে চালিয়ে যেতেই হবে, অন্য আর কোনও পথ নেই।এই লড়াই করতে করতে সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌছল দর্শন সোলাঙ্কি। তার পাশে কেউ নেই। প্রায় সব ছাত্রই জাত তুলে গালি দেয়। খোঁটা দেয় তার দলিত পরিচয়কে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যা করে দর্শন।

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য

native atmosphere prevailing on the campus.' কমিটির প্রতিবেদনে এই অঙ্গুলিনির্দেশ করার পরেও আইআইটি বোম্বে বাধ্যতামূলক এসসি/এসটি ছাত্র সেল গঠন করেনি ২০২২ সাল পর্যন্ত।

তারা পায় না। কিন্তু তাদের কোনও কোনও ছেলের মধ্যে মেধার বিকাশ দেখা যায়। তারা জাতপাতের নানারকমের বাধা টপকে টপকে এগিয়ে যায়। দর্শন সোলাঙ্কির মতো কেউ কেউ এসে পৌঁছয় আইআইটি বোম্বের মতো এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া বেশিরভাগ ছাত্র উচ্চবর্ণের। তারা চায় না নীচুজাতির কোনও ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হোক। তারা চায় না সংবিধান সম্মত কোটা ব্যবস্থায় দলিতদের মতো নীচু দর্শন সোলাঙ্কির মতো দলিত বহুজন জাতির কোনও ছাত্র আইআইটিতে ভর্তি পর্যন্ত। দীর্ঘ আন্দোলনের পরে এবং জনমতের চাপে ২০২২ সালে তৈরি করে 'এসসি /এসসি ছাত্র সেল'। সেল তৈরির ব্যাপারে দীর্ঘসত্রিতাই আইআইটি বোম্বের কর্তৃপক্ষের দলিত-বিরোধী মনোভাবের স্বাক্ষর বহন করে।

সব আইআইটি বা সব কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ত প্রাতিষ্ঠানিক দলিত আত্মহনন ঘটে না তবে সর্বত্রই বইছে এক অনুচ্চারিত দলিত বিরোধী প্রতিরোধের

দলিত ছাত্র দর্শনের আত্মহননের পরে তদন্ত করার ভার দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের ক্রাইম তদন্ত শাখা (সিট)-কে। তদন্তের বিষয় ছিল ১৮ বছর বয়সী দর্শন সোলাঙ্কির আত্মহত্যার কারণ কি দলেত বলে তার প্রতি বিভেদমূলক আচরণ? তদন্তকারীরা খোঁজ করতে গিয়ে হস্টেলের যে ঘরে দর্শন বাস করত সেই ঘরেই পেয়ে যায় একটি চিরকুট।চিরকুটে দর্শনতার একজন রুমমেটের নাম লিখে গেছে, যে রুমমেট তাকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছিল। এই চিরকুটটি পাওয়া যায় ৩ মার্চ। তার পরেই দর্শনের রুমমেট আরমান ক্ষেত্রীর নামে এফআইআর দায়ের করা হয় আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে। সেই চিরকুটে স্পষ্টভাষায় লেখা আছে--'আরান আমাকে মেরে ফেলেছে।' অন্য কয়েকজন সহপাঠী পুলিশকে জানিয়েছে, কিছুদিন আগে আরমান একটা ছুরি তাক করেছিল দর্শনের দিকে। তদন্তে জানা গেছে, ১২ ফ্রেব্রুয়ারি দর্শন তার হস্টেলের সপ্তম তলের বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। দলিত-বিদ্বেষী উচ্চবর্ণের অত্যাচার, বিশেষ করে উগ্র জাতপাতের অন্ধ অনুরক্ত আরমান ক্ষেত্রীর দলিত-বিদ্বেষী আগ্রাসী ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েই দর্শন তার জীবনে ইতি টেনে দিতে বাধ্য হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কবে ভারতের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্র থেকে দলিত নিপীডন বন্ধ হবে ? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরে ভারতের গণতান্ত্রিক উন্নয়নের সব সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।তবে তদন্তে কী প্রকাশ পায় তাও দেখার জন্য গণতান্ত্রিক মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে।ভারতের গণতান্ত্রিক জীবনধারার উপর ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব আর কতদিন ভারতের নীচু জাতের মানুষ সহ্য করবেন তা জানা আজ অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় সংবিধানে যে মানবাধিকার এবং যে সাম্যের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা আছে তার বাস্তবায়ন চায় মৃত রোহিত, মৃত অনিকেত এবং মৃত দর্শনের মতো মেধাবী দলিত ছাত্রদের বিদেহী আত্মা। জাতপাতের মধ্যে আধিপত্যবাদ যে এত হিংস্র হতে পারে তার উদাহরণ হয়ে রইল রোহিত-অনিকেত-দর্শনের আত্মহত্যা।

এমন ঘটনাকে বলা চলে 'প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা'। ছাত্ররা নীচু শ্রেণিতে পড়ার সময়ই, প্রতি হোক। তাদের এই অনিচ্ছাকে এড়িয়ে যদি দলিত ছাত্র দর্শনের আত্মহননের পরে তদন্ত করার ভার দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের ক্রাইম তদন্ত শাখা (সিট)-কে। তদন্তের বিষয় ছিল ১৮ বছর বয়সী দর্শন সোলাঙ্কির আত্মহত্যার কারণ কি দলেত বলে তার প্রতি বিভেদমূলক আচরণ? তদন্তকারীরা খোঁজ করতে গিয়ে হস্টেলের যে ঘরে দর্শন বাস করত সেই ঘরেই পেয়ে যায় একটি চিরকুট। চিরকুটে দর্শনতার একজন রুমমেটের নাম লিখে গেছে, যে রুমমেট তাকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছিল। এই চিরকুটটি পাওয়া যায় ৩ মার্চ। তার পরেই দর্শনের রুমমেট আরমান ক্ষেত্রীর নামে এফআইআর দায়ের করা হয় আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে। সেই চিরকুটে স্পষ্টভাষায় লেখা আছে— 'আরান আমাকে মেরে ফেলেছে।' অন্য কয়েকজন সহপাঠী পুলিশকে জানিয়েছে, কিছুদিন আগে আরমান একটা ছুরি তাক করেছিল দর্শনের দিকে। তদন্তে জানা গেছে, ৰচ ফেব্রুয়ারি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে দলিত ছাত্রের জীবননাশ হয়েছে। গণতান্ত্রিক ভারত কেবল চেয়ে চেয়ে দেখেছে।ভারতের সংবিধানকে এড়িয়ে গিয়ে দলিতদের উপর অত্যাচার করে গেছেন। এই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপট।

রোহিত ভেমুলার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার কাহিনির মধ্যে দিয়ে অভিজাত আইআইটি, আইআইএম, নিট, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান প্রধান মেডিক্যাল কলেজে অতি সৃক্ষ্ম উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের আধিপত্যের কথা জানা যায়। এই জাতপাতের দাপটেই ২০১৪ সালে আইআইটি বোম্বেতেই আত্মহত্যা করেছিল আর এক দলিত ছাত্র অনিকেত আম্বরি। অনিকেতের এই আত্মহত্যার পরে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছিল--এম কে সুরেশ কমিটি। এই কমিটিকে বলা হয়েছিল আত্মহত্যার কারণ খুঁজে বের করতে। এই কমিটি অনুসন্ধানের পরে যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে বলা হয়েছে--"...his death was due to the discrimi-

পরিবার নিতান্তই আটপৌরে, সাধারণ জীবনযাপন করে। তারা অনেকে তাদের গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয় জাতপাতের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে এবং একটু ভালো আয়ের জন্য। কিন্তু শহরে এসেও তারা দেখে যে জাতপাত শহরেও জাঁকিয়ে বাসা বেঁধেছে। শহরে এসে তারা দেখতে পায় যে তাদের যে আয় তাতে তাদের বাসস্থান হতে পারে একমাত্র বস্তি অঞ্চলে। বস্তি অঞ্চলে বাস করার ফলে তাদের জীবনজীবিকার স্বরূপও মোটামুটি স্থির হয়েই যায়— কী কাজ তাদের পেশা হবে, কোন ধরনের স্কলে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়বে, জীবনধারণের জন্য কী কী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা তারা করতে পারে এবং কী কী নাগরিক সুবিধা তারা পেতে পারে। এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও তারা লড়াই করে যায় তাদের ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ভারতের সংবিধান প্রদত্ত অঙ্গীকার— বাঁচার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাম্যের অধিকার তারা ভোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবে তার লাগাল

দর্শন তার হস্টেলের সপ্তম তলের বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল এইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দলিত-নিধন ভারতে স্তরে, জাতপাতের বাধা এবং দারিদ্রের সঙ্গে কোনও দলিত ছাত্র ভর্তি হয়েই যায়, তখন কিন্তু প্রথম নয়। এর আগেও কোনও কোনও কঠিন লডাই করে উঠে এসেছে। তাদের তার বিরুদ্ধে নানা কটুক্তি বর্ষিত হতে থাকে। জাতপাত নিয়ে গালিগালাজ চলতেই থাকে। পড়াশোনায় বাধা, চলাফেরায় বাধা, মতামত প্রকাশে বাধা, পদে পদে হয়রানি চলতেই থাকে। এই বিষয়ে নজর রাখার জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসসি/এসটি প্রভৃতি দলিত শ্রেণির ছাত্রদের স্বার্ধরক্ষার জন্য একটি কমিটি বা সেল গঠন করার কথা। কিন্তু উচ্চশ্রেণির অধ্যাপকবন্দ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে কোনও গরজ দেখান না। এডিয়ে চলেন সেল গডার কার্যক্রমকে। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় দলিত ছাত্ৰ অনিকেত আম্বরির আত্মহত্যার পরে যখন এ কে সুরেশের নেতৃত্বে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হল। এই কমিটি তার প্রতিবেদনে বলল যে, দলিত অনিকেতের উপর লাগাতার বিভেদমূলক জাতপাত সর্বস্থ অত্যাচারের ফলেই এই আত্মহত্যা। ২০১৪ সালের এই মর্মান্তিক আত্মহত্যার পরেও অনুসন্ধান কমিটি কড়া প্রতিবেদনের পরেও কিন্তু আইআইটি কর্তৃপক্ষ চুপ করে বসেছিল— 'সেল' গঠন না করে ২০২২ সাল

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অবাধ उ সুষ্ঠ निर्বाচन দেখতে চায়

ির্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিক্ষেন বাংলাদেশে অবাধ ও সৃষ্ঠ নির্বাচনের বিষয়ে তার দেশের প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের আগামি নির্বাচনের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি সারা বিশ্বের দৃষ্টি রয়েছে। এই অঞ্চল এবং সারা বিশ্বের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়, তা নিশ্চিতের বিষয়ে সবার মনোযোগ রয়েছে।

ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় সোমবার (১০ এপ্রিল) দুপুরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বিপক্ষীয় বৈঠকের শুরুতে ব্লিক্ষেন এ প্রত্যাশার কথা জানান।

দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আব্দুল মোমেন জানান, যে বিষয়গুলোতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন। একটা মডেল নির্বাচন করতে হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, আমি বলেছি, অবশ্যই। এটা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরাও একটি মডেল নির্বাচন চাই। এ ব্যাপারে আপনারাও আমাদের সাহায্য করুন, যাতে আমরা একটি অবাধ, সৃষ্ঠ ও স্বচ্ছ নির্বাচন করতে

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে আব্দুল মোমেন বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে। সরকার এ ব্যাপারে ...এটা করার

জন্য আমরা ছবিসংবলিত আইডি তৈরি করেছি, যাতে ফেইক ভোট না হয়। আমরা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স করেছি। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন করেছি। আমরা আশা করছি, এই কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করবে। তবে নির্বাচন একা একা হয় না। আমরা তোমাদের (যুক্তরাষ্ট্রের) নির্বাচন পর্যবেক্ষক চাই। তোমরা আসো। তবে অবাধ ও সৃষ্ঠ

বাসুদেব ধর

মারা যায়। আমরা পরিবেশ তৈরি করেছি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে। এতে অন্য লোকদেরও সাহায্য করতে হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন জানান,

বলেন, আমরা বলেছি, ডিএসএ করেছি, কিন্তু গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য তা করিনি। আওয়ামি লিগ গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে ১২৫১টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৪৩টি বেসরকারি টিভি নেটওয়ার্ক আছে। তারা হাইপার অ্যাকটিভ। আমরা কোনো কিছু খর্ব করি না। আমাদের দেশে বিরোধী

আওয়ামি লিগ গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে ১২৫১টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৪৩টি বেসরকারি টিভি নেটওয়ার্ক আছে। তারা হাইপার অ্যাকটিভ। আমরা কোনো কিছু খর্ব করি না। আমাদের দেশে বিরোধী দল যখন-তখন বিক্ষোভ করতে পারে। তিনি বলেন, একমাত্র সরকারি এবং বেসরকারি সম্পত্তি কেউ ধ্বংস করলে আমরা তাকে শাস্তি দিই। সরকারের এ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে কেউ জনজীবন বিঘিত করতে পারে না।

নির্বাচন শুধু সরকার করতে পারবে না। এ তিনি আগামি নির্বাচনে মার্কিন নির্বাচন দল যখন-তখন বিক্ষোভ করতে পারে। জন্য সব বিরোধী দলকে এগিয়ে আসতে পর্যবেক্ষকদের স্থাগত জানালেও দেশটিতে তিনি বলেন, একমাত্র সরকারি এবং হবে। তাদের অবশ্যই অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যাপারে অঙ্গীকার করতে হবে। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া অবাধ ও সৃষ্ঠ

নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন....।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, আমাদের দেশে নির্বাচনে লোক মারা যায়। আমরা চাই না একটা লোক মারা যাক। আমাদের এখানে হাসি-আনন্দে নির্বাচন হয়। তবে আমরা খুব ইগোস্টিক, এত উদ্ধলিত হই যে লোক মাইরা ফেলি। আমরা চাচ্ছি, নির্বাচন ইস্যতে আমাদের একটা লোকও যেন না

অবস্থানরত কোনো বাংলাদেশি নাগরিক রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে পর্যবেক্ষক হতে পারবে না। তিনি বলেন, 'আমি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি, অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হলে আমরা অবশ্যই নির্বাচনে জিতে আসব। এ জন্য সব দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে স্বাগত জানাই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন সাংবাদিকদের জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ), গণমাধ্যম এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বেসরকারি সম্পত্তি কেউ ধ্বংস করলে আমরা তাকে শাস্তি দিই। সরকারের এ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে কেউ জনজীবন বিঘিত করতে পারে না।

উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, তারা (যুক্তরাষ্ট্র) বলেছে কয়েকজন লোকের বিষয়ে ন্যায়বিচার করার জন্য। তখন বলেছি, আমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করব। কারণ, আমরা আইনের শাসন ও সুশাসন চাই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন জানান, বৈঠকে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতি, ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধান, যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশের কাছে ফেরত দেওয়াসহ বিপক্ষীয় সহযোগিতার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় এসেছিল।

এর আগে বৈঠকের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিক্ষেন বলেন, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ব্যাপক পরিসরে বেডেছে। অর্থনীতি, দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক থেকে শুরু করে জলবায়, স্বাস্থ্যসহ নানা ক্ষেত্রে ব্যাপকতর সম্পর্ককে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ মূল্য দেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানবাধিকারসহ নানা ক্ষেত্রে এই সম্পর্ককে আরও গভীর ও জোরালো করার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

দিপক্ষীয় সম্পর্কের ব্যাপারে ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে একমত পোষণ করে আব্দুল মোমেন মানবাধিকারের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেন, আপনাদের (যুক্তরাষ্ট্র) সহযোগিতা এবং অংশীদারত্বের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারত্বের বিষয়ে আমরা গর্বিত। আমাদের সম্পর্ককে আরও জোরদার এবং শক্ত ভিত্তি দিতে আমি এই সফরে এসেছি।

🟲জ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা প্রবীর ঘোষ (১৯৪৫-২০২৩) চলে 🔰 গেলেন। কুসংস্কার, অলৌকিকতা, তন্ত্র-মন্ত্র, ভূত -প্রেত, ভগবান, জ্যোতিষ, ওঝা-গুনিন, তান্ত্রিক, সমস্ত রকম গুজব, অযৌক্তিক বিশ্বাস, ধর্মীয় ভেদাভেদ ও জাতপাত ইত্যাদির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচার ও আন্দোলনে এই মানুষটির ভূমিকা বিরাট। মানুষের মনে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলা এবং কুসংস্কার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিনি যে ভাবে করে গেছেন তা অনুসরণীয়। এর জন্য তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে গেছেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যান্থেণ করার চেষ্টা করেছেন। অলৌকিক শক্তির নামে সাধারণ

যুক্তিবাদী আদর্শের মৃত্যু হয় না

মানুষকে ঠকানোর অপচেষ্টাকে প্রতিহত করেছেন যুক্তি দিয়ে হাতে কলমে পরীক্ষা করে। বহু ভন্ড বাবার কীর্তি ফাঁস করেছেন অবলীলাক্রমে। সম্মোহন যে আসলে একটা বুজরুকি তা ভরা সভায় হাতে কলমে প্রমান করার সাহস তিনিই দেখিয়েছেন। কার্যত তার হাত ধরেই যুক্তিবাদী চিন্তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক গভি পেরিয়ে আন্দোলনের

রূপ পেয়েছে। আমাদের সমাজে এ এক বিরাট প্রাপ্তি। কলেজ জীবন থেকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে এগিয়ে আসেন। তিনি এবং আরো কয়েকজন ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলে ্বৈজ্ঞানিকও যুক্তিবাদী কর্মকাণ্ড। শুধুসভা ও সমিতির

মাধ্যমে যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান নয় বই লিখে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যক্তিবাদী চিন্তার প্রসার ঘটাবার চেষ্টাতার অন্যতম কৃতিত্ব। প্রবীর ঘোষের লেখা অলৌকিক নয় লৌকিক (সিরিজ), আমি কেন ঈশ্বর বিশ্বাস করি না, সংস্কৃতি সংঘর্ষ নির্মাণ, জ্যোতিষের কফিনে শেষ পেরেক বইগুলি যুক্তিবাদী চিন্তা প্রসারে মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছে। সমাজ থেকে কুসংস্কারের ও অন্ধবিশ্বাস দূর করতে জীবনভর এমনকি মৃত্যুর পর মরনোত্তর দেহদানের মাধ্যমে করে গেছেন। এই সংসারে কেউই অমর নন মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু যুক্তিবাদী আদর্শের কখনো

মৃত্যু হয় না। প্রবীরবাবু তার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আদর্শের মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন অনেক অনেকদিন। অনুভব বেরা, জাহালদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

ক্ষত্রে ভারত যদি এই দুই দ্রব্যের

সরবরাহের বিষয়ে একটু উদ্যোগী

হত তবে তার জন্য দশ শতাংশ

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনেকটাই কম

হতে পারত ১৯১৪ সালের গ্রীত্মের সময় পর্যন্ত। আরও বলা

উৎসাহ শুল্ক পেত এবং

খবরের সাত সতেরো

'কুন্তলের অভিযোগপত্র निर्य नार्य निर्ण भारत ना श्रीलिश-निम्न जामालण्

মোল্লা জসিমউদ্দিন

সাম্প্রতিক সময়কালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ কখনো সংবাদমাধ্যমের সামনে আবার কখনো বা নিম্ন আদালতের কাছে দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-ইডির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। জেলখানায় বসে ইডি এবং সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চিঠি লিখেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ। তাঁর অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে পাঠানো হয় হেস্টিংস থানায়। বুধবার সেই অভিযোগপত্র সিবিআই এবং ইডির হাতে তুলে দিতে বললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার ওপর চাপ বাড়াতে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ। তবে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত মঙ্গলবারই প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কুন্তল ঘোষ। শুধু মৌখিক অভিযোগ নয়। একেবারে হেস্টিংস থানা এবং নিম্ন আদালতের বিচারককে চিঠি লিখেছিলেন অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ। সেই চিঠিতে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত জেলবন্দি কুন্তল লিখেছেন, 'তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের নেতাদের নাম বলানোর জন্য চাপ দিচেছ কেন্দ্রীয় এজেন্সি'। বুধবার সেই চিঠি আদালতে চেয়ে পাঠালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কুন্তল যে অভিযোগ করেছেন, তাকে ভয়ঙ্কর প্রবণতা বলে এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন্দ্রীয় আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সব শুনে ওই চিঠি বুধবার দুপুরের মধ্যেই আদালতে চেয়ে পাঠান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও নিম্ন আদালতের কাছে এই নির্দেশ

মৃদু ভূকম্পে

কেঁপে উঠল

উত্তরবঙ্গের

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সাময়িক স্থিতাবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বুধবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে ছিল নিয়োগ দুর্নীতি মামলার আপিল পিটিশনের শুনানি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় कलकां शहरकार्टित निर्मर्स ठाकति शतिराहन নবম ও দশম শ্রেণির ৯৫২ জন শিক্ষক, গ্রুপ সি'র অসংখ্য এবং গ্রুপ ডি'র ৮৪২ জনের। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে যান স্প্রিম কোর্টে চাকরিহারারা। এদিনকার শুনানিতে কাটল না জট। আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ঝুলেই রইল চাকরিহারাদের ভাগ্য। এদিন সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারাদের আইনজীবীরা জানান, 'তাঁদের চাকরি বাতিলের প্রক্রিয়া বৈধ নয়'। সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই মামলায় বডসড দুর্নীতি রয়েছে। তাই আরও শুনানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে'। যদিও চাকরিহারাদের আইনজীবীর দাবি. 'সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত স্বপদে বহাল চাকরিহারারা'। তবে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সেই দাবি খারিজ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আপাতত পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল করা যাবে না চাকরিহারাদের। আবার তাঁদের চাকরি নিয়ে পরবর্তী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। তার ফলে এখনও বজায় রইল জটিলতা'। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী বুধবার।

জানিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে আদেশনামায়। গত ২৯ মার্চ শহিদ মিনারের সভায় অভিষেক বলেছিলেন, 'সারদার সময়ে মদন মিত্র,

কুণাল ঘোষকে চাপ দেওয়া হয়েছিল অভিষেকের নাম বলতে। সেই থেকে চলছে। পারেনি।' ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ৩০ মার্চ কুন্তল অভিযোগ করেন, তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের উপরের সারির নেতাদের নাম বলানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। গত সপ্তাহে এই কুন্তল আবার চিঠিও লেখেন। এদিন সেই চিঠিই আদালতে চেয়ে পাঠালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র দাবি, 'তদন্তের মোড় ঘোরাতেই সূচিন্তিতভাবে এই কাজ করা হচ্ছে'। গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইডি। 'তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?' সেটাই জানতে চায় ইডি। শুধু থানায় নয়, আলিপুর আদালতের বিচারকের চিঠি লিখেও এই একই অভিযোগ জানিয়েছিলেন ধৃত কুন্তল ঘোষ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ? তা জানতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টেরদ্বারস্থ হয় ইডি। এদিন অন্তর্বর্তী নির্দেশে হাইকোর্ট এর সিঙ্গেল বেঞ্চ জানিয়েছে, 'কুন্তল ঘোষের অভিযোগ পত্রের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত ও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না'। নিম্ন আদালতে জমা দেওয়া কুন্তল ঘোষের অভিযোগপত্র মঙ্গলবারের মধ্যেই হাইকোর্টে পেশ করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা বিচারককে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এছাড়া, হেস্টিংস থানার অভিযোগ পত্রও আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। ইডির দাবি, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ধৃত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ে এজলাসে জানান, 'এটা মারাত্মক প্রবণতা'। তিনি বলেন, 'তদন্তকারী আধিকারিকদের হুমকি দেওয়া এবং তদন্তের গতি স্তব্ধ করার জন্য এসব করা হচ্ছে। ন্যুয় বিচারের স্বার্থে এসব বন্ধ

জাতীয় দলের তকমা যাওয়া

কিছু অংশ নিজস্ব প্রতিনিধি— মৃদু ভূমিকস্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ দিনাজপুর। উত্তর দিনাজপুর, মালদা, এবং শিলিগুড়ির আশেপাশে এই কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল শিলিগুডির থেকে ১৪০ কিমি দক্ষিণপশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়ায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিমি গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি। এদিকে এই ভূমিকম্পের জেরে পূর্ব নেপাল এবং বাংলাদেশের উত্তরেও অল্পবিস্তর কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা যাচেছ। ন্যাশনাল সেসমোলজির রিপোর্ট অনযায়ী, আজ ভোর ৫টা ৩৫ মিনিটে ভূমিকস্পটি হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩।

সমর্থকদের উজ্জীবিত করে শুভেন্দু বলেন, বুথকেন্দ্র আর গণনাকেন্দ্রের দায়িত্ব আমার। বাকিটা আপনারা বুঝে নিন। চুরি প্রসঙ্গে তৃণমূলের সমালোচনা করে শুভেন্দু জানান, কেন্দ্রের পাঠানো টাকা ডাকাতি করে কেড়ে নিয়ে নিজেদের নামে শৌচাগার তৈরি করার টাকাও তৃণমূল লুট করেছে বলে অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে করণদিঘি তৃণমূল বিধায়ক গৌতম পালকেও আক্রমণ করেন তিনি। বিরোধী দলনেতার নিশানা থেকে বাদ পড়েননি উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকও। বুধবার সকালেই মিড-ডে মিলের টাকা খরচে অনিয়ম নিয়ে সরব হয়ে একটি টুইট করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। টুইটে তিনি লেখেন, "আগেই বলেছিলাম, শিক্ষা মন্ত্রকের জয়েন্ট রিভিউ রিপোর্টে ১৬ কোটি মিড-ডে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, ছয় মাসে দুর্নীতি হয়েছে। শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন গিয়েছে, যাঁর নাম সিবিআই-এর কাছে আছে, সারদায় সুদীপ্ত

২৪১ জনকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার কমিটি ঘোষিত করি। আমি সেই তালিকা এখনও দেখতেই পাইনি।' তিনি আরও বলেন, 'এই তালিকা নিয়ে আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি একটি দিক নির্দেশিকা দিয়েছেন। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। তিনিও আমাদের একটি দিক নির্দেশিকা দিয়েছেন। আগামী দিনে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি গঠিত হবে। সত্যিকারের যারা সক্রিয় নেতা তারা সঠিক জায়গায় আসক। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে জেলা কমিটির গুরুত্ব অপরিসীম।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও চাইছেন, যারা সত্যিই

দলটা করে, দলকে ভালোবাসে, যাদের স্বচ্ছ

ভাবমূর্তি রয়েছে, তারা সামনের সারিতে আসুক।

আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।' উঠে গেলেন কেন? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে শাঁওনি সিংহ রায় বলেন, 'সেটা চেয়ারম্যানকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে।' তাহলে কি তালিকা নিয়ে মনোমালিন্য বা দ্বন্দের কারণেই উনি উঠে চলে গেলেন? উত্তরে শাঁওনিদেবী বলেন, 'বিষয়টি তা নয়। এই তালিকা আমাকে রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছে যে তালিকা আমাকে রাজ্য থেকে দেওয়া হয়েছে, সেটি আমি ঘোষণা করেছি। ফলে এটা রাজ্যই বলতে পারবে।' সমন্বয় বা ঐক্যের শাঁওনিদেবী বলেন, 'আমি এটা বিশ্বাস করি না। কারণ আমরা যা করি, সবাই মিলে আলোচনা

দেশের মধ্যে দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি— দেশের মধ্যে একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকথা তো জানাই ছিল বুধবার অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) জানিয়ে দিল দেশের তিরিশজন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। মুখ্যমন্ত্রীর জীবনযাপনে 'প্লেন লিভিং…' বিষয়টির কথা সকলেই জানেন। কিছুদিন আগে বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল মেঘালয়ের বাসিন্দা লা গণেশন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি গিয়ে তাঁর স্বল্প পরিসর বাসগৃহটি দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। একসময় প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ীও মমতার বাড়িতে এসে তাঁর বৈভবহীন জীবনযাত্রার প্রশংসা করেছিলেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের পূর্বকথনের স্বীকৃতি মিলল এডিআর রিপোর্টে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ৩০ জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ২৯ জনই কোটিপতি। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। তার ঠিক আগের দু'টি স্থানে রয়েছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী লাল খট্টর। তাঁদের দুজনেরই সম্পদের পরিমাণ এক

কোটি টাকার সামান্য বেশি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে মুখে বহুবার শোনা গিয়েছে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হিসেবে কোনও ভাতা নেন না। এমনকী একাধিকবার সাংসদ হলেও তার পেনশনও নেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁর নিজের লেখা বই থেকে যে রয়্যালটি পান, তাতেই তাঁর জীবন নির্বাহ হয়ে যায়। সাদা খোলের শাড়ি, পায়ে হাওয়াই চটি পরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিরকালই সাদামাটা ইমেজেই দেখতে অভ্যস্ত রাজ্যবাসী। তাঁর ব্যবহারের গাডিটিও তেমনকিছ দামী ব্র্যান্ডের নয় সব মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে বিলাসের বাহুল্য এক্কেবারেই

এই বাস্তবচিত্রেই সিলমোহর পড়ল বধবারের রিপোর্টে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের মধ্যে নিজস্ব সম্পত্তি সবচেয়ে কম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ধনী মখ্যমন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াই এস জগমোহন রেডিড। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৫১০ কোটি টাকারও বেশি সম্পদের নিরিখে এরপরেই স্থান অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুর তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১৬৩ কোটি টাকা। সম্পদের তালিকায় ওপরের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৬৩ কোটি।

শুধু গচ্ছিত সম্পদই নয়, দেশের বহু মুখ্যমন্ত্রীর বিস্তর ধারদেনাও রয়েছে এই ঋণগ্রহীতার তালিকায় সবার শীর্ষে আছে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। বাজারে তাঁর ঋণের পরিমাণ ৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কর্ণাটকের বাসবরাজ বোম্মাই। তাঁর ধারের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। তিন নম্বর স্থানে রয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে।

এছাড়া দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের ক্ষেত্রেই কোনও না কোনও ফৌজদারি মামলা রয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটিও ফৌজদারি মামলা নেই। মামলা ফাঁস সবচেয়ে বেশি রয়েছে তেলেঙ্গানার মুখমন্ত্রী কে সি আর -এর। তাঁর নামে ৬৪ টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। যার মধ্যে ৩৭ টি গুরুতর।

বহরমপুরে কংগ্রেসের আয়োজিত ইফতার মজলিসে পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে অধীর চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১২ এপ্রি— মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার ভাকুড়ি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় হয়ে গল ইফতার মজলিস। বহরমপুর পূর্ব ব্লক কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত এই ইফতার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন পাঁচ শতাধিক ধর্মপ্রাণ রোজদার। তাদের সঙ্গে একই সারিতে বসে এদিন ইফতার করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীর 📗 চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি শিলাদিত্য হালদার, জেলা সম্পাদক তথা কোষাধ্যক্ষ হীরেন ভট্টাচার্য, জেলা সাংগঠনিক যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর বাজপেয়ী ও অরিন্দম দাস, ভাকুড়ি ১

গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মনিশংকর মণ্ডল, বহরমপুর পূর্ব ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার সরকার প্রমুখ। এছাড়াও ব্লক এবং অঞ্চল নেতৃত্বও উপস্থিত। ছিলেন। এদিন অধীর চৌধুরীকে দেখতে এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।

প্রসঙ্গত, বহরমপুর পূর্ব ব্লক কংগ্রেস এবং ভাকুড়ি ১ অঞ্চল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবছরই ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয় এবং স্থানীয় সাংসদ হিসাবে অধীর চৌধুরী এই ইফতারে যোগ দিয়ে থাকেন--এমনটাই জানান মনোজ চক্রবর্তী এবং বর্ষিয়ান নেতা হীরেন ভট্টাচার্য। তবে এর সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন তা নির্বাচনের আগে ভিড় করেন ভাকুড়ি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়।



জনসংযোগের কোনও সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেসের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার সরকার। তিনি বলেন, 'অধীর চৌধুরীর সঙ্গে সারাবছরই মানুষের নিবিড় জনসংযোগ থাকে। ফলে তাঁকে আলাদা করে জনসংযোগের জন্য ইফতার মজলিসকে বেছে নিতে হয়না। প্রতিবছর যেহেতু তিনি ইফতার যোগ দেন, সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে এবং এলাকার ধর্মপ্রাণ রোজদারদের আন্তরিক ডাকে গিয়ে এবারও যোগ দিলেন। আর তিনি এসেছেন শুনে রোজদাররা ছাড়াও অসংখ্য সাধারণ মানুষ

সিকিমে বিজেপি বিরোধী জোটের তৎপরতা শুরু করল কংগ্রেস

গ্যাংটক, ১২ এপ্রিল — দিল্লির পর এবার সিকিমেও বিজেপি বিরোধী জোট গডে তোলার উদ্যোগ শুরু হল। বিধানসভা ভোটে ঐক্য গড়ে তুলতে সিকিমে বিজেপি বিরোধী জোটের তৎপরতা শুরু করল কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার গ্যাংটকে হামরো সিকিম পার্টির প্রধান তথা জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভাইচুং ভূটিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন এআইসিসির সম্পাদক রণজিৎ মুখোপাধ্যায়। সিকিম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল ছেত্রী-সহ আরও কয়েকজন নেতা ওই বৈঠকে অংশ নিতে হাজির হন।

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই সিকিমে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বর্তমানে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিংহ তামাং ওরফে পিএস গোলে। আগামী নির্বাচনে ভাইচুংয়ের দলের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি রণজিৎ। তাঁর মন্তব্য, "বিজেপির মদতে সিকিমে অবাধে দুর্নীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী গোলে। এমনকি, এই সরকারের আমলে সিকিমের ঐতিহ্যবিরোধী রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনাও ঘটে চলেছে। কংগ্রেস এবং হামরো সিকিম পার্টি, ২ দলের নেতারাই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।" তিনি জানান, আগামী দিনে বিষয়টি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের বিষয়ে মঙ্গলবারের বৈঠকে ভাইচুংয়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়।

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের টিকিটে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে দার্জিলিং কেন্দ্রে হেরেছিলেন ভাইচুং। এরপর ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটেও শিলিগুড়ি থেকে জোড়াফুল চিহ্নে পরাজিত হন। ২০১৮ সালে তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। ওই বছরই এপ্রিলে নতুন দল হামরো সিকিম পার্টি গড়ার কথা ঘোষণা করেন। ২০১৯ সালের বিধানসভা ভোটে সিকিমের ২৩ আসনে লড়ে একটিতেও জিতে পারেনি ভাইচুংয়ের দল। প্রাক্তন জাতীয় ফুটবল অধিনায়ক গ্যাংটক এবং তুমেন-লিঞ্জি কেন্দ্রে লড়ে ২ জায়গাতেই

স্বস্তি দিল খুচরো মুদ্রাস্ফীতি, ১১ মাসে সর্বনিম্ন খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার

দিল্লি, ১২ এপ্রিল— স্বস্তি দিয়ে কমল খুচরো মুদ্রাস্ফীতি। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির আঁচ কিছুটা কমার ইঙ্গিত মেলে বুধবার। এই বছর প্রথমবার খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের নীচে নামল। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান মাফিক, ফেব্রুয়ারি মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৪৪ শতাংশ। মার্চে তা নেমে হয়েছে ৫.৬৬ শতাংশ।

গত ১১ মাসের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন হল। খাদ্যপণ্যের দাম কম হওয়ায় মূল্যবৃদ্ধির হার কমে। মূলত শস্য, সব্জি এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি কমেছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। অক্টোবরে দেশের খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭৭ শতাংশ। সোমবার প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, নভেম্বরে তা ৫.৮৮ শতাংশে নেমে আসে। গত ডিসেম্বরে তা আরও কমে ৫.৭২ শতাংশে পৌঁছয়।

তবে এরপর খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার আবার আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে। জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের রিপোর্ট জানাচ্ছে, মার্চ মাসে খাদ্যদ্রব্যের বাজারেও মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৪.৭৯ শতাংশ হয়। ফ্রেব্রুয়ারিতে তা ছিল ৫.৯৫ শতাংশ। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিসিভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুযায়ী, মূল্যবৃদ্ধির হার ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকলে তা সহনীয় হয়। খুচরো পণ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় শেয়ার বাজার আবার কিছুটা চাঙ্গা হতে পারে বলে আশা।

২৬ এপ্রিল পর্যন্ত মৌখিক আইনী রক্ষাকবচ পেলেন মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিনিধি— আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লি হাইকোর্টের তরফে মৌখিক আশ্বাস পেলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। কয়লা পাচার মামলায় আরও কিছদিনের জন্য 'রক্ষাকবচ' পেলেন তিনি আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও কডা পদক্ষেপ করা যাবে না। মৌখিক নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। কয়লা পাচার মামলায় রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে। তলব করেছে ইডি। হাজিরা এড়াতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মলয় ঘটক। বুধবার সেই মামলার শুনানি ছিল মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ বেঞ্চে। দিল্লি হাইকোর্ট এদিন মলয় ঘটকের মামলায় নোটিস জারি করে ইডির বক্তব্য জানতে চেয়েছে। কীসের ভিত্তিতে তলব করা হয়েছে মলয় ঘটককে? জানতে চায় আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৬ এপ্রিল। ততদিন পর্যন্ত মলয়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। ইডিকে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, গতমাসের শেষের দিকে কয়লা পাচার কাণ্ডে দিল্লিতে তলব করে ইডি। ডাকা হয় তাঁর আপ্ত সহায়ককেও। গত ২৯ মার্চ মলয়কে দিল্লির প্রত্যাবর্তন ভবনে ডাকা হয়। কিন্তু সেদিন হাজিরা দেননি রাজ্যের আইনমন্ত্রী। তবে দিল্লি হাইকোর্টেরদ্বারস্থ হন প্রথম দফায় ১২ এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দেয় দিল্লি হাই কোর্ট। এবার আরও ১৪ দিনের জন্য স্বস্তি পেলেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বরে কলকাতা ও আসানসোলে মলয় ঘটকের একাধিক বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। মন্ত্রীর কলকাতার সরকারি আবাসনেও টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। বেশ কয়েকজন ইসিএল আধিকারিকের গ্রেপ্তারির পর মলয়ে ঘটকের বিরুদ্ধে কয়লা পাচার তদন্তে নেমেছে সিবিআই। একই সঙ্গে মামলায় মলয় ঘটক এখন ইডি নজরে। আগামী ১৬ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে।

একটা দিন জুড়লে লম্বা বেড়াতে যাওয়াও নিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি— পর পর চার সপ্তাহে লম্বা ছুটির সুযোগ রয়েছে, আর পঞ্চম সপ্তাহে আরও লম্বা করা যাবে ছুটি। তবে তার জন্য একটা দিন ম্যানেজ করতে হবে। বছর শুরুর অনেক আগেই রাজ্য সরকারের অর্থ মন্ত্রক সরকারি ছুটির তালিকা প্রকাশ করে দেয়। তাতে এই বছর একাধিক উপলক্ষে অতিরিক্ত ছটি দেওয়া হয়েছে। সেই ছটির প্রাপ্তি রয়েছে চলতি মাসেও। প্রথম ছুটি শুরু হচ্ছে আগামী শুক্রবার ১৪ এপ্রিল। সে দিন বিআর আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি রয়েছে রাজ্যে, পরের দিন শনিবার। পয়লা বৈশাখের ছুটিটা নষ্ট। এরপর রবিবার মিলিয়ে টানা তিন দিনের ছুটি তো থাকছেই। পরের সপ্তাহের শুক্রবারও ছুটি। ইদ উল ফিতর উপলক্ষে পর পর দু'দিনের ছুটি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ২১ ও ২২ এপ্রিলের পরে ২৩ এপ্রিল রবিবার। তার পরের সপ্তাহে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল যথাক্রমে শনি ও রবিবার। পরের দিন সোমবার মে দিবসের ছুটি। ৫ মে শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমা। পরের শনি ও রবি তো ছুটি রয়েছেই। সোমবারটা অফিস ম্যানেজ করতে পারলে মঙ্গলবার পর্যন্ত টানা পাঁচ দিনের ছুটি হতে পারে। কারণ, মঙ্গলবার ২৫ বৈশাখ। রবীন্দ্র জয়ন্তীর ছুটি।

দুয়ারে সরকার শিবিরে ১০ দিনে জমা রেকর্ড সংখ্যক আবেদনপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি— ১০ এপ্রিল দুয়ারে সরকারের ষষ্ঠ সংস্করণের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। নবান্ন সূত্রে খবর, এই ১০ দিনের শিবিরে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। তথ্য পরিসংখ্যান তেমনটাই বলছে বলে দাবি করেছেন রাজ্য সরকারের এক আধিকারিক। প্রশাসন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পডেছে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য। সংখ্যাটি ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৩৫টি। লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৭ লক্ষ ২০ হাজার ৯৮৬টি। আগামী ১১-২০ এপ্রিল পর্যন্ত দুয়ারে সরকার শিবিরে গুইীত আবেদনের ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদানের সময়সীমা ধার্য ছিল। সেই সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে।

টেভার

TENDER E-Tender Ref. MRBH/689 is invited by the Superintendent for "Supply of Orthopaedic Implants" Bid submission end date is **30-04-2023**. Details may available from www.wbtenders.gov.in www.mrbangurhospital.org or www.wbhealth.gov.in

Superintendent, MRBH

UNIVERSITY OF CALCUTTA

vide (E-tender / Eng / CT-10 / 23-24, Tender ID: 2023 CU 506857 1), (E-Tender No. E-tender / Eng / CT-11 / 23-24 & Tender ID: 2023_CU_506875_1), (E Tender No. E-tender / Eng / CT-12 / 23-24 & Tender ID: 2023_CU_506898_1), (E Tender No. E-tender / Eng / CT-13 / 23-24 & Tender ID: 2023_CU_506941_1) and (E Tender No. E-tender / Eng / CT-14 / 23-24 & Tender ID: 2023 CU 506985 1), (E-Tender No. E-tender / Eng / CT-15 / 23-24 & Tender ID: 2023_CU_507129_1), (E-Tender No. E-tender / Eng / CT-16 / 23-24 & Tender ID: 2023_CU_507320_1), (E-Tender No. E-tender / Eng / CQ-17 / 23-24 & Tender ID: 2023_CU_507362_1), (E Tender No. E-tender / Eng / CT-18 / 23-24 & Tender ID: 2023 CU 507201 1), (E Tender No. E-tender / Eng / CT-19 / 23-24 & Tender ID: 2023_CU_507341_1) dt. 10-04-2023. For details pl. wbtenders.gov.in

নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর নিজস্ব প্রতিনিধি— ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের

ফলঘোষণার পর তৃণমূলের জাতীয় দলের তকমা তুলে নেওয়ার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সন্ধ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন জানিয়ে দেয় তৃণমূল আর জাতীয় দল নয়, এরপর তৃণমূলকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বুধবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের সভা থেকে বিদ্রুপের সুরে বলেন, পয়লা বৈশাখের আগেই দলটা পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। তার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লব্জ ধার করে তিনি বলেন, এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে আমরা শুভনন্দন জানাই। এ ছাড়াও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাজ্যে দুর্নীতি প্রসঙ্গে তৃণমূলের উদ্দেশে তোপ দাগেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। তৃণমূলের অপশাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। একতার োকে সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন 'বামপন্থী বন্ধু'দেরদের প্রতিও। বুধবার অবশ্য তৃণমূলের পাশাপাশি সিপিএমকেও আক্রমণ করেন শুভেন্দু। বলেন, সিপিএম রাজ্যে ২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ করে চলে গিয়েছিল। ত্রণমল সেটাই বাডিয়ে ৬ লক্ষ কোটি করেছে। কালিয়াগঞ্জের সভামঞ্চ থেকে আরও এক বার 'নো ভোট টু মমতা'র ডাক দিয়ে তৃণমূলকে একটাও ভোট না দেওয়ার আর্জি জানান তিনি। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের কথা মাথায় রেখে দলীয় কর্মী-

করতে না পারলে সব জায়গাতেই পদ্ম ফুটবে। রাজ্যে দুর্নীতি চালাচ্ছে কেন্দ্র। তাঁর অভিযোগ, উপভোক্তাদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে না রাজ্য। এমনকি মিল বাবদ ১০০ কোটির দুর্নীতির অভিযোগ। ২০২২ সালের সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "যাঁকে প্রকাশ্য টাকা নিতে দেখা সেন জানালেন কত টাকা নিয়েছেন ধমকে চমকে, তিনি বড বড

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১২ এপ্রিল— দীর্ঘ প্রতিক্ষা বা অপেক্ষার অবসান। অবশেষে প্রায় দু'বছর পরে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত হল বুধবার। বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ২৪১ জনের কমিটি ঘোষণা করেন দলের সভানেত্রী শাঁওনি সিংহ রায়। সঙ্গে ছিলেন দলের একাধিক বিধায়ক, শাখা সংগঠনগুলির সভাপতি এবং প্রথম সারির জেলা নেতৃত্ব। যে কমিটি এদিন ঘোষিত হয়, তাতে দলের জেলা সভানেত্রী এবং জেলা চেয়ারম্যান ছাড়াও রয়েছেন ১৫জন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য রয়েছেন ২০ জন, সহ সভাপতি রয়েছেন ৮ জন, সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদক পদে রয়েছেন ১২০ জন, সাধারণ সদস্য হিসাবে রয়েছেন ৪৬ জন। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সমস্তা কর্মাধ্যক্ষ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের

> ও কর্মীরা বাড়তি অক্সিজেন নিয়েই ভোটের যান। সেখানে বসে তিনি সাংবাদিকদের সামনে ময়দানে লড়াইতে সামিল হতে পারবেন বলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'শেষ মুহূর্তে ওই মনে করা হচ্ছে।

হঠাৎই উঠে চলে যান বহরমপুর-মূর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান। সাংবাদিকদের সামনেই তিনি বলে ওঠেন, তাকে আগে থেকে

তালিকাটি যখন প্রকাশ হচ্ছে, তখনই আমার যদিও এদিন তালিকা প্রকাশের সময় একঘর হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র প্রকাশ করার সাংবাদিক এবং ততোধিক নেতৃত্বের সামনে জন্য তালিকাটি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তালিকা প্রকাশ করার জন্য সাংবাদিক অভাবের কি এই ঘটনা ঘটল? উত্তরে সম্মেলন করা, এটার সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ তালিকা যখন হচ্ছে, তখন জেলার নেতারা কে কোন পদে আছেন, কার কি অবস্থান, করেই করি। চেয়ারম্যান হিসাবে উনি যে না জানিয়ে এবং তালিকা না দেখিয়ে প্রকাশ করা কমিটিগত ভাবে কে কোথায় থাকবে অন্তত নামগুলো দিয়েছে, সেই নামগুলো তালিকায় হচ্ছে। এরপর তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের পক্ষে সেটুকু দেখা একজন জেলা চেয়ারম্যান রয়েছে। তারপরেও ওনার কি সমস্যা হল, তা জায়গা থেকে উঠে পাশের একটি ঘরে চলে হিসাবে আমার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে আমি কলকাতার সঙ্গে কথা বলে দেখছি।'

সগঠনের চেয়ারম্যান সাংবাদিক বৈঠক ছেডে

epaper.thestatesman.com

আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে। বিশেষ

আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ

সাংগঠনিক জেলার ১১জন বিধায়ক, বহরমপুর

পুরসভার চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের

সভাধিপতি রয়েছেন। অন্যদিকে আমন্ত্রিত সদস্য

হিসাবে ২০ জনের তালিকায় রয়েছেন দলের

সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি এই সাংগঠনিক

জেলা থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য

কমিটিতে জায়গা পাওয়া দু'জন এবং চারটি

পুরসভার চারজন চেয়ারম্যান। তবে এই

তালিকায় তিনজনের নাম থাকলেও, তারা কোন

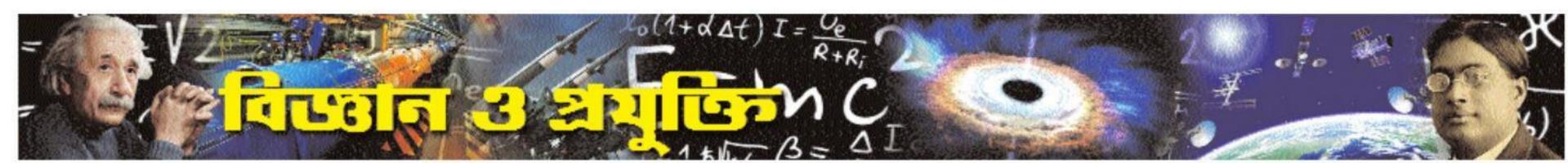
পদে রয়েছেন, তা উল্লেখ নেই। সাধারণ সদস্য

হিসাবে যে ৪৬ জনকে রাখা হয়েছে, তাদের প্রায়

সবাই নতুন মুখ। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের

আগে মুর্শিদাবাদের দুই সাংগঠনিক জেলার

পূর্ণাঙ্গ কমিটি আজ প্রকাশের ফলে দলের নেতা



वक्राम मिमेरिलक किन '(श्रेय फिश्रेत' वलो २एছ?

অসীম সুর চৌধুরী

বছরখানেক আগে (জানুয়ারি ২০২২) সংবাদপত্রের একটা খবরে ভারতবাসীরা একই সঙ্গে চমকিত ও গর্বিত দটোই হয়েছিল। ফিলিপিন্স ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে ভারতের কাছ থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গতিসম্পনন্ন ক্রুজ মিসাইল 'ব্রহ্মস' কিনবে। এই ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে ২৮ জানুয়ারি, ২০২২। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরও অনেক দেশ, যারা চিনের দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ, তারাও ব্রহ্মস কেনার লাইনে রয়েছে। অপেক্ষারতদের মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে 'ইন্দোনেশিয়া', যার সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর গড়িয়েছে।ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশও সমান আগ্রহী। এছাড়া ইজিপ্ট, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, চিলি, ব্রুনেই সহ বেশ কিছু দেশও ব্রহ্মসের সান্নিধ্য পেতে চায়। কিন্তু কী আছে এই ব্রহ্মসে, যা এতগুলো দেশকে মোহিত করেছে? ব্রহ্মস কীভাবে তৈরি হল আর ক্রুজ মিসাইলই বা কী জিনিস। এই ব্যাপারগুলো একটু গোড়া থেকে জেনে নিই।

মিসাইল ও এর প্রকারভেদ

সোজা কথায় বলতে গেলে, কোনও বস্তুকে লক্ষ্যের দিকে ছুড়ে মারলে সেই বস্তুটাকে মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র বলা হয়। আর 'গাইডেড মিসাইল' বা 'নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র' হচ্ছে এমন একটা যান্ত্রিক অস্ত্র যা নিয়ন্ত্রিতভাবে কোনও লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে।

বৈশিষ্ট্য অনুসারে মিসাইলকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন, কোথা থেকে ছোড়া হবে, কত দুরত্ব যাবে, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, গতিপথ কেমন হবে ইত্যাদি। এদের মধ্যে গতিপথ অনুসারে মিসাইলকে দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) ব্যালেস্টিক মিসাইল ও (২) ক্রুজ মিসাইল। এদের চরিত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে দুটো। প্রথমত, ব্যালেস্টিক মিসাইল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে উপরে উঠে তারপর আবার বায়ুমণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু ক্রুজ মিসাইলের গতিপথ সবসময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকে কখনো বাইরে যায় না। দ্বিতীয়ত, ব্যালেস্টিকের পাল্লা ১২০০০ কিমি বা তার বেশি হতে পারে কিন্তু ক্রুজের ক্ষেত্রে সাধারণত দূরত্বটা ৫০০ কিমির ভেতরে রাখা হয়। ভারতের পুথী, ধনুস, অগ্নি— এরা সবাই ব্যালেস্টিক মিসাইল। আর পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির মিসাইল 'ব্রহ্মস' হচ্ছে ক্রুজ পরিবারের অন্তর্গত।

ক্রুজ মিসাইলকে গতিবেগ অনুসারে তিন ভাগে ভাগ

ক) সাবসনিক : আমরা জানি শব্দ বাতাসে প্রায় ১১২৫ ফুট প্রতি সেকেন্ড গতিতে ছোটে। কিমিতে পরিবর্তন করলে এটা দাঁড়ায় ১২৩৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা। এর থেকে কম গতিবেগে যে সব মিসাইল ছোটে তাদের সাবসনিক বলে। ভারতের ক্রুজ মিসাইল 'নির্ভয়' এই

খ) সুপারসনিক : এই শ্রেণির মিসাইলগুলোর গতিবেগ শব্দের গতিবেগের চেয়ে বেশি। ব্রহ্মস ব্লক-১, ২, ৩ এরা সবাই সুপারসনিক।

গ) হাইপারসনিক: শব্দের থেকে পাঁচগুণ বা তার বেশি গতিতে ছোটে যে সব মিসাইল তাদের হাইপারসনিক বলে। ভারতের ব্রহ্মাস-২, এই শ্রেণিতে পড়ে, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৯৮০০ কিমি।

ভারতে মিসাইলের ইতিহাস

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান ছিল আমেরিকার পরম মিত্র। পাকিস্তানকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের 'কোবরা' মিসাইল ভারতের বেশ কিছু ট্যাঙ্ককে ধ্বংস করেছিল। এই ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। যা পরবর্তীকালে আমাদের আধুনিক মিসাইল তৈরি করার প্রেরণা জুগিয়েছিল বলা যায়। ১৯৬৯ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা (DRDO)-এর গবেষণাগারে একটা মিসাইল



জানা যাচ্ছে এক-একটা ব্রহ্মাসের দাম পড়বে কমবেশি ৩৪ কোটি টাকা। অনেক দেশের মিসাইলের থেকে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এটা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু দেশের আগ্রহ দেখার মতো, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যারা 'আশিয়ান' নামে পরিচিত। ব্রহ্মাসের গুণাবলী ও কার্যক্ষমতা এদের আকর্ষিত করেছে। বেশিরভাগ 'আশিয়ান' দেশ ভারতের বন্ধু আর চিনের ক্রমবর্ধমান দাদাগিরিতে এরা অতিষ্ঠ। এই দেশগুলো দক্ষিণ চিন সাগরের কাছে অবস্থিত। চিন এই এলাকাটা নিজেদের দাবি করে নানারকম অননুমোদিত কাজ করে চলেছে। তাই 'ব্রহ্মস' এর এই সওদা ভারতের কাছে 'এক ঢিলে অনেক পাখি' মারার সুযোগ এনে দিতে পারে।

সম্বন্ধীয় প্রোজেক্ট হাতে নেওয়া হল। এটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রোজেক্ট ডেভিল'। মিসাইলের সমস্ত রকম খুঁটিনাটি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করাই ছিল এর লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, এই প্রজেক্টকে যাতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য দেশের সবচেয়ে নামি প্রযুক্তি কলেজগুলোর থেকে মেধাবীদের এখানে নিয়োগ করা হল। এইভাবে মিসাইল গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে তৈরি হল ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম' সংক্ষেপে IGMDP, যার শীর্ষে ছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যাঁকে ভারতের আধুনিক মিসাইলের জনক বলা হয়। তিনি আর কেউ নন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও ভারতরত্ন ড. এপিজে আবদুল কালাম। ড. কালামের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে পাঁচটা মিসাইলের কাজকারবার ও উন্নয়ন চলতে লাগল। এরা হল ত্রিশূল, আকাশ, নাগ, পৃথী ও অগ্নি।

বিজ্ঞানীদের অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ হল ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, যখন ভারতে তৈরি প্রথম মিসাইল পৃথীকে সফলভাবে পরীক্ষা করা হল। এরপর ভারতের বিজয়রথ এগিয়ে চলল। কিন্তু এই পথ মসূণ ছিল না, তাতে অনেক কাঁটা বিছানোও ছিল। ভারতের এই মিসাইল মিশনকে খুব একটা ভাল চোখে দেখেনি পশ্চিমের অনেক উন্নত দেশ। মিসাইলের উন্নয়নে তারা কোনও সাহায্য করবে না সাফ সাফ জানিয়েছিল। আমেরিকা মিসাইলের রেডার ও প্রসেসর সরবরাহ বন্ধ করে দিল। মিসাইলের ডানাতে ব্যবহৃত হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অ্যালয় পাঠাতে অস্বীকার করেছিল জার্মানি। মিসাইলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 'গাইরোস্কোপ' ও 'অ্যাক্সিলেরোমিটার' বিক্রি নিষিদ্ধ করেছিল ফরাসিরা। কিন্তু শত বয়কটেও ভারতের বিজয়রথকে থামানো যায়নি। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভারত এখন সেই গুটিকয় দেশের মধ্যে একজন যারা সর্বোচ্চ স্তরে মিসাইল নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। ব্রহ্মস-এর শুরু কীভাবে হল

ব্রহ্মস মিসাইল তৈরি হয়েছে ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে। ভারতের 'প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা' (DRDO) ও রাশিয়ার 'এনপিও ম্যাশিনো স্ট্রোয়েনিয়া'র মধ্যে ১৯৯৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তখন ২৫০ মিলিয়ন ডলার পুঁজি নিয়ে এক কোম্পানি গঠিত হয়, যার নাম 'ব্রহ্মস এরোস্পেস'। ব্রহ্মস নামটা এসেছে মিলিতভাবে ভারতের 'ব্রহ্মপুত্র' নদ ও রাশিয়ার 'মস্কভা' নদীর নাম থেকে। এই কোম্পানিতে ভারতের হাতে রয়েছে ৫০.৫ শতাংশ অংশীদারি আর বাকিটা রাশিয়ার। এর সদর দফতর বানানো হয়েছে নতুন দিল্লিতে। এছাড়া হায়দরাবাদ, তিরুবনন্তপুরণ ও পিলানিতেও এদের ইউনিট আছে। আগামী দশ বছরে ২০০০টা ব্রহ্মস তৈরি করাই এদের লক্ষ্য। এর মধ্যে অর্ধেকই বন্ধুরাষ্ট্রগুলিতে রফতানি করা হবে। প্রথমদিকে রাশিয়া থেকে ৬৫ শতাংশ আমদানি করে ব্রহ্মস তৈরি করা হত। আর এখন ভারতই ৭৫ শতাংশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যা কিছুদিন পরে বেড়ে ৮৫ শতাংশ হয়ে যাবে

ব্রহ্মসের বৈশিষ্ট্য

যে গুণের জন্য ব্রহ্মস সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল এর গতিবেগ, যার মান ২.৮ মাচ (Mach)। শব্দের গতিবেগ যদি ১২৩৫ কিমি/ঘণ্টা ধরা হয় তবে সেটা ১ মাচ-এর সমান। তাই ব্রহ্মসের গতি শব্দের গতিবেগের ২.৮ গুণ বেশি অর্থাৎ ৩৪৫৮ কিমি/ঘণ্টা। এই কারণে একে সুপারসনিক ক্রুজ

ব্রহ্মসের আরও একটা বৈশিষ্ট্য, যার জন্য এটা সর্বজনের বাহবা কুড়িয়েছে তা হল-- জল, স্থল ও বায়ু,

সর্বত্রই এর অনায়াস কাজ করার দক্ষতা। মাটি, জাহাজ. বিমান ও সাবমেরিন-- সব জায়গা থেকেই একে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।২০০৫ সালে ভারতীয় নৌসেনা প্রথম তাদের বাহিনীতে ব্রহ্মসকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৩ সালে বিশাখাপত্তনমের কাছে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে থাকা সাবমেরিন থেকে ব্রহ্মাসকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।২০২১ সালে বায়ুসেনা সফলভাবে একে সুখোই (SU-৩০MKI) যুদ্ধবিমান থেকে উৎক্ষেপণ করে।

বন্দাস আকাশেই পথ পাল্টে চলমান লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। মাটি থেকে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতায় উড়তে পারে, আবার ১৫০০০ মিটার উপরেও উঠে যেতে পারে। একেবারে নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় শত্রুর রেডারে ধরা পড়া প্রায় অসম্ভব। যদি দেখাও যায় তবে একে রোখা মুশকিল এর দূরন্ত গতির কারণে। সুপারসনিক গতিতে এটা সর্বাধিক ২৯০ কিমি যেতে পারে।

ব্রহ্মাসের নতুন সংস্করণ

কথায় বলে, প্রযুক্তি থেমে থাকলে তার মৃত্যু ঘটে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে না গেলে সে তখন ইতিহাস। সেই কথা মাথায় রেখে ব্রহ্মসকেও আরও বেশি আধুনিক করে তোলা হয়েছে।

ব্রহ্মস এন.জি : এটা হল ব্রহ্মসের পরের প্রজন্ম (Next Generation) সংস্করণ। এর গতি ও পাল্লা আগের ব্রহ্মসের মতোই এক রাখা হয়েছে কিন্তু ওজন ও দৈর্ঘ্য কমানো হয়েছে।পুরনো ব্রহ্মাসের ওজনের (৩০০০ কিলোগ্রাম) প্রায় অর্ধেক ওজন হবে এই নতুন প্রজন্মের। দৈর্ঘ্যও কমে গিয়ে হবে ৬ মিটার, যা আগে ছিল ৮.৪ মিটার। সব মিলিয়ে ব্রহ্মস এন.জি হবে খুব 'স্লিম'। অথচ কাজ আগের মতোই করবে। শোনা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে এটা প্রস্তুত হয়ে যাবে।

ব্রহ্মস-২ : এটা আরও উচ্চাকাঙক্ষী প্রজেক্ট। ২০১৬ সালে ঠিক হয় যে ব্রহ্মসের গতি ও পাল্লা আরও বাড়াতে হবে। সেই মতো ঠিক হয় এর গতি হবে ৮ মাচ (৯৮০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা), অর্থাৎ শব্দের চেয়ে ৮ গুণ বেশি বেগে এটা ছুটে যাবে। এর পাল্লা হবে ১০০০ কিমি। পরে আরও বাড়িয়ে ১৫০০ কিমি করাই লক্ষ্য। গতিতে এর ধারেকাছে কোনও দেশের মিসাইল ঘেঁষতে পারবে না। তবে এটা সম্পূর্ণ হতে আরও

কয়েক বছর লাগবে। ব্রহ্মস কেন খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে

জানা যাচ্ছে এক-একটা ব্রহ্মসের দাম পড়বে কমবেশি ৩৪ কোটি টাকা। অনেক দেশের মিসাইলের থেকে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এটা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু দেশের আগ্রহ দেখার মতো, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যারা 'আশিয়ান' নামে পরিচিত। ব্রহ্মসের গুণাবলী ও কার্যক্ষমতা এদের আকর্ষিত করেছে। বেশিরভাগ 'আশিয়ান' দেশ ভারতের বন্ধু আর চিনের ক্রমবর্ধমান দাদাগিরিতে এরা অতিষ্ঠ। এই দেশগুলো দক্ষিণ চিন সাগরের কাছে অবস্থিত। চিন এই এলাকাটা নিজেদের দাবি করে নানারকম অননুমোদিত কাজ করে চলেছে। তাই 'ব্রহ্মস' এর এই সওদা ভারতের কাছে 'এক ঢিলে অনেক পাখি' মারার সুযোগ এনে দিতে পারে। কিন্তু কী

** এটা বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে ভারত।

** ভবিষ্যতে ওই বন্ধুদেশগুলোকে নিয়ে একটা জোট তৈরি হলে চিনের ওপর চাপ বাড়বে।

** চিনের বেশিরভাগ জ্বালানি তেল ও অন্যান্য সামগ্রী আসে দক্ষিণ-চিন সাগরের উপর দিয়ে। হিমালয়ের দিকে চিনের উৎপাত ক্রমাগত বাড়তে থাকলে ভারতও বন্ধুদের সাহায্যে ওই দক্ষিণ-চিন সাগরের রাস্তা অবরুদ্ধ করে দিতে পারবে

এইসব নানা কারণে ব্রহ্মস মিসাইলকে ভারতের জন্য 'গেম চেঞ্জার' বলা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত বৈশ্বিক মহামারি চুক্তি

বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী

কোভিড-১৯-এর বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ও তার রেশ এখনও বিরাজ করছে। আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সম্মেলনের অনুরূপ ২০২৩ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দ্বারা প্রকাশিত একটি নতুন আন্তর্জাতিক মহামারি চুক্তির প্রথম খসড়ার গোড়াতেই এই বিষয়ে স্পষ্ট মূল্যায়ন এসেছে। এই চুক্তিটি সারা বিশ্বকে ভবিষ্যতের মহামারির জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা এই মার্চ মাসের শেষের দিকে শুরু হবে এবং কমপক্ষে এক বছর স্থায়ী হতে পারে।

যদিও এটি স্পষ্টভাবে বলা যায় না, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই বিবৃতি উচ্চ-আয়ের দেশগুলির নেতাদের প্রতি তিরস্কার হিসাবে কোনও বার্তা কিনা। তবে এটা সত্য যে চলমান মহামারিতে ধনী দেশগুলির ভূমিকা, সহযোগিতা বা সহানুভূতির কোনো আদর্শ মডেল নয়। কোবাক্স নামক একটি ভ্যাকসিন-বণ্টন প্রকল্প উচ্চ আয়ের দেশগুলো সঠিকভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। এই ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলি অত্যধিক। বরাত দেয় এবং ভ্যাকসিন মজুত করে, অথচ নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী লোকেদের কাছে পৌছতে পারেনি। বিশ্বের কিছু বিখ্যাত এবং সুপরিচিত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি মেধা সম্পত্তির (আইপি) অংশীদারী কুক্ষিগত রাখতে চাইছে। তারা তা না করলে, আরও অন্যান্য নির্মাতারা কম খরচে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারত এবং আর বেশি জীবন বাঁচানো যেত। আসলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কর্তৃক প্রণীত খসড়া চুক্তির উদ্দেশ্য যাতে এই আচরণের পুনরাবৃত্তি

খসড়া চুক্তি মহামারি চলাকালীন অন্তত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য মেধা সম্পত্তি (আইপি অধিকার) ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে। উপরন্তু, প্রাসঙ্গিক ভ্যাকসিনের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ অবশ্যই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর কাছে জমা করতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে ঝুঁকিপুর্ণ লোকেদের কাছে সহজে পৌছতে পারে, সেই সঙ্গে ধনী দেশগুলোর মানুষের কাছেও পৌঁছয়। ভ্যাকসিনের মূল্য এবং চুক্তিগুলি সর্বজনীন করা উচিত যা কিনা কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন ঘটেনি।

প্রস্তাবিত খসড়াতে সামগ্রিক স্বার্থে কোভিড সম্পর্কিত ভাইরাল জিনোম সিকোয়েন্স সহ বিভিন্ন তথ্যগত পরিসংখ্যানের স্বচ্ছতা ও তা বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গত ২০২৩। সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিনের কর্তৃপক্ষকে সিকোয়েন্স ডেটা, সেইসঙ্গে সংক্রমণের সংখ্যা, হাসপাতালে ভর্তি এবং টিকা দেওয়ার হার সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করার আহ্বান জানিয়েছে।খসড়ায় আরেকটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে দেশগুলি তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কলা কৌশলগত প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়া এবং মহামারি চলাকালীন অনেক নিম্ন-আয়ের দেশগুলিরও সুবিধা-অসুবিধা ভাগ

এই সমস্তই প্রয়োজনীয় তো বটেই বরং বলা যেতে পারে অতিপ্রয়োজনীয়, অনেক বিজ্ঞানী, সংরক্ষণ গোষ্ঠী ও প্রচরণা সংস্থাগুলি এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে গবেষকরা চিন্তিত যে চুক্তিটি কীভাবে কাজ করবে এবং

কীভাবে স্বাক্ষরকারীরা তাদের প্রতিশ্রুতিতে অন্ত থাক্বে কিনা সেই ব্যাপারে তারা সন্দিহান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করে যে দেশগুলি সুসংহতভাবে একটি সম্মেলনের (সিওপি) মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে, কেননা এটি একটি গণতান্ত্রিক ফোরাম যেখানে সমস্ত দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান কণ্ঠস্বর থাকা উচিত।

কিন্তু সিওপি চালানো ব্যয়বহুল এবং এই ধরনের একটি কাঠামো তৈরির অর্থ হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশগুলিকে সঠিকভাবে অর্থায়ন করার জন্য একটি নিরন্তর লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। সিওপিগুলি সিদ্ধান্তে পৌছনোর জন্য অনেক সময় নেয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির মতো উদ্বেগের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলির মতো পরিচালনাকারীদের কাছ থেকে এই বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা সবার জানা।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রায় ২০০টির মতো দেশের প্রস্তাবিত একটি ফোরাম, হাজার হাজার পর্যবেক্ষক সকলে যুক্তিযুক্তভাবে একটি চুক্তি মেনে চলা ও নিশ্চিত করা খুব দুরূহ কাজ, বিশেষ করে যখন পদক্ষেপের ও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যক উচ্চ আয়ের দেশ জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। জলবায়ু পরিবর্তন সিওপি প্রক্রিয়াতে ধনী দেশগুলির দাদাগিরির ভূমিকা কীরকম আমাদের কাছে তার ভাল প্রমাণ রয়েছে, এমনকী আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তিগুলিও দেশগুলিকে তাদের প্রতিশ্রুতি পুরণে বাধ্য করা

সংবেদনশীলভাবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চায় দেশগুলি এক ধরনের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বিষয়ে একমত হোক। এই ক্ষেত্রে একটি উপায় যাতে তাদের অর্থায়ন, আইপি বা ভ্যাকসিনের প্রতিশ্রুতি রাখা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বাধ্যতামূলক করা। তবে আলোচনাকারীদের এবং তাদের দলগুলিকেও চুক্তির লক্ষ্য অর্জনের বিকল্প উপায়গুলি অন্বেষণ করার পরামর্শ দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রভাব সংশ্লিষ্ট গবেষকরা অন্যান্য সম্ভাব্য মডেলের বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার খসড়া দলিল থেকে এটি স্পষ্ট যে সংস্থাটি মহামারি চলাকালীন দেখা সবচেয়ে খারাপ আচরণগুলির পুনরাবৃত্তি এড়াতে বদ্ধপরিকর। পুরো দলিল জুড়ে, সরকার এবং সংস্থাগুলিকে স্বচ্ছ এবং ভাগ করতে ইচ্ছুক হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া. বিশেষত পণ্যগুলি বিষয়ে সর্বজনীনভাবে অর্থায়িত গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় তা দেখতে আশ্বাস

খসড়াটিতে চূড়ান্ত করতে বিশ্বের কাছে এক বছরের বেশি সময় আছে। বর্তমান সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিগুলি সম্ভবত একটি চুক্তিতে পৌছনোর আগেই তা সুসংহত রূপ নেবার সুযোগ থাকছে। কিন্তু যেহেতু গবেষকরা তাদের বিষয় প্রকাশের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, প্রচারকারীরা প্রচারণাকে ত্বরাথিত করার জন্য ছুটে আসছেন, তখন চুক্তিটি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চুক্তির বিষয়বস্তুর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় আলোচকদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে একটি চুক্তির কী মূল্য রয়েছে যদি এটি ডব্লিউএইচও খসড়ায় সবকিছু অন্তর্ভূক্ত করে, কিন্তু বাস্তবে তা কতটা কার্যকর হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

শহর ও জেলার অন্বরে

ইন্দ্ৰাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার গ্রামীণ জীবনের জনপ্রিয় 'লোকউৎসব' হল গাজন অনুষ্ঠান। এই উৎসবেই শৈব সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটে মনে করা হয়। গাজনের সময় শিব প্রকৃত অর্থে 'গণদেবতা'।

গাজন' শব্দটির উৎস সন্ধানে কেউ বলেন 'গা' অর্থাৎ 'গ্রাম' আর 'জন' অর্থাৎ 'জনসাধারণ' অর্থাৎ এক কথায় জনসাধারণের উৎসব হল 'গাজন'। আবার অন্য একদল গবেষক মনে করেন যে এখানে 'গা' মানে 'গান' আর 'জন' হলেন 'মহাজন' - অর্থাৎ 'শিবের গান' করছেন যাঁরা। তবে 'গর্জন' শব্দটিও 'গাজন'-এর উৎস হতে পারে - যার সরাসরি যোগ রয়েছে উচ্চস্বরে মহাদেবের জয়ধ্বনি দেওয়ার মধ্যে 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে...হে..।

দুর্গাপুর স্টেশন থেকে মাত্র নয় কিলোমিটার দুরে একটি গ্রাম গোপীনাথপুর। গোপীনাথপুর মৌজা সরকারী রেকর্ডে 'লাট গোপীনাথপুর মৌজা' নামে নথিভুক্ত। এই মৌজা দুই বর্ধমান জেলার বহত্তম এবং রাজ্যের বিতীয় বহত্তম মৌজা।

এই গ্রামের গাজন উৎসব আনুমানিক পাঁচশো বছরের পুরোনো। জমিদার গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামের গোড়াপত্তন করেন। গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তিন সন্তান। এক কন্যা দুই পুত্র। কন্যা আনন্দময়ী প্রথম সন্তান। পুত্রদের মধ্যে বড় নন্দদুলাল ছোট দুর্গাচরণ। গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামেই আজকের শিল্পশহর দূর্গাপুরের নামকরণ হয়েছে।

এই গ্রামেরই অন্য একটি পরিচিত একটি নাম হল 'সগরভাঙা'। কথিত আছে, পূর্বে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের সময় এই রাস্তায় একটি কর্দমাক্ত ডোবায় পড়ে গোরুর গাড়ির চাকা ভেঙে যেত। তখন সাধারণ মানুষের পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল গোরুর গাড়ি। তাই গ্রামের নাম হয় 'সগরভাঙা'। তবে এর কোনো যথাযথ প্রমাণ নেই।

বাঁকুড়ার জগন্নাথপুর থেকে এসে গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানে জমিদারি শুরু করেন। তিনি আগের জমিদারি থেকে কামার কুমোর ধোপা নাপিত জেলে চাষী সদগোপ সকল প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে এসে সকলকে জমি দিয়ে নতুন গ্রামটি মজবুত করে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন পরম শিবভক্ত। জগন্নাথপুরে রত্নেশ্বর শিব পাতালফোঁড়, তাই সঙ্গে করে আনতে পারেননি। নতুন ভাবে এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করলেন বাণেশ্বর শিব। জগন্নাথপুর থেকে নিয়ে এসেছিলেন কষ্টিপাথরের ভৈরব, ধর্মরাজের মাটির হাতি, ঘোড়া আরও কিছু পুতুল টোটেম। তখনকার দিনে এগুলিকে বলা হতো গ্রামরক্ষক ভৈরবদেব ও তাঁর সহচর। শিবেরই অপর রূপ এঁরা। গ্রামের

গোপীনাথপুরের গাজন উৎসবের ঐতিহ্য ও পরস্পরা

বাইরে তোরণের পাশের জঙ্গলে এই দেবতাদের তিনি স্থাপিত করলেন। তিনি বাডির পাশে প্রতিষ্ঠা করলেন বাণেশ্বর শিব মন্দির, আর তার পাশেই জাগ্রত কালী

তখনকার দিনে জঙ্গলে মহিলাদের যাবার নিয়ম ছিল না। তাই সমস্যা হল বাড়ির মহিলারা ওই ভৈরব শিবকে পুজো করবেন কীকরে। এই সমস্যার সমাধান করলেন জমিদার গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজেই, তিনি নির্দেশ দিলেন চৈত্র মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে দোসরা বৈশাখ ওই ভৈরবনাথ শিবকে পুরোহিত মাথায় করে নিয়ে আসবেন গ্রামের ভিতরে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, গাজন উৎসবের দিনে দেবী 'হরকালী'র সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসবে সন্যাসীরা 'বর্যাত্রী' হিসেবে অংশ নেন।

তাই কালী মন্দিরের পাশেই ভৈরব শিবকে স্থাপন করা হবে। সেখানে তাঁর পরিবারের সকল সদস্য ভক্তিভরে পুজো করবেন ও ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সব প্রজা মিলে গাজন উৎসব

পালন করবেন। ধুমধাম করে চৈত্র সংক্রান্তির দিন জঙ্গলে ভৈরবতলায় চড়ক পালিত হবে। তাঁর সময় থেকে এই প্রথা একই ভাবে পালন করা হচ্ছে। সেই শুভ সূচনার ক্ষণ থেকে শুরু করে প্রতি বছর জঙ্গলের ভৈরবথান থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে চট্টোপাধ্যায়দের মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা

এই শোভাযাত্রা সত্যি অসাধারণ। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন দেখার জন্য ভিড করে। পট্টবস্ত্র পরা পরোহিতের মাথায়



থাকেন ফুলের সিংহাসনে কষ্টিপাথরের ছোট হাতি, ইনি বাবা ভৈরবদেব। একজন ভক্তা দেবতার মাথায় লাল রঙের কারুকাজ করা ছাতি ধরে থাকে, একজন পথে নতুন ধৃতি পেতে দিতে থাকে. সামনে এক ভক্তা গঙ্গা জল জল ছডাতে ছডাতে যায়, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করেন, উলু শঙ্খধ্বনি ও বাজনা বাজিয়ে ধীরে ধীরে ভৈরবদেবকে নিয়ে যাওয়া হয়, বরণ করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠা করে ভোগ নিবেদন ও পুজো করা হয়। চটোপাধ্যায় পরিবারের সব সদস্য ও সকল গ্রামবাসী মিলে

আন্তরিকভাবে দেবতার আরাধনা করে। ভৈরবনাথ শিবের প্রিয় ভোগ হল দুধ দই টিডে গুড মন্ডা আর তরমজ আম ইত্যাদি রকমারি মরসমি ফল।

জঙ্গলের ভৈরব গ্রাম রক্ষক। তাই তাঁর পুজো চড়ক সংক্রান্তিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ভৈরবের মূর্তি মাটির হাতি ও ঘোড়া এই টোটেমগুলির ধূমধাম করে পুজো হয়। কঠিন রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় এবং চাষীরা অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি হওয়ার আশায় এই পূজো করে থাকেন। এই মানসিক ইচ্ছে পুরণের। নানা অলৌকিক গল্পও প্রচলিত আছে।

এরকম জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে পুজো শুরুর সময় ঢাকে কাঠি দিয়ে বাদ্যি শুরু করলেই যে কদম গাছের কাছাকাছি ভৈরব পুজো হয় সেই গাছে কদম ফুল ফোটে ও তখনই ঝরে পড়ে। সেই ফুল দিয়ে প্রথম পূজো হয়।

জমিদার গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় খুবই সজ্জন ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। তিনি সব প্রজাকে সমান চোখে দেখতেন। ভৈরব

পজো উপলক্ষে জঙ্গলে যে উৎসব ও মেলা হত তাতে সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। এই পুজোয় যারা ব্রত ও নিয়ম পালন করত ও চডকে বাণ ফোটাত তাদেরকেই বলা হত ভক্তা। এই পজোর প্রধান ভক্তা ছিল বাগদি কেওট ও মাঝি পরিবার। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মিলন মেলা ছিল এই উৎসব। এই পুজোতে একজন অনার্য বা অব্রাহ্মণকে ভক্তা হতে হবে। অব্রাহ্মণ ভক্তা পৈতে পরবে এবং ব্রাহ্মণেরা তার পা পর্যন্ত ধুইয়ে দেবে। গাজনের ভক্তারা ওই দিনগুলিতে কঠিন নিয়ম মেনে চলে.

সারাদিন উপবাস করে, দণ্ডি ধারণ করে, শেলাই করা নয় এমন একবস্ত্র পরে থাকে, সন্ধ্যাবেলায় একবার নিরামিষ খাবার খায়, মাটিতে কম্বল পেতে শোয়। কঠিন ব্রত উপবাসের জন্য ওই ভক্তাদেরকে সন্ন্যাসীও বলা হয়।

সকালবেলা কোনও কোনও ভক্তা সং সাজে, আবার কয়েকজন শিব দুর্গার গান গেয়ে প্রতীকী শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে দলবেঁধে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পথ পরিক্রমা করে। এদের মধ্যে কেউ সাজে শিব কেউ দুর্গা কেউ বা কালী।

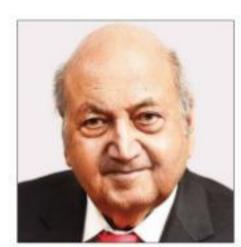
চৈত্র সংক্রান্তির দিন হয় চড়ক ঘুর্ণি। সকালে চড়ক দণ্ড স্নান করিয়ে নিয়ে আসেন সন্ন্যাসীরা আর সেটি প্রোথিত হয় চড়কের মাঠে। বিভিন্ন ধরণের লৌকিক আচার পালন করা হয় সারাদিন। আর বিকেলে বা সন্ধ্যায় হয় চড়ক ঘূর্ণি। চড়ক গাছটি চড়কতলায় প্রোথিত করে তার মাথায় আরেকটি কাঠের খণ্ড মধ্যস্থলে ছিদ্র করে রাখা হয়, যাতে চড়কগাছকে কেন্দ্র করে কাঠের খণ্ড টি শূন্যে বৃত্তাকারে ঘুরতে পারে। এর একপ্রান্তের েঝোলানো দড়িতে একজন সন্ন্যাসী বা ভক্তা পিঠের চামড়া ভেদ করে শিরদাঁডাতে বঁডশির মত বাঁকানো একটি লোহার কাঁটা গেঁথে ঝুলে থাকেন, কোমরে গামছা বা কাপড় বেঁধেও কেউ কেউ ঝুলে থাকে, আবার কেউ কেউ লোহার শলাকা পায়ে, হাতে, গায়ে, পিঠে, এমনকী জিহ্নাতেও গেঁথে রাখে। অপরপ্রান্তে কাষ্ঠখণ্ড টিকে চক্রাকারে চরকির মত ঘোরানো হয় ঝলন্ত ভক্তারা বনবন করে ঘূরতে থাকে, এই প্রক্রিয়াটির নাম 'বড়শি সন্ন্যাস' বা চড়ক ঘুর্ণি।

এই অনুষ্ঠানে আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে আত্ম-শুদ্ধি অর্জনের প্রথা সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ১৮৬৫ সালে এই প্রথা আইন করে ব্রিটিশরা বন্ধ করার চেম্টা করেছেন। সে কারণে এখন তীর বেঁধা বা বড়শি বেঁধা অনেক কমে গেলেও কিছু ভক্তা ভক্তির প্রাবল্যে ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছে। জমিদারি আমলে চড়কের মেলায় লাঠিখেলা শরীরের কসরৎ দেখানো এমন কি জুয়াখেলাও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে খুব জনপ্রিয় আমোদ ছিল। তবে এখন তার রেশ কিছু স্তিমিত, কিছু ভক্তা অবশ্য এই পরম্পরা রক্ষার চেষ্টা করে চলেছে। তবে এখন এখানে বিরাট নাগরিক মেলা বসে। নাগরদোলা, হরেক রকমের দোকান, গান-নাচ, আলোবাজির আতিশয্যে ভক্তা ও সাধারণ দর্শনার্থীদের আনন্দের শেষ থাকে না।

সব ভেদাভেদ ভুলে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আগে মহামিলন এই উৎসব। গ্রামীন সংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতির মেলবন্ধন এই উৎসবের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। চট্টোপাধ্যায় বাড়ির বর্তমান সদস্যেরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে এক হয়ে এই আনন্দের শরিক হন, কারণ এ হল প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রাণের সম্পদ।

थवरत (দশ-विरमभ

মাহিন্দ্রা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ধনকুবের কেশব মাহিন্দ্রা প্রয়াত



দিল্লি, ১২ এপ্রিল-- ১৯ বছর বয়েসে প্রয়াত মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ধনকুবের কেশব মাহিন্দ্রা। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রোমোশন অ্যান্ড অথোরাইজেশনে'র চেয়ারম্যান পবন গোয়েক্ষা টুইট করে এই সংবাদ জানিয়েছেন। শিল্পপতি আনন্দ মাহিন্দ্রার কাকা কেশবের নাম ২০২৩ সালে ফোর্বস প্রকাশিত ভারতীয় ধনকুবেরদের তালিকায় ছিল। তাঁর প্রয়াণের সংবাদ শেয়ার করার সময় পবন গোয়েক্ষা লিখেছেন, 'শিল্পের দুনিয়া তার অন্যতম দীর্ঘাকায় ব্যক্তিত্বকে আজ হারাল। তাঁর সঙ্গে বৈঠক থাকলেই আমি মুখিয়ে থাকতাম। তিনি যেভাবে বাণিজ্য, অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়ে অবদান রেখেছিলেন তা আমাকে বরাবরই অনুপ্রাণিত করেছে।'১৯৪৭ সালে বাবার সংস্থা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রায় যোগ দেন কেশব। ১৯৬৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান। তিনি অবসর নেওয়ার পর তাঁর ভাইপো আনন্দ মাহিন্দ্রা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

পাঞ্জাবের সেনা ছাউনিতে এলোপাথাড়ি গুলি, চার জনের মৃত্যু

চন্ডিগড়, ১২ এপ্রিল— সাত সকালে পাঞ্জাবের ভাটিন্ডার সেনা ছাউনিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরই এলাকাজুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে স্টেশন কুইক রিঅ্যাকশন টিম। সূত্রের খবর, কে বা কারা গুলি চালিয়েছে তা এখনও বোঝা যায়নি। গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়েছে ভোটিন্ডার পুলিশ সুপার জিএস খুরানা বলছেন, সেনা ছাউনির বাইরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এই ঘটনা কোনও জঙ্গি নাশকতা নয় সেনা ছাউনির ভেতরেই কোনও জওয়ান গুলি চালিয়েছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। সেনার তরফে বিবতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ভোর ৪টে ৩৫ মিনিট নাগাদ সেনা ছাউনির ভিতরে আচমকা গুলি চলতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই কুইক রিঅ্যাকশন টিম সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বুকে যন্ত্ৰণা নিয়েও যাত্রীদের ১৫ কিলোমিটার দুরে ডিপোয় গিয়ে মৃত্যু চালকের

ভদোদারা, ১২ এপ্রিল-- যাত্রীবাহী বাস নিয়ে ডিপোতে ফেরার সময় বুকে যন্ত্রণা শুরু হয় চালকের। কিন্তু সেসবকে তেমন আমল দেননি বাসচালক ভারমল আহির। ভেবেছিলেন, একেবারেই যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তবেই যা করার করবেন। তাই বুকে ব্যথা এবং অস্বস্তি নিয়ে আরও ১৫ কিলোমিটার বাস চালিয়ে গেলেন চালক। কিন্তু ডিপোয় পৌঁছানোর পর চালকের আসনে বসেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি।

মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতে। ৪০ বছর বয়সি ভারমল আহির গুজরাত স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের একজন চালক। রবিবার রাত ৮.৩০ নাগাদ সোমনাথ থেকে যাত্রা শুরু করেন আহির। সোমবার সকাল ৭.৩০ নাগাদ রাধানপুরে পৌছানোর কথা ছিল তাঁর। তখনও ১৫ কিলোমিটার রাস্তা বাকি, সকালে ভারাহির কাছে বাস দাঁড় করান তিনি। যাত্রীদের সঙ্গে চাও খান। তারপরেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন আহির।তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

वार्थिक भारकि (भर इ उ एक नरक দুই জাহাজ অস্ত্ৰ পাঠাবে ইসলামাবাদ

ইসলামাবাদ, ১২ - আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আইএমএফ-এর থেকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্যাকেজ পাওয়ার আশায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা ইসলামাবাদের। পাকিস্তান পরিকল্পনা করছে ইউক্রেনকে ট্যাঙ্ক ও রকেট ভরতি ২৩০টি কন্টেনার পাঠানোর। তেমনই দাবি এক আন্তৰ্জাতিক সংবাদমাধ্যমের।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আরজি জানিয়েছেন।

জানা যাচ্ছে, এপ্রিলেই করাচির বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে পাকিস্তানের দু'টি জাহাজ এমভি বোকরাম ও এমভি খেরসন ওই থাকবে। পোল্যান্ড ও জার্মানির বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক

বেঙ্গালুরু, ১২ এপ্রিল-- ভোটে

দাঁডানোর টিকিট দেয়নি বিজেপির

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাই দলত্যাগের

ঘোষণা করলেন কর্নাটক বিজেপির

প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী কেএস

সাতবারের বিধায়ক এই নেতা

আগেই জানতে পারেন বাদ পডছেন

এবার। তাই তিনি এই সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন বলে জানান। আর এরপর

ফের বধবার। দল ছেডে দেওয়ার

কথা ঘোষণা করলেন আর এক উপ

মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সভাড়ি। আন্থানি

আসনের তিনবারের বিধায়ক সভাড়ি

গতবার হেরে যান কংগ্রেসের কে

কুমাথাল্লির কাছে। সেই কংগ্রেস

বিধায়ক পরে হাত ছেডে পদ্ম

শিবিরে যোগ দিয়**ে**ছেন। কিন্তু

সভাড়ির বক্তব্য হেরে গেলেও গত

পাঁচ বছর আন্থানীতেই সময়

দিয়েছেন। সেখানে হেরে যাওয়ায়

তাঁকে বিধান পরিষদের সদস্য

করেছিল দল। কিন্তু এবার নির্বাচনে

লড়াই করতে চান, জানিয়

দিয়**ে**ছিলেন দলকে।বিধানসভা

ভোটের টিকিট পাওয়া নিয়ে কনটিক

বিজেপিতে অশান্তির আশঙ্কা ছিলই।

প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর তা



অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেবে ইউক্রেনে। জাহাজগুলিতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউরোপীয় পতাকা

টিকিট না পেয়ে দলত্যাগী

বিজেপির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

হুবহু মিলে গিয়েছে। ঘরোয়া অশান্তি

মঙ্গলবার রাতে বিধানসভা

ভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর

থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে

গোলমাল। টিকিট না পাওয়া

নেতাদের সমর্থনে বিক্ষোভ, পথ

অবরোধ পার্টি অফিসের সামনে

অবস্থান, সামাজিক মাধ্যমে

বিক্ষোভ নতুন কিছু নয়। কিন্তু

কর্নটিকে 'গুজরাত মডেল' চালু করা

নাকচ স্ট্যালিনের দাবি, আরএসএসকে

প্রকাশ্যে রুট মার্চের অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

হুল ফোটানোর বিস্তর চেষ্টা করে

চলেছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।

এই অবস্থায় সেখানে সক্রিয় হতে

করে প্রকাশ্যে আরএসএসকে গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে রুট মার্চের মুসলিম সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ

গত বছর অক্টোবর মাসে ডিএমকে সরকার।

চেন্নাই, ১২ এপ্রিল— ধোপে টিকল পারেনি সংঘ পরিবার। বিজেপিও

সরকার। কিন্তু সেই যুক্তি খারিজ 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' এবং

মিছিলে অনুমতি দিল সুপ্রিম অনুমতি চেয়েছিল তারা। এছাড়াও

কোর্ট। তামিলনাড়তে এখনও পর্যন্ত সংঘের সনাতনী পোশাক পরে

সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল করার

ছড়াতে পারে। এই যুক্তিতে সুপ্রিম চাইছে আরএসএস।

ভোটের টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ-

বিষোদগার, কিছুই বাদ নেই।

চরমে উঠেছে।

বন্দরের মাধ্যমে অস্ত্র পৌঁছে দেবে জাহাজ দু'টি। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, এর বিনিময়ে সাড়ে সাত

নিয়ে গোড়া থেকেই রাজ্য পার্টির

বড় অংশের আপত্তি ছিল। কিন্তু

নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা ওই

কৌশল কার্যকর করতে অনড।

অন্যদিকে, রাজ্য নেতাদের বক্তব্য,

গুজরাত আর কনটিক এক নয়।

বিধানসভা ভোটে সব রাজ্যের জন্য

এক কৌশল হতে পারে না। কিন্তু

গুজরাত মডেল অনুসরণ করেই

তৈরি হয়েছে প্রথম দফার তালিকা।

দ্বিতীয় দফায় বাতিলের তালিকায়

নাম থাকতে পারে আঁচ করে অনেক

পরিকল্পনা ছিল স্বয়ংসেবকদের।

সম্ভাবনার কথা বলে সংঘ

পরিবারের এই মিছিলের অনমতি

দেয়নি স্ট্যালিনের নেতত্বাধীন

রাজ্যের যুক্তি ছিল নিষিদ্ধ

ইন্ডিয়া হামলা চালাতে পারে

মিছিলে। অবনতি হতে পারে

সাম্প্রদায়িক

নেতাই দিল্লি ছুঁটেছেন।

আন্তৰ্জাতিক অৰ্থ ভাণ্ডারের কাছ থেকে পাবে পাকিস্তান।

প্রসঙ্গত, এপ্রিল মাস থেকেই রাশিয়ার থেকে কম দরে জালানি কিনতে চলেছে পাকিস্তান, এমনটাই গুঞ্জন। তবে এখনও পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত কোনও চুক্তির কথা জানা যায়নি। তবে এর মধ্যেই ইউক্রেনকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে চলেছে পাকিস্তান, সেই গুঞ্জনও উঠল।গত কয়েক মাস ধরেই ক্রমশ ধুঁকছে পাকিস্তানের অর্থনীতি। ঘুরে দাঁড়াতে আইএমএফ-এর উপরে ভরসা করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই তাদের সামনে। এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনকে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল শাহবাজ প্রশাসন।

সুপ্রিম কোর্টেও ঝুলেই রইল চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ

স্থিতাবস্থা বজায় রাখল সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ঝুলেই রইল চাকরিহারাদের ভাগ্য। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন নবম ও দশম শ্রেণির ৯৫২ জন শিক্ষক, গ্রুপ সি'র বহু এবং গ্রুপ ডি'র ৮৪২ জনের। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারারা। বুধবারের শুনানিতে কাটল না জট। এদিন সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারাদের আইনজীবীরা জানান, তাঁদের চাকরি বাতিলের প্রক্রিয়া বৈধ নয়। সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই মামলায় বড়সড় দুর্নীতি রয়েছে। তাই আরও শুনানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। চাকরিহারাদের আইনজীবীর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত স্বপদে বহাল চাকরিহারারা।তবে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যসেই দাবি খারিজ করেছেন।

জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন বিজেপি নেতা

ভূবনেশ্বর , ১২ এপ্রিল - 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' পেতে জ্বলন্ত কয়লার যাত্রা' ওডিশার প্রাচীন একটি উৎসব। এখানে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে, জ্বলন্ত কয়লার উপর গেঁথে নিজেকে কন্ট দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সম্ভুষ্ট হন 'মা দুলান। ওড়িশার পুরীতে সেই বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র । সেই উৎসবেই জ্বলন্ত কয়লার উপর বিজেপি নেতা নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে সেই ভিডিও শেয়ার করেন। সম্বিত একটি টুইট করে লেখেন, "আজ পুরীর সঙ্গম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাই। গ্রামবাসীদের উন্নয়ন এবং স্থসমন্ধির জন্য 'দেবী দলানের' আশীর্বাদ পেতে জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হেঁটেছি। ' মায়ের'

দিল্লি, ১২ এপ্রিল— আপাতত

ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। 'ঝামু দিয়ে হাঁটলে অথবা শরীরে পেরেক স্থানীয় উৎসবে মঙ্গলবার যোগ দেন দিয়ে হেঁটে যান তিনি। তাঁর হাঁটার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। এই পঞ্চায়েতের রেবতী রমন গ্রামে এক আশীর্বাদ পেয়েছি।"

বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলতে মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠকে নীতীশ-রাহুল-তেজস্বী

मिल्लि , **১২ এ**প্রিল - ২০২৪-কে পাখির চোখ করে বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হল। সংসদের বাজেট অধিবেশন শেষ হতে না হতেই বুধবার দিল্লি গিয়ে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। রাজ্যসভার বিরোধী নেতা খাড়গের ১০ নম্বর রাজাজি মার্গের বাংলোয় ওই বৈঠক হয়। সেখানে হাজির ছিলেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের ছেলে তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদব এবং নীতীশের দল জেডিইউ-র সর্বভারতীয় সভাপতি লালন সিংহ।

দিল্লি আসার আগে মঙ্গলবার পাটনায় লালুর সঙ্গে বৈঠক করেন নীতীশ। তেজস্বী সেই সময় দিল্লিতে ছিলেন। লালুর আমলে রেলে 'জমির বিনিময়ে চাকরি' মামলায় গেছিলেন তিনি।

জেডিইউ সূত্রের খবর, বুধবারের বৈঠকে আগামী লোকসভা ভোটে বিহারে 'মহাগঠবন্ধন' শরিকদের



আসন সমঝোতার পাশাপাশি রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লডাই নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ২০২৪-কে পাখির চোখ করে বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলতে চাইছেন

প্রথমত, লোকসভা নির্বাচনের ইডি-র তলবে হাজিরা দিতে আগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন বিরোধী জোট বা মঞ্চ তৈরির বদলে যতটা সম্ভব বেশি আসনে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিজেপি বিরোধী প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করা

দ্বিতীয়ত, আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী জোট ঘোষণা করা হচ্ছে না, ফলে সেই জোটের নেতা কে হবেন , তা নিয়ে বিতর্কও এড়িয়ে যাওয়া হবে। সূত্রের খবর, অনেক বিরোধীরই আপত্তি রয়েছে বুঝে কংগ্রেস রাহুলকে বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টার মধ্যে যাবে না। বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে রাহুল নিজেও সেই 'বাতা'

হামলা চালিয়ে ১৫০ জন নাগরিককে হত্যা করল জুন্টা সরকার

নেই পেই দিউ, ১২ এপ্রিল-- নিরস্ত্র জনগণের জুন্টা সরকারের যুদ্ধবিমান থেকে ফেলা বোমার উপর বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে निल भाशानभारतत भाभतिक जुन्छ। भतकात। विभान মৃতদের মধ্যে রয়েছে বহু শিশু এবং মহিলা।

মঙ্গলবার সকালে সাগাইং এলাকার কানবাল

টাউনশিপের পাজ়গািই গ্রামে জড়ো হয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। উপলক্ষ ছিল বিরোধী আন্দোলনের স্থানীয় দফতরের উদ্বোধন। সেখানেই সকাল ৮টা নাগাদ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হয়। সংবাদ সংস্থা প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, শ'দেড়েক মানুষের মিলিয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

ঘায়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। বেঁচে নেই বিরোধী আন্দোলনের স্থানীয় নেতৃত্বও। মূলত তাঁদের হানায় কমপক্ষে ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্যোগেই দলীয় দফতরটির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান

ওই প্রতাক্ষদর্শীর দাবি, প্রথম বোমাবর্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা বাদে একটি হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর কাটতে থাকে। সেখান থেকেও গুলি ছুটে আসছিল। তাতেও অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ঠিক কত জনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক হিসাব বলছে ২০ থেকে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-কে এক ৩০টি শিশু-সহ মহিলা, অন্তঃসত্ত্বা এবং পুরুষ জমায়েত হয়েছিল। তার মধ্যে ২০ থেকে ৩০টি মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারও বিমান শিশু এবং অন্তঃসত্তা মহিলারা ছিলেন। সামরিক হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

বিশ্বে এই প্রথম এইচ৩এন৮ বার্ড ফ্লু ভাইরাসে মৃত্যু

বেইজিং, ১২ এপ্রিল— বিশ্বে এই বছর। তিনি চিনের দক্ষিণে গুয়াংডং প্রথম এইচ৩এন৮ বার্ড ফ্ল ভাইরাসে প্রদেশে থাকতেন। এই ভাইরাসে এক মহিলার মৃত্যুর কথা জানাল হু। মান্ডুলায়নাগ বার্ড ফ্ল ভাইরাসে চিনের বাসিন্দা ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তবে ভাইরাসের এই স্ট্রেনটি মানুষের মধ্যে সংক্রামক নয় বলেই আশ্বস্ত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাছাড়া এই স্ট্রেনটি সচরাচর মানুষের দেহে দেখা যায় না বলেও জানানো হয়েছে। 'হু'-এর তরফে পেশ করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে মৃতা মহিলার বয়স ৫৬ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

এই নিয়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার কথা জানা গেল। সকলেই চিনের বাসিন্দা। বাকি দু'জন অবশ্য গত বছর আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে এর আগে দু'জন আক্রান্ত হলেও মৃত্যু এই প্রথম। তবে ওই মহিলার মৃত্যু সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর শরীরে সংক্রমণের একাধিক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য

মাত্র ৮০ দিনে বিশ্বভ্রমণ অশীতিপর দুই বান্ধবীর

আমেরিকার টেক্সাস থেকে যাত্রা শুরু করে মাত্র ৮০ দিনে বিশ্বভ্রমণ করে ফেলেছেন ৮১ বছরের দুই বান্ধবী। তাঁরা এ-ও প্রমাণ করেছেন ভ্রমণ এবং অ্যাডভেঞ্চারের কোনও বয়স হয় না। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ভারতেও এসেছিলেন এলি এবং আমরা ঠিক করি এ বার বেরোতেই তাজমহলও এেলি হ্যাম্বি এবং স্যান্ডি তথ্যচিত্র পরিচালক, অন্য জন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে স্যান্ডি

জানান, ৮০ বছর পেরোতেই বিশ্বভ্রমণের কথা তাঁদের মাথায় আসে। তিনি বলেন, 'আমরা আগেও একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছি। যখন ৭৬ বছর বয়স তখন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বিশ্বভ্রমণে যাব। ৮০ পেরোতেই

লন্ডন, জাঞ্জিবার, জাম্বিয়া, মিশর, হ্যাজেলিপ। পেশায় এক জন নেপাল, বালি এবং ভারত ঘুরে ৮০ দিনের বিশ্বভ্রমণ শেষে সম্প্রতি চিকিৎসক। তাঁদের ভ্রমণ সম্পর্কে আবার টেক্সাস ফিরে গিয়েছেন এলি এবং স্যান্ডি।

মায়ের নামে নালিশ জানাতে ১৩০ কিমি সাইকেলে পাড়ি দিল নাবালক

বেইজিং, ১২ এপ্রিল— মায়ের সঙ্গে

ঝগড়া করে তার নাম নালিশ করতে ১৩০ কিমি পাডি দিল ১১ বছরের বালক। দিদার বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রীতিমত তৈরী হয়ে বাডি থেকে দিদার বাডির দিকে রওনা হয়েছিল সে। দিদার বাডির কাছাকাছি পৌঁছেও গিয়েছিল সে। কিন্তু তার আগেই ফুটপাতে তাকে ক্লান্ত হয়ে বসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। চিনের মেইজিয়াং শহরের একটি এক্সপ্রেসওয়ে টানেলের সামনে বসেছিল ওই নাবালক। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। নাবালকটি জানায়, রাস্তায় 'রোড সাইন' দেখে সে এত দুর সাইকেল চালিয়ে আসে। রাস্তায় যদি খিদে পেয়ে যায়, তার জন্য বাড়ি থেকে আনা পাউরুটি আর জল খেয়ে খিদে মেটাচ্ছিল সে। নাবালকের মা এবং দিদা দু'জনেই থানায় আসেন। থানায় তার মা বলেন, 'ও আমাকে ঝগড়ার সময় এক বার বলেছিল যে দিদার বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে রাগের মাথায় ভুলভাল বলছে। সত্যি সত্যিই যে বেরিয়ে পড়বে তা বুঝতে পারিনি।'

ফের করোনা আতঙ্ক, দেশের দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল ৭ হাজার

কিন্তু

আইনশৃঙ্খলার।

দিল্লি, ১২ এপ্রিল— করোনা শুনলে শিউরে ওঠেন না এমন মানুষ গোটা পৃথিবী জুড়ে পাওয়া দুষ্কর। যদিও ধীরে-ধীরে করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে বিশ্ব স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। কিন্তু ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেই আতংক। গত ২৪ ঘণ্টায় লাফিয়ে বাড়ল দেশের করোনা সংক্রমণ। উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অ্যাকটিভ কেসও।

না তামিলনাড় সরকারের যক্তি।

আরএসএসের রুট মার্চ বা মিছিলের

কারণে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি

কোর্টের দারস্থ হয়েছিল তামিলনাডু

মঙ্গলবার আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার থাকলেও বুধবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে দেওয়া রিপোর্ট বলছে, আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৮৩০ জন। মারণ ভাইরাস সবচেয়ে বেশি চোখ রাঙাচ্ছে মহারাষ্ট্র ও কেরলে। আর এই সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে সক্রিয়



অ্যাকটিভ কেস ৪০ হাজার পার

রোগীর সংখ্যা। বর্তমানে অ্যাকটিভ কাড়ছে প্রাণ। একদিনে মৃত্যু হয়েছে

কেস ৪০.২১৫। করোনা এখনও ১৬ জনের। দেশে মতের সংখ্যা

বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ১৬ জন। মৃত্যুর হার ১.১৯ শতাংশ। তবে এর মাঝে স্বস্তি একটাই, বেশির ভাগ মানুষই করোনার বিভিন্ন স্ট্রেনকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সুস্থতার হার ৯৮.৭৪ শতাংশ। অনেকটাই কম হাসপাতালে ভরতির হারও। তবে সতর্কতা অবলম্বন করে নতুন ভাবে মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছে পুদুচেরি, কেরল ও হরিয়ানা সরকার। মহারাষ্ট্রেও মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠছে, যেভাবে করোনা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে, তাহলে কি দেশজুড়ে ফের আবশ্যিক হবে মাস্কের ব্যবহার? যদিও কেন্দ্রের তরফে এখনও এমন কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

ঘর থেকে উদ্ধার 'জম্বি ডিটেকটিভ' জুং চেই-এর দেহ

বেইজিং, ১২ এপ্রিল-- মডেল হিসেবে কেরিয়ার শুরু করলেও পরিচিত পান নেটফ্লিক্সের অন্যতম জনপ্রিয় শো জম্বি ডিটেকটিভে অভিনয় করে। সেই জুং চেই-য়ুলের দেহ উদ্ধার হল তার ঘর থেকে। মাত্র ২৬ বছর বয়সি ক্ষিণ কোরিয়ান অভিনেত্রী-মডেলের মৃত্যুতে শোরগোল পড়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।প্রথমে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া না হলেও পরে খবরটি নিশ্চিত করেন জুংয়ের এজেন্সি। সেই সঙ্গে অনুরাগীদের অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন অভিনেত্রীর মৃত্যু নিয়ে কোনও গুজব না ছড়ান। এজেন্সির তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হয়, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ১১ এপ্রিল আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন জুং চেই-য়ুল। তাঁর অকাল মৃত্যু শোকস্তব্ধ পরিবার। ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।' ২০১৬ সালে মডেল হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। এরপর একাধিক টিভি শোয়ে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে সবচেয়ে বেশি



জনপ্রিয়তা পান নেটফ্লিক্সের নামী সিরিজ জম্বি ডিটেকটিভে অভিনয় করে। এছাডাও থ্রিলার ছবি ডিপ-এ দেখা গিয়েছিল তাঁকে। জংয়ের মত্যুর খবর সামনে আসতেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ শৌয়ের শুটিং।



२०० তম ग्राटि (थलटि नामात আগে খোনির হাতে বিশেষ यातक जूल मिलन धीनि

চেন্নাই— চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক হিসাবে নিজের ২০০তম ম্যাচে খেলতে নামেন বুধবার মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। এই ম্যাচে খেলতে নামার আগে ধোনিকে সম্বর্ধনা দেন এন শ্রীনিবাসন। ধোনির হাতে একটি স্মারক তুলে দেওয়া হয়। ধোনি মঞ্চে ওঠার পর গোটা স্টেডিয়াম তার নামে চিৎকার করে একটা আলাদা পরিবেশে তৈরি করে। মাহি বলেন এটা একটা আলাদা অনুভূতি আমি মুখে বলে প্রকাশ করতে পারবো না। সব সময় আপনারা আমাদের পাশে ছিলেন ও আমার পাশে ছিলেন এটাই সব থেকে বড় শক্তি সারা জীবন আপনারা এই ভাবেই আমার পাশে থাকুন আর দলের পাশে থাকুন এটাই চাই। আজ আপনাদের ভালবাসাতেই এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে টসে জেতে চেন্নাই। প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ধোনি। এ বারের আইপিএলের শুরুটা অন্য স্টেডিয়ামে করেছিল চেন্নাই। রাজস্থানের বিরুদ্ধে নতুন স্টেডিয়ামে খেলছেন তাঁরা। সেই অনুভূতি বোঝাতে গিয়ে ধোনি বলেছেন, 'আমরা পুরনো স্টেডিয়ামে খেলা শুরু করেছিলাম। ওখানে খুব গরম লাগত। কিন্তু এই



স্টেডিয়ামে মনে হচ্ছে যেন সুইৎজারল্যান্ডে আছি। খেলতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। খুব ভাল লাগছে। দর্শকরা সবসময় পাশে থেকেছেন। ক্রিকেটের একটা বিবর্তনের সাক্ষী থেকেছি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ধীরে ধীরে কী ভাবে বদলেছে সেটা দেখতে পেয়েছি। এর

থেকে বড় কি আর পাওনা থাকতে পারে। আপনাদের মনোবল আপনাদের ভালোবাসায় আমরা পূর্ণ। আর আপনাদের সমর্থনেই আমরা মানসিক দিক দিয়ে চাঙ্গা হতে পারি এবং ভালো খেলাটা মাঠে নেমে খেলতে পারি তাই আবারও আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তামিলনাডু বিধানসভায় আইপিএল নিষিদ্ধ করার দাবি উঠল

যাচ্ছে বাংলার বেশ কিছু ক্রিকেট প্রেমীদের এই কাছে তা খুবই বেদনা দায়ক। ব্যাপারে সোচ্চার হতে। ২০১৩ সালের পরে

বক্তব্য, আমাদের রাজ্যের মাটিতে আইপিএল বিজয় বা রবিচন্দন অশ্বিনের মতো ক্রিকেটাররা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইপিএল ক্রিকেটে ক্রিকেটের খেলার মাধ্যমে ও বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচুর দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। তার পরেও এই রাজ্য ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নিজ রাজ্যের কোনও অঙ্কের অর্থ আদায় করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। কিন্তু থেকে প্রচুর প্রতিভাবান ক্রিকেটার খেলেছেন। ক্রিকেটারদের সুযোগ না দেওয়া নিয়ে সেইভাবে সেখানে নিজ রাজ্য অর্থাৎ তামিলনাডুর কোনও কিন্তু তাঁদের কেন চেন্নাই দলে সুযোগ হবে না জোরদার প্রতিবাদ না উঠলেও, এবারে দেখা খেলোয়াড়ের খেলার সুযোগ হচ্ছে না আমাদের তার উত্তর দিতে হবে ক্রিকেট কর্মকর্তাদের। একথাও মনে আছে রাজ্যের ছেলেরা ক্রিকেট বিধায়ক ভেঙ্কটেশ্বরন দাবি করেছেন, মাঠকে কাঁপিয়ে অধিনায়ক ধোনির হাতে খেতাব বাংলার কোনও ক্রিকেটার কলকাতা নাইট তামিলনাডুতে প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সেই ট্রফি তুলে দিয়েছেন। তবে এখন কেন এই রাইডার্সের হয়ে খেলবার জায়গা পাচ্ছে না। এই অর্থে অভাব নেই। তবুও রাজ্যের একজন রাজ্যের ক্রিকেটারদের মধ্যে একজনও কেন নিয়ে বাংলায় যেমন ক্ষোভ আছে তেমনি ক্ষোভ ক্রিকেটারের কোনও জায়গা হবে না তা মেনে সুযোগ পাবেন না তার উত্তর দিতে হবে। এরই দেখা গেল তামিলনাডুতেও। তাই এবারে মহেন্দ্র নেওয়া সম্ভব নয়। এটা রাজ্যকে অপমান করা। মধ্যে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক নিজের ২০০তম ম্যাচ সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস দলকে নিষিদ্ধ তাই মনে করি যে রাজ্যে কোনও ক্রিকেটার দলে আইপিএল ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুটি করার দাবি উঠল তামিলনাডু বিধানসভায়। জায়গা পায় না, সেই দলকে নিষিদ্ধ করা উচিত। মরশুমে ধোনি কিন্তু দলকে নেতৃত্ব দেননি। সেই পিএমকে দলের বিধায় এসপি ভেঙ্কটেশ্বরনের একট সময় চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে মুরলী সময় স্টিভ স্মিথ ও রবীন্দ্র জাদেজা চেন্নাই দলকে

টিকিটের উন্মাদনা ময়দান জুড়ে, প্রস্তুতি চলছে নাইট শিবিরে

নিজম্ব প্রতিনিধি— বাংলা নববর্ষের ঠিক আগের দিন ঘরের মাঠে শুক্রবার কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাতকে তাদের ঘরের। মাঠে হারিয়ে দিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে গিয়েছে নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটাররা। পাঁচ বলে পাঁচ ছয় মেরে রিশ্ব সেই ম্যাচের হিরো হয়ে গিয়েছিলেন। এখনো সেই ম্যাচের কথা কেউ ভূলতে পারেন নি। তাই তো ঘরের মাঠে আবারও রিঙ্কুর ঝড় দেখার জন্য শহরবাসী অপেক্ষা করে রয়েছে। গরমের তাপদাহ এখন অনেকটা বেড়েছে। তবুও সাধারণ মানুষ চড়া রোদের মধ্যে ও ছাতা মাথায় সকাল সকাল ময়দানে টিকিট কাউন্টারে লাইন দিয়েছেন। টিকিট কাউন্টারের সামনে বেশ ভালোই ভিড় দেখা যাচ্ছে। সেখানে অনেকে আবার বিকেল বেলায় অফিস ফেরত ময়দানে টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইন দিচ্ছেন আসলে শহরবাসী সব সময় ক্রিকেটকে ভালোবাসে। করোনার কারণে দু'বছর শহরবাসী ইডেনে ম্যাচ দেখা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তার প্রমাণ প্রথম ম্যাচেই পেয়ে গিয়েছে কলকাতা

নাইট রাইডার্স এর ক্রিকেটার সমর্থকদের উপস্থিতি দেখে। সেখানে দ্বিতীয় ম্যাচেও যে এই উপস্থিতি দেখা যাবে বলে দেওয়া যায়। উপরন্ত শুক্রবার ছুটির দিনে সকলেই যে ইডেন মুখো হবেন তা আগাম বলে দেওয়া যায়। শুক্রবার খেলতে নামার আগে বুধবার কলকাতা দলের ক্রিকেটাররা হালকা গা ঘামিয়ে নিলেন। তবে বৃহস্পতিবার তারা যে পুরো দমে প্র্যাকটিস করবে আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছে কলকাতা শিবিরের পক্ষ থেকে। এদিকে শহরবাসী শুক্রবার ম্যাচে আরো বেশি করে ইডেন উদ্যানে উপস্থিত হবেন একটাই কারণে সেটা হলো রিঙ্ক্ব সিং এর ঝোড়ো ব্যাটিং দেখার জন্য। মোহালিতে প্রথম ম্যাচে কলকাতা হারলেও ঘরের মাঠে দারুণভাবে কাম ব্যাক করে জয় তুলে নিয়েছিল তারপরে বিতীয় ম্যাচে গুজরাতকে হারিয়ে বিতীয় জয়। তাই ঘরের মাঠে বিতীয় ম্যাচে এবং রাউন্ড রবিন লীগের চতুর্থ ম্যাচ জিতে কলকাতার ক্রিকেটাররা জয়ের হ্যাটট্টিক করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে সেটা আগাম বলে দেওয়া যায়। ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এসছে। তাই সিএবিতেও এখন

শিখরের ব্যাটিং নাকি রশিদের স্পিন!

पूरे पलरे আজ জয়ের পথে ফিরতে চায়

মোহালি— গত ম্যাচে এক রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হয়েছে বডো বয়সে ব্যাট হাতে ভেলকি দেখিয়ে চলেছেন শিখর ধাওয়ান। ৯৯ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। কিন্তু হলে কি হবে তার দল জিততে পারেনি। অধিনায়ক শিখর একাই শুধু বাট হাতে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন পুরোপুরি ব্যর্থতার খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। তার ফলে পরিস্থিতিতে দাঁডিয়ে বহস্পতিবার ঘরের মাঠে গতবারের পাঞ্জাব কিংস। গত ম্যাচে গুজরাতও একটা অবিশ্বাস্য ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর কাছে হেরে গিয়েছিল। পাঁচ বলে পাঁচ ছয় হজম করে। ওই ম্যাচে রশিদ খান আইপিএলের ইতিহাসে তিনি নিজের ক্যারিয়ারে প্রথম হ্যাটট্রিক করার নজির গড়েছিলেন। কিন্তু ম্যাচে জিততে পারেননি। তবে আজকের ম্যাচে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে হার্দিক

পান্ডিয়া, গুজরাট দলকে নেতৃত্ব দেবেন। এবং অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় তুলে নেওয়ার জন্য মরিয়া থাকবেন। কারণ গুজরাট দলের প্রতিটা ক্রিকেটার ফর্মের মধ্যে রয়েছেন আলাদা করে কিছ বলার নেই। অবশ্য সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে দুই দলই তাদের গত ম্যাচের হার শিকার করেছে। সেখানে আজ একটা জোরদার লড়াই হবে। ঘরের হায়দ্রাবাদের কাছে হারতে হয়েছিল। এমন একটা মাঠে পাঞ্জাব কিংস কিছুটা হলেও সুবিধা নেবার চেষ্টা করবে। তবে আরও একটা কথা বলে রাখা ভালো আজ চ্যাম্পিয়ন গুজরাত টাইটানসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে লড়াইটা হবে শিখর ধাওয়ানের ব্যাটিং এর সাথে রশিদ খানের স্পিন বোলিং এর। কারণ শিখর ব্যাট হাতে দারুন ফর্মের এর মধ্যে রয়েছেন। অন্যদিকে গত ম্যাচে কলকাতার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে রশিদ খান এই ম্যাচেও নিজের সেরা স্পিন বোলিংটা মিলে ধরার চেষ্টা করবেন। তাই আজ এখানে একটা দারুণ ম্যাচ হতে চলেছে সেটা আগাম বলে দেওয়া যায়।



অহিপিএলে আজকের খেলা পাঞ্জাব কিংস সানর ইজাস হায়দরাবাদ





সৌরভদের এক

হাত নিলেন শাস্ত্ৰী দিল্লি— ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী মনে করছেন, চলতি আইপিএলের আসরে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জন্য রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তনটা দারুণ ব্যাপার। মুম্বাই মঙ্গলবার রাতে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ক্যাপিটালসকে ছয় উইকেটে পরাজিত করে তিনটি খেলায় তাদের প্রথম জয় তুলে নেয়। অধিনায়ক রোহিত ৬৫ রানের ক্যাপ্টেন নক খেলেন, ২৪ ইনিংসের পর তার প্রথম অর্ধশত রান। শাস্ত্রী আরো বলেছেন, রোহিত শর্মা দুর্দান্তভাবে দিল্লিকে চাপের মধ্যে রেখেছিল। শুরু থেকেই ও দারুণ আক্রমণাত্বক ছন্দে ছিল। ও সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলএবং এই ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স ওর মানসিকতায় অনেকটা চাঙ্গা করবে এবং দলকেও শক্তিশালী করে তুলবে। এদিকে সৌরভ গাঙ্গুলি দের কডা সমালোচনা করলেন। রবির সংযোজন, টানা চার ম্যাচে হার এটা মেনে নেওয়া যায় না। কি করে একই ভুল করে চলেছে। আমি দেখতে পাচিছ গত দু'ম্যাচ ধরে পৃথীকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে দিল্লি। অর্থাৎ, শুধু ব্যাট করার জন্যই নামছেন পথী। ফিল্ডিং করার সময় তাঁকে তুলে নিয়ে অন্য ক্রিকেটারকে নামানো হচ্ছে। আমার মনে হয় পৃথীর মতো ক্রিকেটারের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। কারণ, ওর যা বয়স তাতে গোটা ম্যাচেই পৃথীর খেলা উচিত। ওর কখনওই বলা উচিত নয় যে আমি শুধু ব্যাট করব, ফিল্ডিং করব না। সত্যি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। টানা চার ম্যাচে হারের পর কামব্যাক করাটা চাপের হবে দিল্লির কাছে।

শীৰ্যস্থানে সূৰ্য

মুম্বই— এবারে আইপিলের আসরে মুম্বই দলের হয়ে খেলতে নেমে এখনো সেভাবে নিজের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে পারেন নি। এক কথায় বলতে গেলে সূর্য পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরে ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় এক নম্বর স্থান ধরে রাখলেন সূর্য কুমার যাদব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তানে দুই ব্যাটসম্যান রিজওয়ান এবং বাবর আজম। এদিকে বিরাট কোহলি ১৫তম স্থান ধরে রেখেছেন।

ज्यामग्रीत्र विक्ष কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে थोकत्व (योश्नवांशीन

নিজস্ব প্রতিনিধি— সুপার কাপ ফুটবলে প্রথম ম্যাচে দুরন্ত ফুটবল খে-লেছে এটিকে মোহনবাগান গোকুলাম এফসি'র বিরুদ্ধে। সবুজ-মেরুন ঝড়ে ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল গোকুলাম। তাদের হারতে হয়েছিল ১-৫ গোলের ব্যবধানে। তাই কোচ জুয়ান ফেরান্দোর মোহনবাগান দ্বিতীয় ম্যাচে শুক্রবার মুখোমুখি হবে জামসেদপুর এফসি'র বিরুদ্ধে। অবশ্যই এই ম্যাচে মোহনবাগান আরও ভালো ফুটবল উপহার দিতে চাইবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গোকুলামের বিরুদ্ধে লিস্টন কোলাসো খেলায় ছন্দে ফিরে এসেছে। তারই ফসল হিসেবে জোড়া গোল লিস্টনের পা থেকে এসেছে। আবার হুগো বুমাস দারুণ ফর্মে রয়েছেন। তিনি গোল করেছেন এবং গোল করিয়েছেন। বুধবার অনুশীলনে তাদের বেশকিছু অসুবিধা হলেও বুঝতে পেরেছেন ম্যাচ জেতা ছাড়া কোনও না। নেট ছেঁড়া ছিল, এমনকি মাঠের <mark>হলুদ শিবিরে এখন সবচেয়ে ভরসা বলতে কেরলের উপহার দিয়ে ম্যাচ ছিনিয়ে নিতে।</mark> অবস্থাও ছিল সঙ্গীন। তবও ফটবলাররা

লড়াইয়ে বড় পদক্ষেপ রাখতে হবে।

ইস্টবেঙ্গলের মরণ-বাঁচন লড় ই হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি— সুপার কাপ ফুটবলে প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জয়ের মুখে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত ওড়িশা এফসির সঙ্গে ড্র করে মাঠ ছাড়ে। অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল ৩ পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত হয়। আগামী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে হায়দরাবাদ এফসি-র সঙ্গে। চার দলের গ্রুপে প্রত্যেককে তিনটি করে ম্যাচ খেলতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ম্যাচই নকআউট বলেই মানতে হবে। যদি ইস্টবেঙ্গল জিততে না পারে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তাহলে প্রতিযোগিতার থেকে ছিটকে যেতে হবে। আর পরবর্তী ম্যাচে তখন নিয়ম রক্ষার ম্যাচ ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের কাছে কোনও পথ খোলা থাকবে না। সেই কারণেই ইস্টবেঙ্গলের মর্ন-বাঁচন লডাই হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই হায়দরাবাদ প্রথম জয় তুলে নিয়েছে। সেই কারণেই পথ নেই। অনুশীলন মাঠে আলো ছিল হায়দরাবাদ কিছুটা এগিয়ে আছে ইস্টবেঙ্গলের থেকে।লাল নেই। তবে আশা করব হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেরা খেলা

ুফুটবলার ভিপি সুহের। আর সেই রাজ্যেই সুপার কাপ হচ্ছে। সেখানকার মাঠ সুহেরের সব চেনা। তাঁর কাছ থেকে কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন আশা করতেই পারেন ু সুহেরের কাছ থেকে ভালো ফুটবল খেলা। ভিপি সুহের বলেছেন, কেরলের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা নতুন করে বলার কিছু নেই। এখানকার মানুষ ফুটবল খেলা দেখতে ভালোবাসেন। কিছুদিন আগেই দেখা গিয়েছে সন্তোষ ট্রফির ফুটবলের ফাইনালে কেরল দলকে সমর্থন করাবার জন্য কত ফুটবল প্রেমী ছুটে এসেছিলেন মাঠে। এটা ঠিক প্রথম ম্যাচে আমরা ভালো খেলতে পারিনি। এগিয়ে থেকেও ম্যাচটা ড্র করতে হয়েছে। তবে প্রথম ম্যাচে বিদেশিহীন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা ছিলেন। তাঁরা ভালো খেলবার চেষ্টা করেছেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ

অনুশীলন থেকে সরে থাকেননি। সবাই আত্মবিশ্বাসে হবে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলাম আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি খেলায়। বিপক্ষ দলের ভরপুর। আগামী ম্যাচ জামসেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। সেই জায়গায় আমরা গোলরক্ষককে অবশ্যই সমীহ করতে হবে। জিততে হবে এবং সুপার কাপ ফুটবলের খেতাব সফল হয়েছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জামসেদপুর গোকুলাম ম্যাচে খেলতে নামার আগে প্রতিজ্ঞা বেশ ভালো দল। তারা গোয়ার বিরুদ্ধে ৫ গোল করেছিলাম, আমাদের জিততেই হবে। আর তার তাই দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার হুগো বুমাস করেছে। বলতে দ্বিধা নেই, ম্যাচটা বেশ কঠিন জন্য করতে হবে গোল। সেই কথাা রাখতে বলেছেন, আমরা যেভাবে খেলা শুরু করেছি, সেই জায়গায় পৌঁছবে। লড়াই হবে। বিপক্ষ দলের বেশ পেরেছি। কিন্তু এবারে জামসেদপুরের বিরুদ্ধে শুধু খেলাকে শুধু ধরে থাকা নয়, সামনের দিকে আরও কয়েকজন লম্বা খেলোয়াড় রয়েছে। তাঁদের বিষয়ে গোল করা নয়, দলকে জেতাতেই হবে। আমরাও কীভাবে এগিয়ে থাকা যায়, সেটাই হবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আইপিএল আর সুপার কাপের যেমন পাঁচটা গোল করেছি, তেমনই গোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা। গোকুলামের কাছে গতবছর আমরা মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। এটা নকআউট জামসেদপুরও পাঁচটা গোল করেছে। আমি মনে এএফসি কাপে হেরে গিয়েছিলাম। এমনকি আইলিগ প্রতিযোগিতা। গ্রুপ থেকে একটা দল সেমিফাইনালে করি, গোকুলামের বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে খেলেছি, ফুটবলে ওরা ভালো ফুটবল খেলেছিল। সেই যাবে। মনে রাখতে হবে ডু করলে হবে না। ম্যাচ শুধু সেইভাবে নয়, জামসেদপুরের বিরুদ্ধে আরও কারণে প্রথম ম্যাচটা খুব একটা সহজ ছিল না। জিততেই হবে। আবার লিস্টন কোলাসো বলেছেন, ছাপিয়ে যেতে হবে। আর তার জন্যই চাই দলগত আমরা ভেবেছিলাম আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দীর্ঘদিন বাদে ছন্দে ফিরে জোডা গোল পেয়েছি। সংহতির প্রয়াস। তাহলেই লডাই করে জেতার হওয়ার পরে সুপার কাপের এই ম্যাচটা বেশ কঠিন তার জন্য মানসিক দিক দিয়ে অনেকটাই খুশি। নিশানায় পৌঁছে যেতে পারব।

উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এমএলএ ক্লাব ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি--- উত্তর দমদম বিধানসভার বিধায়ক ও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের আহ্বানে ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল এমএলএ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা নববারাকপুরের বিবেকানন্দ ক্রীডাঙ্গনে। উদ্বোধনী দিনে মন্ত্রীদের পাশে সাংসদ, বিধায়ক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পতাকা উত্তোলন করে প্রতিযোগিতার শুভ কামনা করেন সাংসদ সৌগত রায়। সাদা পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা পৌ-ঁছে দেন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰিমা ভট্টাচাৰ্য ও ব্ৰাত্য বসু। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, উপ মুখ্য সচেতক তাপস রায়, বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী সহ আইএফএ'র সভাপতি

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্থপন ব্যানার্জি, ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, মেহেতাব হোসেন, শিলটন পাল সহ আরও অনেকে। প্রতিযেগিতার আহ্বায়ক নববারাকপুর পুরপ্রধান প্রবীর সাহা ও উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান



দমদম পুরসভার মিলন সমিতির মাঠে।প্রতিযোগিতা সাংসদ সৌগত রায়, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মন্ত্রী সাহা।

অজিত ব্যানার্জি, সচিব অনির্বাণ দত্ত, বেঙ্গল শুরু হওয়ার আগে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, রথীন ঘোষ ও উপ মুখ্যসচেতক তাপস রায়। প্রদীপ ফটবল খেলাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রজ্জ্বলন করে প্রতিযোগিতার সচনা করেন মন্ত্রী ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়ে থাকে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বেঙ্গল অলিম্পিক তরুণ ফুটবলাররা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি। বিজয়ী নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। সাধারণ গায়ত্রী ভবন দলকে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক পরস্কার মানুষ যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সহ অন্যান্য স্মারক তুলে দেন পুরপ্রধান বিধান বিধান বিশ্বাসের আন্তরিকতায় এই প্রতিযোগিতা তা ভাবা যায় না। এই খেলায় গায়ত্রী ভবন ২-০ বিশ্বাস। রানার্স আপ দল নববারাকপুর পূর্বাঞ্চল সবার মন জয় করে নেয়। রবিবার এই গোলে হারিয়ে দেয় নববারাকপুর পূর্বাঞ্চল দলকে। দলকে ট্রফি সহ দেড় লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় উত্তর এদিন এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন তুলে দেন নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর ছবি— শংকর বসু



শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বুধবার থেকে শুরু হল আইএফএ পরিচালিত অনুধর্ব ১৭ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার সূচনায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন মেয়র গৌতম দেব, আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, সৌরভ পাল, কুন্তল গোস্বামী ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি। ছবি—চিন্ময় চ্যাটার্জি।

নিজস্ব প্রতিনিধি– স্পোর্টস কানেক্ট ইতিমধ্যেই ঘোষণা করল বেঙ্গল স্কুল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ৬০টিরও বেশি স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ১০ এপ্রিল থেকে আর সি এস টেবল টেনিস অ্যাকাডেমিতে। প্রতিযোগিতা ডেভিস কাপ ফরম্যাটে হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার সহ প্রাক্তন ফুটবলার দেবাশিস মুখার্জি, টেবল টেনিস খেলোয়াড় কিশলয় বসাক, অনিন্দিতা চক্রবর্তী, সুশান্ত কুমার ঘোষ ও টেবল টেনিসের কর্মকর্তা রবি চ্যাটার্জি।

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক ও প্রকাশক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.